পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 61 Saturday, 31 January, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৬১ সংখ্যা ❋ ১৭ মাঘ ১৪৩২, শনিবার, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

গান্ধি কি মেলাবেন বাম-কংগ্রেসকে?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারিঃ ছাব্বিশের নির্বাচনে বাম-কংগ্রেসের জোটের সম্ভাবনা কতটা? প্রশ্নটা অনেকদিন ধরেই উঠছে। বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের ইঙ্গিতে স্পষ্ট, তাঁরা বামেদের সঙ্গে জোটে এই মুহূর্তে আগ্রহী নয়। ফলে বাম-কংগ্রেস জোটের সম্ভাবনা যখন ক্ষীণ, এই অবস্থায় শুক্রবার অন্য এক ছবি ধরা পড়ল। মহাত্মা গান্ধি প্রয়াণ দিবসে বেলেঘাটার গান্ধি ভবনে গিয়ে গান্ধি মূর্তি মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন বাম নেতারা। সম্প্রীতি ও সংহতি দিবস পালন করল। বাম নেতাদের গান্ধি ভবনে যাওয়া নিয়ে নতুন করে বাম-কংগ্রেস জোট জল্পনা শুরু হয়েছে। এদিন গান্ধি ভবনে গান্ধি মূর্তিতে মাল্যদান করেন বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র, রবীন দেব। সঙ্গে ছিলেন আরএসপি-র অশোক ঘোষ। গান্ধি ভবনে সম্প্রীতি ও সংহতি দিবস পালন করে বামেরা। অনেকদিন পর সূর্যকান্ত মিশ্রকে কোনও কর্মসূচিতে দেখা গেল। বাম-কংগ্রেস জোট এখন প্রশ্নের মুখে। তাহলে হঠাৎ করে এদিন কেন বামেদের গান্ধির স্মরণাপন্ন হতে হচ্ছে? ভোটের জন্যই কি? উঠছে প্রশ্ন। এই নিয়ে বামেদের কটাক্ষ করেছে গেরুয়া শিবির। রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, ''শুধু গান্ধিজী নয়, বিবেকানন্দ নয়। শ্যামাপ্রসাদেরও পুজো করতে হবে বামেদের অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য। হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে বসে বামেরা মিটিং করছেন। সময় খারাপ এসেছে, সব করতে পারে বামেরা।'' বামেদের কটাক্ষ করে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, ''এরা সবকিছুই প্রথমে বিরোধিতার নজরে দেখে। এরা স্বামীজিকে ভণ্ড

সন্ন্যাসী বলেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বুর্জোয়া কবি বলেছিল। আর এখন রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া কিছু শুনতে পায় না। ভোটের জন্য এরা সবকিছু করতে পারে।'' তবে এই নিয়ে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী বলেন, ''মহাত্মা গান্ধির ভাবনা তো বামপন্থী ভাবনা। গান্ধির ভাবনার সঙ্গে অনেকের ফারাক থাকতে পারে। কিন্তু, গান্ধির আদর্শের সঙ্গে বামপন্থী আদর্শের তো খুব বেশি ফারাক নেই। গান্ধিজি জনসেবার কথা বলেছেন, গরিবের কথা বলেছেন। গান্ধিজিকে পৃথিবীর যত বেশি মানুষ স্মরণ করবে, তত বেশি পৃথিবীর মঙ্গল হবে।'' গান্ধিজিকে স্মরণ নিয়ে কটাক্ষের জবাব দিয়ে প্রবীণ সিপিএম নেতা রবীন দেব বলেন, ''বেলেঘাটায় গান্ধিজি আরও প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে বেলেঘাটায় গান্ধিজি যেসময় এসেছিলেন দাঙ্গা থামানোর জন্য। এখন যারা দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করছে, তাদের বিরুদ্ধে গান্ধিজি যে কথাগুলি বলেছিলেন, সেগুলি যদি আমি ব্যবহার করি, তাতে যদি দেশের শান্তি-ঐক্য-সম্প্রীতি হয়, তাতে কার আপত্তি থাকতে পারে। আমরা নাথুরাম গডসকে খুনি বলি। আর যারা সরকার পরিচালনা করছে, তারা তাকে গৌরবান্বিত করছে। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যটা বোঝানোর জন্য, গান্ধিজির হত্যা দিবসে বামপন্থীরা আগেও ছিল, আজও থাকবে।'' এদিন বামেদের গান্ধিজিকে স্মরণ নিয়ে ফের জোট জল্পনা শুরু হয়েছে। ২০১৬ এবং ২০২১ সালে বামেরা কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা করে বিধানসভা নির্বাচনে লড়েছিল। অধীর চৌধুরীও বামেদের সঙ্গে জোট নিয়ে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু, বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বামেদের সঙ্গে জোট নিয়ে ততটা আগ্রহী নন। কিছুদিন আগে মৌসম নূর কংগ্রেসে ফিরে আসার পর বামেদের সঙ্গে তাঁদের জোট নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শুভঙ্কর বলেছিলেন, ''আমরা এখন নিজেদের উদ্বুদ্ধ করতে চাইছি।'' শুভঙ্করের মনোভাব বুঝেই একদিন আগে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেছিলেন, ''অধীর চৌধুরী সভাপতি থাকাকালীন বাম-কংগ্রেস আসন সমঝোতা হয়েছিল। বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের তৃণমূলের প্রতি বেশি দরদ। শুভঙ্কর সরকার নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, এআইসিসি-র অপেক্ষায় রয়েছেন।''

'দুটি তালিকাই চাই, কারচুপি বরদাস্ত নয়'

ভোটার ছাঁটাই ইস্যুতে বিএলএ-দের মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারিঃ আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের ঘোষণা না হলেও এসআইআরকে কেন্দ্র করে রাজ্যে ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। ভুয়ো ভোটার বনাম বৈধ ভোটারের নাম ছাঁটাই- অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগের এই টানটান পরিস্থিতিতে এক মাসের ব্যবধানে শুক্রবার ফের নিজের নির্বাচনী ক্ষেত্র ভবানীপুরের সমস্ত বুথ লেভেল এজেন্ট ও কাউন্সিলরদের নিয়ে কার্যত 'ওয়ার রুম' বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, বৈঠকেই স্পষ্ট বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী-'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' দেখিয়ে যাদের শুনানিতে ডাকা হয়েছে এবং যাদের নাম চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে, দু'টি তালিকাই তাঁর টেবিলে চাই। কোথাও কোনও কারচুপি চলবে না। বিশেষ করে ৭৭ নম্বর ওয়ার্ডে ইচ্ছাকৃত ভাবে বহু ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরদেরও এব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। দলীয় সূত্রের খবর, ভোটার

তালিকা সংশোধনের প্রতি দিনের রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কাছে। সেখান থেকেই তা সরাসরি যাবে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। অর্থাৎ পুরো প্রক্রিয়ার প্রতি নেত্রী যে কড়া নজরদারি রাখছেন তাও এদিনের বৈঠকে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে কর্মীদের উদ্দেশে লড়াইয়ের ডাক দেন মমতা। সূত্রের দাবি, বৈঠকে তিনি বলেন, এবারের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-এটি দুরাচারের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই। কর্মীরা দিন-রাত পরিশ্রম করছেন, তা তিনি জানেন। কিন্তু আগামী কয়েক দিন আরও বেশি কঠিন পরীক্ষা। মানুষের দরজায় দরজায় পৌঁছতে হবে, আরও তীক্ষ্ণ নজরে স্ক্রুটিনি চালাতে হবে। বিশেষ ভাবে ৬৩ ও ৭২ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়তি জোর দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। উল্লেখ্য, এসআইআর পর্ব চলাকালীন গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর ভবানীপুর বিধানসভার বিএলএদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সময় খসড়া তালিকা প্রকাশের পর প্রায় ৪০ হাজারের বেশি ভোটারের নাম বাদ পড়তে পারে-এমন আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। তখনই দলের সংগঠনকে সতর্ক করে মাঠে নামার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। এক মাসের ব্যবধানে ফের একবার ভবানীপুরে বৈঠক করলেন দলনেত্রী। কলকাতা পুরসভার আটটি ওয়ার্ড-৬৩, ৭০ থেকে ৭৪, ৭৭ ও ৮২-নিয়ে গঠিত এই কেন্দ্রেই এখন ভোটার তালিকা ঘিরে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক লড়াইয়ের প্রস্তুতি। ভোটের আগে এই ইস্যুতেই যে রাজ্য রাজনীতির তাপমাত্রা আরও চড়বে, তা বলাই বাহুল্য।

'বাংলায় একটাই বাঘিনী-মমতা'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারিঃ আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি। কিন্তু এসআইআরকে কেন্দ্র করে রাজনীতির ময়দানে যে ভোটের দামামা বেজে উঠেছে, তা আর গোপন নেই। সেই আবহেই শুক্রবার রাতে কলকাতায় পা রাখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার বারাসত ও উত্তরবঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। যদিও শাসকদল এই সফরকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ। বরং শাহের আগমন ঘিরে তীব্র কটাক্ষ শোনা গেল রাজ্যের মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের গলায়। শুক্রবার অমিত শাহের সফর প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে ফিরহাদ বলেন, ''অমিত শাহ আসছে না তো যেন গব্বর সিং আসছে! কে অমিত শাহ? ভয়ের কী আছে? বাঙালি ভয় পেতে পারে না, মাথা নিচু করতে জানে না। যত অত্যাচারই হোক, বাঙালি লড়াই করবে।'' এখানেই না থেমে মুখ্যমন্ত্রীকে বাঘিনীর সঙ্গে তুলনা করে ফিরহাদ বলেন, ''অমিত শাহ আসবেন, যাবেন, কিছু যায় আসে না। মহারাষ্ট্রে, দিল্লিতে, বিহারে ওদের ফন্দি টিকলেও বাংলায় টিকবে না। কারণ বাংলায় এক বাঘিনী আছে, তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়! এদিন গান্ধিজীর তিরোধান দিবসে আলিপুর মিউজিয়ামে গান্ধী মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানান ফিরহাদ। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর সেখান থেকেও শাহ-সফর নিয়ে আক্রমণ শানান মেয়র। এসআইআর ইস্যুতে কেন্দ্র ও কমিশনকে এক বন্ধনীতে রেখে ফিরহাদের স্পষ্ট বার্তা, একটিও প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গেলে, সেই 'অগণতান্ত্রিক' এসআইআর-এর বিরুদ্ধে রাজপথে নামবে বাংলা। বলেন, ''আমরা সহিষ্ণুতার পথে চলি মানে আমরা দুর্বল নই।'' প্রশ্ন তোলেন, ''যাঁরা ফুটপাতে থাকেন, কাগজপত্র নেই-তাঁরা কি দেশের নাগরিক নন? তাঁদের ভোটাধিকার যদি ভুল হয়, তবে যে সরকার নির্বাচিত হয়েছে সেটাও তো ভুল!'' অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কেন্দ্রের দিকে আঙুল তুলে ফিরহাদ বলেন, ''বাংলাদেশ থেকে কারা আসছেন তা দেখার দায়িত্ব বিএসএফ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের। তার দায়ে হাজার হাজার বাঙালি ভারতবাসীকে হেনস্থা করা অন্যায়।'' ফিরহাদের কথায়, ''বাঙালির রক্তে স্বাধীনতা এসেছে। সেই বাঙালিকেই বলা, তোমার প্রুফ নেই, তুমি ভারতীয় নও, এটা অন্যায়, এটা পাপ।'' রাজ্য-রাজনীতির পাশাপাশি দিল্লির ঘটনাও তুলে আনেন মেয়র। দিল্লিতে নাবালিকা ধর্ষণের প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ''এটা ভয়ংকর অন্যায়। সামাজিক ব্যাধি। কঠোর হাতে দমন করা দরকার। সঙ্গে কটাক্ষ, দিল্লিতে তো বিজেপির রাজ, অমিত শাহের প্রশাসন!''

আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ড

মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ, আহতদের ৫০ হাজার করে অর্থসাহায্য ঘোষণা কেন্দ্রে

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারিঃ আনন্দপুরের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের পরিবার ও আহতদের জন্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করল কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তরফে টুইট করে জানানো হয়েছে, এই দুর্ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক ও হৃদয়বিদারক। যাঁরা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী দফতরের ঘোষণায় বলা হয়েছে, এই দুর্ঘটনায় যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা করে এককালীন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। পাশাপাশি, দুর্ঘটনায় আহত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা হবে। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় রাজ্যজুড়ে হইচই শুরু হয়েছে। প্রশাসনের তরফে উদ্ধার ও চিকিৎসার কাজও পুরো দমে চলছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে কেন্দ্রীয় সরকারও। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ইতিমধ্যেই চার দিন কেটে গিয়েছে। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ২৭ জনের খোঁজ মেলেনি। আজ, অর্থাৎ শুক্রবার পর্যন্ত ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে ২১টি দেহাংশ। তবে এগুলি কত জনের দেহাবশেষ, তা এখনও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পুলিশি পদক্ষেপও জোরদার হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে ওয়াও মোমোর গুদামের ম্যানেজার মনোরঞ্জন শিট এবং ডেপুটি ম্যানেজার রাজা চক্রবর্তীকে নরেন্দ্রপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুক্রবার তাঁদের বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। এর আগে গ্রেফতার হয়েছেন দ্বিতীয় গুদামের মালিক গঙ্গাধর দাস। সব মিলিয়ে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বারুইপুর পুলিশ জেলার এক শীর্ষ আধিকারিক শুক্রবার জানান, আনন্দপুর থানায় মোট ২৭ জনের নিখোঁজ সংক্রান্ত ডায়েরি নথিভুক্ত হয়েছে। উদ্ধার হওয়া দেহাংশগুলি কার, তা শনাক্ত করার জন্য সেগুলি কেন্দ্রীয় ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি-এ পাঠানো হয়েছে। ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে এলে

তবেই নিহতদের পরিচয় এবং প্রকৃত মৃতের সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। দ্রুত তদন্তের স্বার্থে বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার নিজে সিএফএসএল-এ গিয়ে পরীক্ষার অগ্রগতি তদারক করেন। এ দিকে, শুক্রবারও থামেনি উদ্ধারকাজ। ডেকরেটার্সের গুদামের ভেঙে পড়া টিনের শেড সরিয়ে ধ্বংসস্তূপ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে, যাতে আরও কোনও দেহাংশ পাওয়া যায় কি না, তা নিশ্চিত করা যায়। ঘটনাস্থলে এখনও চলছে তল্লাশি। শুক্রবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পুড়ে যাওয়া আনন্দপুরের দুটি গুদাম ঘুরে বর্তমান পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন তিনি। পরিদর্শন শেষে রাজ্যপাল বলেন, ''দোষারোপের জন্য নয়, তথ্য জানতেই এসেছি। তবে প্রশাসনের আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন ছিল। ঘটনার পর দায় এড়ানোর সুযোগ নেই।'' একই দিনে সকালে ফের ঘটনাস্থলে যান ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের একটি দল। তাঁরা নমুনা সংগ্রহ করে তদন্তে সহায়তা করছেন।

পদত্যাগ করুন দমকলমন্ত্রী, হুঁশিয়ারি শুভেন্দু অধিকারির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারিঃ আনন্দপুরের মোমো কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পথে নামলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। আজ হাইকোর্টের অনুমতিতে আনন্দপুরে মিছিল করেন শুভেন্দু। সেই মিছিলে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শোন যায় বিজেপি কর্মী-সমর্থক এবং নেতাদের। মোমো কারখানার মালিকের গ্রেফতারি থেকে শুরু করে দমকলমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তোলেন শুভেন্দু। আজ শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ডে মৃত বা নিখোঁজদের সবাই হিন্দু বলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলদোল নেই। শুভেন্দু আজ বলেন, 'নিখোঁজদের খুঁজে দিতে হবে। ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সরকারি চাকরি দিতে হবে। এর পিছনে যারা রয়েছে, তাদের গ্রেফতার করতে হবে। ওই মোমো কোম্পানির মালিককে গ্রেফতার করতে হবে।'' বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, ''এই সরকার দুর্নীতি করছে, অমানবিক কাজ করছে। সরকারের অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে বিজেপি এবং সাধারণ মানুষ আওয়াজ তুলেছে। এই গণহত্যার মূল কারিগর, মোমো সংস্থার মালিকের সঙ্গে মমতা বিদেশ ভ্রমণ করে এসেছেন। তাঁকে বাঁচাচ্ছেন মমতা। আর এখানে জলাভূমি। কীভাবে এখানে এনওসি পাওয়া গেল। কীভাবে বিল্ডিং তৈরির অনুমতি দেওয়া হল? টিএমসির সাথে সব মিলে রয়েছে। পুলিশ কাটমানি পায়।'' এদিকে মুখ্যমন্ত্রী এখনও কেন আনন্দপুরে কেন যাননি? তা নিয়ে শুভেন্দু বলেন, ''যারা এই মোমো কারখানায় মারা গিয়েছেন বা নিখোঁজ হয়েছেন, তাঁরা সকলে হিন্দু। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোটব্যাঙ্ক তাঁরা নন। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে আসেননি।'' এদিকে আনন্দপুরে গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডে গ্রেফতারি বেড়ে ৩ হয়েছে। ডেকোরেটার গুদামের মালিক গঙ্গাধর দাসের পর এবার মোমো কোম্পানির দুই আধিকারিককে গ্রেফতার করেছে নরেন্দ্রপুর থানা। উল্লেখ্য, গত ২৫ জানুয়ারি রাতে আনন্দপুরে মোমোর কারখানায় আগুন লেগেছিল। সেই ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে বেশ কয়েকটি ঝলসে যাওয়া মৃতদেহ। সব মিলিয়ে মোট ২৫ জন নিখোঁজ বা মৃত এই দুর্ঘটনায়। আগুন লাগার ১০ ঘণ্টা পরে সেখানে গিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তবে গোটা ২৬ জানুয়ারি দেখা মেলেনি দমকলমন্ত্রীর। তিনি অগ্নিকাণ্ডের ৩২ ঘণ্টা পরে ঘটনাস্থলে যান। প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, মোমো তৈরির কারখানায় প্রচুর পরিমাণ পামতেল মজুত করা ছিল। তা থেকেই আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। আগুন যখন লাগে, সেই সময় নাইট শিফট চলছিল। এদিকে কারখানায় বাইরে থেকে তালা লাগানো ছিল বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। শুক্রবার পুলিশ মোমো কারখানার ম্যানেজার মনোরঞ্জন শিট এবং ডেপুটি ম্যানেজার রাজা চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করেছে। গত ২৫ জানুয়ারি মধ্যরাতে গুদামে যখন আগুন লাগল, তখন তাঁরা কোথায় ছিলেন, তাঁদের ভূমিকা কী ছিল, পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। জানা যাচ্ছে, মনোরঞ্জন শিট ওই গুদামের দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু মালিককে কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে না, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেই এই ছবি নিয়ে

মিছিল করলেন শুভেন্দু। ছবি দেখিয়ে সাংবাদিকদের শুভেন্দু বুঝিয়ে দিলেন কার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হাঁটছেন। শুভেন্দুর কথায়, ''মোমো সংস্থার মালিকের বিদেশ সফরের সঙ্গী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী যাঁর সঙ্গে রাস্তায় হাঁটছেন, তিনি ওই মোমো সংস্থার মালিক। কর্মীদের ধরছেন কেন, গঙ্গাধর দাসকেও যেমন ধরেছেন, আমরা সমর্থন করি। তেমনি মোমো সংস্থার মালিককেও গ্রেফতার করতে হবে।'' পাশাপাশি, খেয়াদহ ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের গ্রেফতারি, স্থানীয় থানার আইসিকে সাসপেন্ড, দমকলমন্ত্রীকে পদত্যাগ-সহ একাধিক দাবি করেন। এদিন পাঁচ দফা দাবি নিয়ে শুভেন্দু মিছিল করেন।

সকলকে চোখ-কান খোলা রাখার পরামর্শ রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারিঃ আনন্দপুরে আগুনে ঝলসে মৃত্যু একের পর এক শ্রমিকের। সেই আগুনে আরও ঘি পড়েছে যখন এত বড় আগুন লাগার ঘটনার পরও রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুকে দেখা যায়নি ঘটনাস্থলে। বিরোধীরা সেই নিয়ে দেগেছে তোপ। আর এবার সেই আনন্দপুরে গেলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এই ঘটনায় রাজ্যের প্রশাসনকে নিশানা করেছেন রাজ্যপাল। সঙ্গে একটি অ্যাডভাইজারি আনবেন বলেও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। এ দিন, যেখানে আগুন লেগে গিয়েছিল এদিন সেখানেই পৌঁছন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। গোটা এলাকা পরিদর্শনে করেন তিনি। তারপর বলেন, ''অনেক

জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে। কোনও স্টেক হোল্ডার দায় এড়াতে পারে না। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আইন রক্ষক বাহিনী নিজের দায়িত্ব পালন করেনি। নজরদারি ছিল না। অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা অনুপস্থিত ছিল। আমি চোখ বন্ধ করে থাকতে পারি না। এটা ক্রমাগত হতেই থাকবে সেটা বরদাস্ত করা যায় না। শহরে এবং রাজ্যে এই ধরনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। আমি ফ্যাক্ট ফাইন্ড করতে এসেছি।'' তিনি আরও বলেন, ''এটা খুব ভয়ংকর দৃশ্য। মানুষের মূল্যবান জীবন চলে গেল। আগুন লাগার সময়ে এবং পরে কিছু স্টেপ নিতে হত, যেটা এখানে নেওয়া হয়নি। প্রশাসন এবং এই গোডাউনের মালিকপক্ষের সবার সমান দায় আছে। আইনের সঠিক প্রয়োগ করে কড়া নজরদারি করে, অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার প্রয়োজন ছিল। এখানে খামতি ছিল। এখানে এটা প্রথম নয়। দুর্ঘটনা নয়, মানুষের ভুল। রাজ্যপাল হিসেবে একটি অ্যাডভাইজারি আমি খুব দ্রুত আমি আনব। সবার চোখ কান খোলা রাখতে হবে। সফট স্টেট হতে দেওয়া যাবে না। যেখানে নিয়মের পালন হয় না।'' তিনি এও বলেন, ''আমি কাউকে দোষ দিচ্ছিনা, কিন্তু প্রশাসনের খামতি ছিল, নয়তো এই ধরনের ঘটনা বারবার হয় না।'' তবে আজ আনন্দপুরে পৌঁছনোর আগে ব্যারাকপুর গান্ধিঘাটে যান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মহাত্মা গান্ধির প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ব্যারাকপুর গান্ধি ঘাটে আসা। রাজ্য সরকারে পক্ষ থেকে দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু ছিলেন রাজ্যপালের সঙ্গে। সেখান থেকে তিনি বলেন, ''প্রশাসনের উচিত আরও সতর্ক হওয়া। এটা দুঃখজনক ঘটনা। আমাদের ডিপার্টমেন্ট খুবই তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেছে। আর বিরোধীরা কে কোথায় কী বলবে সেই সব কথার উত্তর দিতে নেই। আর দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। এর আগে গোয়াতে একটা ঘটনায় পঁচিশজন মারা গিয়েছে। দিল্লিতেও মারা গিয়েছে। দুর্ঘটনা হতে পারে। তবে যাঁরা ব্যবসা করেন তাঁদেরও দায়িত্ব আছে। আর সরকার চেষ্টা করে সব রকম ভাবে নিরাপত্তা দেওয়া।''

এসআইআর শুনানিতে একদম ঢিলেমি নয়, দুই ২৪ পরগনাকে আতসকাচের তলায় রেখে সময় বেঁধে দিল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারিঃ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের উপর সময়ের কাঁটা বেঁধে আরও কড়া হল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। নোটিস পাঠানো থেকে শুরু করে নথি আপলোড, মাঠপর্যায়ের আধিকারিকদের ভূমিকা- সব ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সময়সীমা মেনে কাজ শেষ করার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশন সূত্রের খবর, বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, আর ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না। শুক্রবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের বৈঠক হয়েছে। বৈঠকের মূল ফোকাসই ছিল দুই ২৪ পরগনাকে কেন্দ্র করে। এসআইআর-এর কাজে ঢিলেমি নিয়ে এই দুই জেলা নিয়ে কমিশনের অসন্তোষের ইঙ্গিত আগেও মিলেছে। তাছাড়া, কমিশনের দেওয়া তালিকার বাইরে কেউ যদি শুনানিতে নথি জমা দিয়েছেন। তাঁদের নাম কাটা যাবে বলে জানিয়ে রেখেছে কমিশন। এদিন স্পেশ্যাল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত জানিয়ে দিয়েছেন, এখনও যেহেতু শুনানি পর্ব চলছে, কাজেই সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভোটাররা নতুন করে তাঁদের নথি জমা দিতে পারবেন। কমিশনের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক, ইআরও ও এইআরওদের জন্য একাধিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

- ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে সমস্ত বাকি থাকা নোটিস জেনারেট করতে হবে।
- যে নোটিসগুলি এখনও সার্ভ করা হয়নি, সেগুলি ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে সার্ভ করতে হবে। নোটিস সার্ভের প্রমাণ সংশ্লিষ্ট বিএলওদের আপলোড করতে হবে।
- নথি আপলোড-সহ সমস্ত শুনানির কাজ আগামী সর্বোচ্চ ৭

দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে হবে। যেসব শুনানি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, সেগুলির ক্ষেত্রে উপস্থিতির নথি এবং সংগৃহীত সমস্ত ডকুমেন্ট ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে আপলোড করতে হবে।
- আগামী ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে জেলার মাইক্রো অবজার্ভারদের শুনানি কেন্দ্র থেকে সরিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলায় রোল অবজার্ভারদের সহায়তায় মোতায়েন করা হবে।
- জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের নিশ্চিত করতে হবে, যেন ইআরও ও এইআরও-রা কোনও রকম ব্যতিক্রম ছাড়াই নিয়ম মেনে সমস্ত মামলা নিষ্পত্তি করেন।
- সিস্টেমে আপলোড হওয়া সমস্ত নথির ডিজিটাল ট্রেল, মাইক্রো অবজার্ভার ও রোল অবজার্ভার ইনপুট এবং ইআরওএইআরওদের নিষ্পত্তি 'সুপার চেকিং'-এর আওতায় থাকবে। এই তদারকি করবেন ডিইও, রোল অবজার্ভার, স্পেশ্যাল রোল অবজার্ভার এবং সিইও।
- কমিশনের এই নির্দেশাবলি দ্রুত ইআরও ও এইআরওদের কাছে পৌঁছে দিয়ে কঠোরভাবে তা পালন নিশ্চিত করতে হবে।

সূত্রের খবর এদিন কমিশন স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে, আগামিকাল অর্থাৎ শনিবারের মধ্যেই সব নোটিস ইস্যু করতে হবে। আর ১ তারিখের মধ্যে শুনানিতে ডাকা সমস্ত ভোটারের হাতে নোটিস পৌঁছনো বাধ্যতামূলক। সূত্রের খবর, বৈঠকেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের কাছে জানতে চান, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শুনানি শেষ করা আদৌ সম্ভব কি না। কমিশন সূত্রে খবর, উত্তরে রাজ্যের তরফে জানানো হয়, কয়েকটি জেলায় সময়সীমার মধ্যে শুনানি সম্পূর্ণ নাও হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে কমিশন বিশেষ ভাবে জোর দিয়েছে নির্দিষ্ট নথি সময়মতো আপলোড করার উপর। কমিশনের নির্দেশিত সব নথি আপলোড হলেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে ইআরও এবং এইআরও-দের আরও সতর্কভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দিল্লি থেকে আসা অবজার্ভারদেরও সতর্ক থাকতে বলেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, এমনটাই জানা গিয়েছে কমিশন সূত্রে। বস্তুত, বাংলায় এসআইআর-এর সামগ্রিক কাজের গতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। তবে ব্যতিক্রম দুই ২৪ পরগনা। সূত্রের খবর, এ দিন কা৷ ভাষায় ওই দুই জেলার ডিইওদের সতর্ক করা হয়েছে। সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না হলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে বলে খবর কমিশন সূত্রে।

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নরেন্দ্র মোদীর

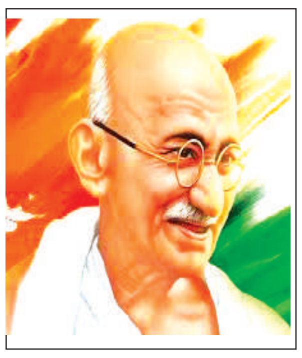

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি ঃ জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ বার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার তিনি সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে জানান, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ বার্ষিকীতে আমি তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। শ্রদ্ধেয় বাপু সর্বদা স্বদেশীর উপর জোর দিতেন, যা একটি বিকশিত ও আত্মনির্ভর ভারতের জন্য আমাদের সংকল্পের ভিত্তি। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং কৃতিত্ব সর্বদা আমাদের দেশবাসীকে কর্তব্যের পথে চলতে অনুপ্রাণিত করবে।

প্লে-ব্যাক থেকে সরলেন অরিজিৎ সিং, নীরবতার ভেতর নতুন সংগীতের খোঁজ

মুম্বই, ৩০ জানুয়ারি ঃ একটা সময় ছিল, যখন বলিউডের প্রেম, বিচ্ছেদ, একাকীত্ব কিংবা ফিরে পাওয়ার মুহূর্তগুলো প্রায় অরিজি সিংয়ের কণ্ঠ ছাড়া কল্পনাই করা যেত না। সিনেমার পর্দায় আবেগ বদলাত, কিন্তু গলার স্বর থাকত একই-চেনা, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য। সেই অরিজি সিংই এবার জানালেন, তিনি আর নতুন করে প্লেব্যাক করবেন না।ঘোষণাটি প্রকাশ্যে এসেছে গত মঙ্গলবার রাতে সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক সংক্ষিপ্ত বার্তায়। তাতে কোনও নাটক নেই, কোনও বিদায়ের ভাষণও নয়। শুধু বলা হয়েছে-এই অধ্যায় শেষ। দীর্ঘ এক সংগীতযাত্রার পর শিল্পী নিজেই যেন থামতে চাইলেন।অরিজিৎ অবশ্য সংগীত ছাড়ছেন না। বরং তাঁর কথায়, তিনি আবার শিখতে চান-ছোট শিল্পী হয়ে। তাঁর ইচ্ছা, নিজের সংগীতে ফিরে যাওয়ার, এমন সংগীতে যেখানে বাজারের চাহিদা নয়, নিজের প্রশ্নটাই মুখ্য। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের দিকে ফিরে যাওয়ার কথাও তিনি বলেছেন। সেটাকে অনেকেই দেখছেন, নিজের শিকড়ে ফেরার চেষ্টা হিসেবে। অবসরের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অরিজি খুব সরলভাবে বলেছেন-একঘেয়েমি। একই ধরনের কাজ বারবার করতে করতে যে ক্লান্তি আসে, তা তাঁকে নতুন পথে হাঁটতে বাধ্য করেছে। তাঁর মতে, শিল্পীকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে পরিবর্তন জরুরি।প্রসঙ্গত, ২০05 সালে 'ফেম গুরুকুল' থেকে শুরু। সাফল্যের জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রায় ছ'বছর। তারপর ২০১১ সালে ' ফির মহব্বত'। তার পর একের পর এক গান-'তুম হি হো', 'চন্না মেরেয়া', ' আগর তুম সাথ হো', 'কেশরিয়া।' এই গানগুলো শুধু হিট হয়নি, সময়ের অনুভূতিকে ধরে রেখেছে। দু'টি জাতীয় পুরস্কার, পদ্মশ্রী-সম্মান এসেছে, স্বীকৃতি এসেছে। কিন্তু অরিজি সিংয়ের ঘোষণায় যেন বোঝা যায়, তিনি এখন আর পুরস্কারের পেছনে দৌড়াতে চান না। বরং তিনি খুঁজছেন সেই সময়টা, যখন গান ছিল অনুসন্ধান, প্রতিযোগিতা নয়। বলিউডের প্লে-ব্যাক জগ হয়তো তাঁর কণ্ঠ হারাল, কিন্তু ভারতীয় সংগীত হয়তো নতুন এক অরিজিকে ফিরে পেতে চলেছে।

দুই মহিলা-সহ চার মাওবাদীর অস্ত্র-সহ আত্মসমর্পণ

সুকমা, ৩০ জানুয়ারি ঃ ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় শুক্রবার দুই মহিলা-সহ চার জন মাওবাদী অস্ত্র-সহ আত্মসমর্পণ করেছেন। এঁদের খোঁজ দিলে মোট ৮ লক্ষ টাকা পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল পুলিশের তরফে। আত্মসমর্পণ করা মাওবাদীরা দক্ষিণ বস্তারের কিস্তরাম কমিটির সদস্য। এ দিন তাঁরা রাজ্যের পুনা মার্গেম (সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসা) উদ্যোগের অধীনে আত্মসমর্পণ করেছেন বলে জানান বস্তার রেঞ্জের আইজিপি সুন্দররাজ পি।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

' বিটিং দ্য রিট্রিট'-এ ' বন্দে মাতরম্'-এর সুর, সমাজ মাধ্যমে বিশেষ মুহূর্ত ভাগ করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩০ জানুয়ারি ঃ প্রজাতন্ত্র দিবসের আনুষ্ঠানিক উদযাপনের সমাপ্তি টানে দিল্লির ঐতিহাসিক বিজয় চকে আয়োজিত ' বিটিং দ্য রিট্রিট' অনুষ্ঠান। প্রতি বছরের মতো এ বছরও সেই অনুষ্ঠান ঘিরে ছিল দেশজুড়ে কৌতূহল ও আবেগ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সেই আবেগে নতুন মাত্রা যোগ করে ' বন্দে মাতরম্'-এর অনবদ্য পরিবেশনা। সশস্ত্র বাহিনীর ব্যান্ডের সুরে জাতীয় আবেগে ভর করে ওঠা এই পরিবেশনাটি সমাজ মাধ্যমে তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক মুহূর্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন।প্রধানমন্ত্রী তাঁর সমাজ মাধ্যম পোস্টে উল্লেখ করেন, ' বন্দে মাতরম্'-এর রচনার ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপনের সময়েই ' বিটিং দ্য রিট্রিট ২০২৬'-এ সশস্ত্র বাহিনীর এই পরিবেশনা এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, এই সুর শুধু একটি সংগীত পরিবেশনা নয়, বরং দেশের ইতিহাস, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের স্মৃতিকে নতুন করে উজ্জীবিত করার এক অনন্য প্রয়াস।বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যায় যখন বিজয় চকের আলোকোজ্জ্বল প্রাঙ্গণে 'বিটিং দ্য রিট্রিট'-এর সূচনা হয়, তখন উপস্থিত দর্শক ও আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে এক গভীর আবেগের সঞ্চার হয়। ঐতিহ্যবাহী সামরিক ব্যান্ডের তালে তালে একের পর এক সুর ভেসে ওঠে, যা স্বাধীন ভারতের সামরিক ঐতিহ্য ও শৃঙ্খলার প্রতীক। সেই ধারাবাহিকতার মধ্যেই যখন ' বন্দে মাতরম্'-এর সুর বেজে ওঠে, তখন মুহূর্তের মধ্যে পুরো পরিবেশ যেন আরও গম্ভীর ও আবেগঘন হয়ে ওঠে।এই বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সহ দেশের প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয় ও রাজনৈতিক অঙ্গনের একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাঁদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানের গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে তোলে।' বিটিং দ্য রিট্রিট' মূলত ব্রিটিশ সামরিক ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত হলেও স্বাধীন ভারতের প্রেক্ষাপটে এটি এক ভিন্ন অর্থ বহন করে। এটি শুধু প্রজাতন্ত্র দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা নয়, বরং সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি জাতির শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তাঁদের অবদানকে সম্মান জানানোর এক প্রতীকী মুহূর্ত। সেই ঐতিহ্যের মধ্যেই 'বন্দে মাতরম্'-এর মতো দেশাত্মবোধক সুর যুক্ত হওয়ায় অনুষ্ঠানের আবেদন বহুগুণ বেড়েছে বলে মত অনেকের।সমাজ মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শেয়ার করা ভিডিও ও বার্তা দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে। দেশ-বিদেশের বহু মানুষ এই পরিবেশনাকে ঘিরে তাঁদের আবেগ প্রকাশ করেন। কেউ কেউ একে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সামরিক গৌরবের মেলবন্ধন হিসেবে উল্লেখ করেছেন, আবার অনেকেই লিখেছেন যে এই সুর তাঁদের মনে দেশপ্রেমের অনুভূতিকে আরও গভীর করেছে।১৫০ বছর আগে রচিত ' বন্দে মাতরম্' আজও যে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম, ' বিটিং দ্য রিট্রিট'-এর মঞ্চে তারই এক জীবন্ত প্রমাণ মিলল। প্রজাতন্ত্র দিবসের রেশ কাটতে না কাটতেই এই পরিবেশনা যেন নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিল-ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সশস্ত্র বাহিনীর আত্মত্যাগ একসূত্রে বাঁধা, আর সেই বন্ধন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও দৃঢ় হয়ে উঠছে।

নিরাপত্তাজনিত সতর্কতায় কিশতওয়ারের একাধিক এলাকায় সাময়িকভাবে বন্ধ মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা

কিশতওয়ার, ৩০ জানুয়ারি ঃ নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতওয়ার জেলার কয়েকটি এলাকায় সাময়িকভাবে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্র দফতরের নির্দেশে এই পদক্ষেপ কার্যকর করা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী, সিংপোরা, চিংগাম ও চাতরু এলাকায় ২জি, ৩জি, ৪জি এবং ৫জি-সব ধরনের মোবাইল ডেটা পরিষেবা গত ২৯ জানুয়ারি রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে ৩০ জানুয়ারি রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে স্থগিত থাকবে।প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, সমাজবিরোধী ও দেশবিরোধী শক্তি্র সম্ভাব্য অপব্যবহার রুখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে সংবেদনশীল পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যাতে কোনওভাবেই গুজব, উসকানিমূলক বার্তা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সেই উদ্দেশ্যেই মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। নির্দেশে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, চিহ্নিত প্রতিটি এলাকার ছয় কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যেই এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে।স্বরাষ্ট্র দফতরের বক্তব্য অনুযায়ী, উচ্চগতির মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা অপব্যবহৃত হলে জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাও হুমকির মুখে পড়তে পারে। ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা, পাশাপাশি সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই সাময়িক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।সরকারি নির্দেশে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত টেলিযোগাযোগ আইন, ২০২৩ এবং টেলিযোগাযোগ পরিষেবা সাময়িক স্থগিতকরণ বিধি, ২০২৪ অনুসারেই কার্যকর করা হয়েছে। আইনগত কাঠামোর মধ্যেই প্রশাসন এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এবং পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা পুনরায় চালু করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং কোনও ধরনের গুজব বা বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো থেকে বিরত থাকতে নাগরিকদের সচেতন থাকার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন।

সম্প্রতি ২০শে জানুয়ারি কলকাতায় আই সি ডি এস কর্মী ও সহায়িকাদের আন্দোলনে পুলিশী আক্রমণের প্রতিবাদে জয়নগর ১ নম্বর ব্লকে বি ডি ও অফিসের সামনে বহরু বাজারে ইউনিয়নের কর্মী ও সহায়িকাদের রাস্তা অবরোধ।ন্ড এরপরে তপতি কয়ালের নেতৃত্বে ছয় জনের এক প্রতিনিধি টিম CDPO- র নিকট ডেপুটেশন দেন। জমায়েতে আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি সারা ভারত সাধারণ ধর্মাব ও পশ্চিমবাংলায় শিল্প ধর্মঘটের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন আই সি ডি এস এর রাজ্য সম্পাদিকা মাধবী পন্ডিত এবং এ আই ইউ টি ইউ সির বারইপুর সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি সুবীর দাস সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন ঐদিন আন্দোলনে। চিত্র -স্নিগ্ধা সাহা।

প্রধান সচিব পদে দুইটি রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি,নবান্ন,৩০জানুয়ারিঃরাজ্য সরকার প্রধান সচিব পদে দুইটি রদবদল করেছে। সমবায় দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব আই এ এস আধিকারিক ডঃ কৃষ্ণা গুপ্তাকে সেচ ও জলপথ দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে আজ কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক দপ্তর থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে সেচ ও জলপথ দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিবের দায়িত্বে থাকা মনীশ জৈন কে জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তর এবং এডিএমআই এর প্রকল্প অধিকর্তার সঙ্গে বন দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

আশায়েন - ২০২৬ ঘোষণা, অংশগ্রহণ করবে বিশেষভাবে সক্ষম প্রায় ৮০০ শিশু

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃ সক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস ও অন্তর্ভুক্তির এক অনন্য উদযাপনের সাক্ষী হতে চলেছে কলকাতা। আগামী রবিবার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে ' আশায়েন - রোশনি উমিদোঁ কি' - এর দ্বাদশ সংস্করণ। ওই অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্রীড়া উৎসবে অংশগ্রহণ করবে শহরের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ৪০টি স্কুলের প্রায় ৮০০ জন বিশেষভাবে সক্ষম শিশু। গত মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে লায়ন্স ক্লাব অব কলকাতা (ডিস্ট্রিক্ট ৩২২বি১) এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছে।লায়ন্স ক্লাব অফ কলকাতার অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক উদ্যোগ 'আশায়েন' এই মুহূর্তে শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্রীড়া মঞ্চে পরিণত হয়েছে। রাউন্ড টেবিল ইন্ডিয়া - কলকাতা মিডটাউন (রাউন্ড টেবিল ১১৩) এবং লেডিজ সার্কেল ইন্ডিয়া - কলকাতা মিডটাউন (লেডিজ সার্কেল ১৩২) - এর সহযোগিতায় আয়োজিত ওই অনুষ্ঠান সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে ।প্যারা - আলিম্পিকসের আদলে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় থাকছে ৫০ ও ১০০ মিটার দৌড়-সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা।এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে লায়ন্স ক্লাব অব কলকাতার প্রেসিডেন্ট লায়ন গোপাল কৃষ্ণ আগরওয়াল বলেন, - এখানে প্রতিটি শিশুই বিজয়ী। আশায়েন শুধুই প্রতিযোগিতা নয়, আত্মবিশ্বাস ও আনন্দের উৎসব।

ভোটার তালিকা সংশোধনে স্বচ্ছতা চেয়ে কড়া বার্তা, তামিলনাড়ুতে ' যৌক্তিক অসঙ্গতি'যুক্ত ভোটারদের পূর্ণ তালিকা প্রকাশের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩০ জানুয়ারি ঃ ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে তামিলনাড়ু সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় বৃহস্পতিবার হস্তক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে রাজ্যে বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে-'যৌক্তিক অসঙ্গতি' দেখিয়ে যাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করতে হবে।প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ ডিএমকে নেতা আর এস ভারতীর করা একটি জরুরি আবেদনের শুনানি করে এই নির্দেশ দেয়। আবেদনে অভিযোগ করা হয়, তামিলনাড়ুতে প্রায় ১ কোটি ৭২ লক্ষ ভোটারের নাম 'যৌক্তিক অসঙ্গতি'র অজুহাতে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে।শুনানির সময় শীর্ষ আদালত স্পষ্টভাবে জানায়, ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে কোনও ধরনের অস্পষ্টতা বা গোপনীয়তা বরদাস্ত করা হবে না। সেই কারণেই নির্বাচন কমিশনকে অবিলম্বে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ' যৌক্তিক অসঙ্গতি' যুক্ত ভোটারদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। শুধু তাই নয়, তালিকা প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করার সুযোগ দেওয়ার কথাও বলেছে আদালত।সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, তালিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে ওই তালিকাভুক্ত ভোটাররা তাঁদের প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত নথি জমা দেওয়ার সুযোগ পাবেন। এর মাধ্যমে প্রকৃত ভোটাররা যাতে অন্যায়ভাবে তালিকা থেকে বাদ না পড়েন, তা নিশ্চিত করাই আদালতের উদ্দেশ্য বলে পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করা হয়।এদিনের শুনানিতে আদালত প্রশাসনিক স্তরেও কড়া বার্তা দেয়। শীর্ষ আদালত জানায়, প্রত্যেক জেলাশাসককে নির্বাচন কমিশনের জারি করা নির্দেশাবলী কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে এবং স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত কর্মী মোতায়েন করতে হবে। ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা বা অনিয়ম না ঘটে, সে বিষয়ে প্রশাসনের দায়িত্ব স্পষ্ট করে দেয় আদালত।একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার উপরও জোর দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালত পুলিশ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছে, ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে কোথাও যাতে উত্তেজনা বা অশান্তি সৃষ্টি না হয়, তা নিশ্চিত করা পুলিশের দায়িত্ব।এই নির্দেশকে তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ পড়ার অভিযোগ ঘিরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, সুপ্রিম কোর্টের এই হস্তক্ষেপে তা নতুন মোড় নিল। একই সঙ্গে দেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষার ক্ষেত্রে শীর্ষ আদালতের ভূমিকা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে উঠল বলে মত রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞদের।

গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের নিষ্ঠ থাকা উচিতঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩০ জানুয়ারি ঃভারতের গণতন্ত্র ও জনসংখ্যা এখন বিশ্বের কাছে বড় আশা, বাজেট অধিবেশনের শুরুতে এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, গণতন্ত্রের এই মন্দিরের মাধ্যমে বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে আমাদের সামর্থ্য, গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকে সম্মান করার বার্তা পাঠানোর এটি একটি সুযোগ। বিশ্ব তা স্বাগত জানায় এবং গ্রহণ করে। এখন দেশ এগিয়ে চলেছে। এটি বাধা দেওয়ার সময় নয়। এটি সমাধানের সময়। এখন অগ্রাধিকার বাধা নয়, বরং সমাধান।প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি সমস্ত সাংসদদের কাছে অনুরোধ করছি, আসুন আমরা দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধানের যুগকে ত্বরান্বিত করি এবং শক্তিশালী করি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, এমনকি সহকর্মীদেরও আমাদের অপছন্দ করার মনোভাব রয়েছে, যা গণতন্ত্রে স্বাভাবিক এবং অন্য সবাই বলে যে এই সরকার শেষ মাইল বিতরণের উপর জোর দিয়েছে। আমরা কেবল ফাইলগুলিতে নয়, বরং জীবনে প্রকল্পগুলি আনার চেষ্টা করি। 'রিফর্মস এক্সপ্রেস'-এ পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কারের মাধ্যমে আমাদের এই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী।

রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝে আপাত স্বস্তি, শাটডাউন এড়াল আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ৩০ জানুয়ারিঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আপাতত কাটল। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ডেমোক্র্যাট সেনেট সদস্যদের মধ্যে একটি সমঝোতা হওয়ায় ফেডারেল সরকারের বেশিরভাগ বিভাগ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অর্থ বরাদ্দ পেতে চলেছে। হোয়াইট হাউস ও সেনেট সূত্রে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।সমঝোতা অনুযায়ী, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ ছাড়া বাকি সব দফতরের জন্য নিয়মিত তহবিল চালু থাকবে। এই বিভাগটির ক্ষেত্রে আপাতত দু'সপ্তাহের একটি অস্থায়ী অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে মিনিয়াপোলিসে দুই মার্কিন নাগরিকের হত্যাকাণ্ড ঘিরে যে রাজনৈতিক চাপ তৈরি হয়েছে, সেই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য সময় বের করতেই এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।সেনেট সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার রাতেই (ভারতীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার) এই অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাবের উপর ভোট হতে পারে। যদি সমঝোতা ভেস্তে যেত, তাহলে শনিবার মধ্যরাতের পর থেকেই একাধিক ফেডারেল সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প উভয় দলের সেনেট সদস্যদের এই চুক্তির পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘ শাটডাউন দেশ পরিচালনার গতিকে ব্যাহত করবে। কংগ্রেসে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের একসঙ্গে এগিয়ে আসাকে তিনি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বার্তা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।এই সমঝোতা আসে সেনেটে ১.২ ট্রিলিয়ন ডলারের বৃহ ফান্ডিং প্যাকেজ খারিজ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। এর আগে সেনেটের ডেমোক্র্যাট নেতা চাক শুমার মিনিয়াপোলিসের ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে মার্কিন কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। অন্যদিকে হাউস স্পিকার মাইক জনসন জানান, বুধবার এই বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে, যেখানে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একাধিক বৈঠকও হয়।

ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় শেয়ার বাজার, লাল নিশানায় সেনসেক্স ও নিফটি

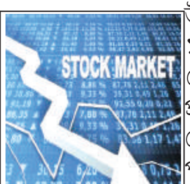

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি ঃ ঘরোয়া শেয়ার বাজারে শুক্রবার লেনদেনের শুরুতেই নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গেলেও পরবর্তী সময়ে নিচু স্তর থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত মিলেছে। শুক্রবার বড়সড় পতনের মধ্য দিয়ে বাজার খুললে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। বিক্রেতাদের প্রবল চাপে সেনসেক্স ও নিফটি-উভয় সূচকই অনেকটা নিচে নেমে যায়। তবে প্রথম ১৫ মিনিটের অস্থিরতা কাটিয়ে ক্রেতারা শেয়ার কেনায় সক্রিয় হওয়ায় সূচকের পতন কিছুটা প্রশমিত হতে শুরু করে। সকাল ১০টা নাগাদ সেনসেক্স ০.৪২ শতাংশ এবং নিফটি ০.৪৯ শতাংশ পতনের মধ্যে লেনদেন করছিল।সকাল ১০টা পর্যন্ত হওয়া লেনদেনে বাজারের হেভিওয়েট শেয়ারগুলোর মধ্যে নেসলে, অ্যাপোলো হসপিটালস, টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টস, আইটিসি এবং ডক্টর রেড্ডিজ ল্যাবরেটরিজ ১.৫৯ শতাংশ থেকে ০.৭২ শতাংশ পর্যন্ত লাভের মুখ দেখেছে। বিপরীত দিকে, বড় পতনের মুখে পড়েছে হিন্দালকো ইন্ডাস্ট্রিজ, টাটা স্টিল, ইনফোসিস, জেএসডব্লিউ স্টিল এবং কোল ইন্ডিয়া। এই শেয়ারগুলো ১.৭০ শতাংশ থেকে ৪.২১ শতাংশ পর্যন্ত দর হারিয়েছে।বাজারের সামগ্রিক পরিস্থিতি অনুযায়ী, ২,৬৭২টি শেয়ারের মধ্যে সক্রিয় ট্রেডিং চলাকালীন ১,৩০৬টি শেয়ার মুনাফা অর্জন করে সবুজ নিশানায় ফিরলেও, ১,৩৬৬টি শেয়ার ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে লাল নিশানাতেই থমকে ছিল। সেনসেক্সের ৩০টি প্রধান শেয়ারের মধ্যে ১১টি কেনার চাপে সবুজ নিশানায় থাকলেও বাকি ১৯টি শেয়ার ধুঁকছিল। একইভাবে নিফটি-র ৫০টি শেয়ারের মধ্যে ১৬টি ইতিবাচক এবং ৩৪টি নেতিবাচক অবস্থানে ছিল।এদিন বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের (বিএসই) সেনসেক্স সূচকটি ৬১৯.০৬ পয়েন্ট কমে ৮১,৯৪৭.৩১ স্তরে খোলে। লেনদেন শুরুর পরপরই শেয়ার বিক্রির হিড়িক পড়ায় সূচকটি দ্রুত নিচে নামতে শুরু করে। তবে ১৫ মিনিট পর থেকেই লগ্নিকারীরা বাজারে ফেরায় পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল হতে থাকে। তাসত্ত্বেও শুরুর দিকে সূচকটি লাল নিশানার উপরে উঠতে পারেনি। সকাল ১০টা পর্যন্ত কেনা-বেচার টানাপোড়েনের মাঝে সেনসেক্স ৩৪৬.৮৮ পয়েন্ট পিছিয়ে ৮২,২১৯.৪৯ স্তরে অবস্থান করছিল।অন্যদিকে, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের নিফটি ১৭১.৩৫ পয়েন্ট খুইয়ে ২৫,২৪৭.৫৫ স্তরে যাত্রা শুরু করে। বাজার খোলার কিছুক্ষণের মধ্যেই তা আরও পিছলে ২৫,২১৮.৯৫ স্তরে নেমে যায়। তবে ক্রেতাদের সক্রিয়তায় নিফটি নিচু স্তর থেকে ১০০ পয়েঃটের বেশি রিকভারি করে ২৫,৩২৩.১৫ পয়েন্ট স্পর্শ করতে সক্ষম হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত নিফটি ১২৪.৫০ পয়েন্টের পতনের সঙ্গে ২৫,২৯৪.৪০ স্তরে লেনদেন করে।

রাজ্য সরকার নির্বাচন কমিশন কে চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধ,নবান্ন,৩০জানুয়ারিঃ কাজের চাপ কমাতেই এস আই আর এর সঙ্গে যুক্ত তিনজন আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে বলে জানিয়ে রাজ্য সরকার নির্বাচন কমিশন কে চিঠি দিয়েছে। এস আই আর এর সঙ্গে রোল অবজারভারের দায়িত্ব পালন করায় কাজের চাপ কমাতেই তাদের কম গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পাঠানো হয়েছে বলে রাজ্যের তরফে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য এস আই আর এর কাজে যুক্ত তিন আই এ এস আধিকারিক অশ্বিনী কুমার যাদব, রণধীর কুমার এবং স্মিতা পান্ডে কে বদলি করায় নিয়ম ভাঙার কথা বলে ওই তিনজন আধিকারিকের বদলির বিজ্ঞপ্তি বাতিল করার পাশাপাশি তার পরবর্তী পদক্ষেপ করে রিপোর্ট জমা দিতে হবে বলে নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারকে এর আগে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল। তার প্রেক্ষিতেই রাজ্যের তরফে আজ নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দেওয়া হল বলে মনে করা হচ্ছে। এই খবর জানা গিয়েছে নবান্ন সূত্র থেকে তাই ৩জন আই এ এস আধিকারিক কে বদলির করার জন্য এই চিঠি পাঠানো হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে আজকে।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি নতুন সুযোগ এবং উন্নতির সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ একটি দিন।
বৃষঃ অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উৎসাহদান করবে। আপনি আজ যথেষ্ট পরিমাণে অর্থের অধিকারী হবেন এবং এর সাথে মানসিক শান্তি থাকবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি মিশ্র শক্তিতে পরিপূর্ণ একটি দিন হবে। আপনার সৃজনশীলতা এবং যোগাযোগের দক্ষতা এই দিন শীর্ষে থাকবে, যা আপনাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ এনে দিতে পারে।
কর্কট রাশি ঃবিষাদ ঝেড়ে ফেলে দিন- যা আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং আপনার উন্নতিকে ব্যাহত করছে। আপনি কমিশন-ডিভিডেন্ট - বা রয়্যালটি থেকে বেনিফিট পাবেন। শুভ রং নীল।
সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি ইতিবাচক শক্তিতে ভরপুর থাকবে। আপনি যা কিছু করবেন, তাতেই সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পিতা মাতার শরীর ভালো
কন্যা ঃ আপনি অবসর যাপনের আনঃদ উপভোগ করবেন। নিজের জন্য অর্থ সাশ্রয়ের আপনার ধারণাটি আজ সম্পন্ন হতে পারে।
তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি আত্ম-প্রতিফলন এবং সম্প্রীতির দিন। এই সময়ে আপনি আপনার ভেতরের চিন্তা ও অনুভূতিগুলোর উপর মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পাবেন। শুভদিন
বৃশ্চিকঃ আপনার পিতা মাতার প্রতি অমর্যাদা আপনার ভবিষ্যত সম্ভাবনা ক্ষুণ্ণ করতে পারে। ভালো সময় কখনোই খুব দীর্ঘ হয় না। মানুষের কীর্তি শব্দ তরঙ্গের মত। যা মধুর স্বর অথবা শ্রুতিকটু শব্দ সৃষ্টি করে।
ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি নতুন সম্ভাবনার দিন। আপনি আপনার চিন্তা ও অনুভূতিগুলো ভাগ করে নিতে অনুপ্রাণিত বোধ করবেন। সামাজিক জীবনে সক্রিয় থাকা উপকারী প্রমাণিত হবে এবং নতুন মানুষের সঙ্গে দেখা করা আপনাকে নতুন শক্তি দেবে। আর্থিক উন্নতি হবে।
মকরঃ আপনার দয়ালু স্বভাব আজ অনেক খুশির মুহূর্ত বয়ে আনবে। আপনি কমিশন- ডিভিডেন্ট- বা রয়্যালটি থেকে বেনিফিট পাবেন।
কুম্ভঃ জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন সম্ভাবনার এক উসবের দিন। আপনার মধ্যে সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনের মহাসাগর দৃশ্যমান হবে।
মীনঃ কোন সাধুসন্তের কাছ থেকে কোন স্বর্গীয় জ্ঞান আপনাকে শান্তি এবং স্বস্তি দেবে। অতীতে যে সমস্ত লোকেরা তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেছিল তারা আজ সেই বিনিয়োগ থেকে উপকৃত হতে পারে। আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে আপনার সমস্যাগুলি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে আপনি হালকা মাথাব্যাথা অনুভব করেন। দিন হতে পারে আজকে। আর্থিক উন্নতি হতেপারে।

আবহাওয়া

উত্তর-পশ্চিম ভারতের জম্মু-কাশ্মীর ও সংলগ্ন এলাকায় পশ্চিমী ঝঞ্ঝার অবস্থান। নতুন করে আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে শুক্রবার। অপরদিকে, দক্ষিণ-পূর্ব উত্তর-প্রদেশ থেকে উত্তর কর্ণাটক পর্যন্ত একটি সক্রিয় অক্ষরেখা। উত্তর-পূর্ব বিহারের ওপর একটি সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। তারই প্রভাব পড়ছে বাংলায়। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী কয়েক দিন ভোরের দিকে হালকা কুয়াশা থাকবে। তবে বেলা বা়লেই দেখা যাবে রোদ ঝলমলে আকাশ। উপকূল ও পশ্চিমের জেলাগুলিতে আপাতত তাপমাত্রা ১৫ থেকে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই ঘোরাফেরা করবে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে দার্জিলিংয়ের আবহাওয়া থাকবে বেশ মনোরম। বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে কালিম্পং ও জলপাইগুড়িতে। উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েক দিন আবহাওয়া বিশেষ কোনও পরিবর্তনের ইঙ্গিত নেই। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় তাপমাত্রা থাকবে ৪ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। সমতলের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা থাকবে ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা থাকবে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সকালে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে। বাকি মূলত পরিষ্কার আকাশ। রোদ উঠলেই শীতের আমেজ কমতে শুরু করবে।। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯২ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৪৪ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫৫মিনিট এবং ০৮রাত ৫৫টা । **ভাটা**-দুপুর ০৩টা ৫৫মনিট এবং রাত ১২টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৮মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২১মনিটে হতে পারে।

কলকাতা

মহানগরের খবর

কলকাতায় ফিনান্স সংস্থার দফতর ও কর্ণধারের বাড়িতে সিবিআই হানা

শহরে ফের বড় আর্থিক কেলেঙ্কারির তদন্তে নড়েচড়ে বসল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে তা শোধ না করার অভিযোগে কলকাতার এক ফিনান্স সংস্থা ও তার শাখা সংস্থার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার তল্লাশি চালাল

সিবিআই। সকাল থেকে আলিপুর ও ট্যাংরা এলাকায় সংস্থার কর্ণধারের একাধিক বাড়ি ও অফিসে চলে এই অভিযান। ঘটনায় নতুন করে আলোচনায় এসেছে ব্যাঙ্ক ঋণ জালিয়াতি এবং আর্থিক প্রতারণার ক্রমবর্ধমান চিত্র। সিবিআই সূত্রে খবর, অভিযুক্ত ফিনান্স সংস্থা ও তার সহযোগী সংস্থা ২০১৪ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে দফায় দফায় ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে বিপুল অঙ্কের ঋণ নেয়। প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৭৩০ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ঋণ নেওয়া হয়। পরে আরও ২৬০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা অনুমোদিত হয়। এর পরও বিভিন্ন পর্যায়ে অতিরিক্ত ঋণ নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সব মিলিয়ে ঋণের অঙ্ক দাঁড়ায় প্রায় এক হাজার কোটি টাকা।
ব্যাঙ্কের তরফে জানানো হয়েছে, ঋণ নেওয়ার সময় সমস্ত নিয়ম মেনেই আবেদন করা হয়েছিল। প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়া হয়, আর্থিক অবস্থার রিপোর্ট এবং ব্যবসায়িক পরিকল্পনাও পেশ করা হয়েছিল। সেই কারণেই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ঋণ অনুমোদন করে। কিন্তু ঋণ পাওয়ার পর থেকেই সমস্যা শুরু হয় বলে অভিযোগ। নির্দিষ্ট সময় অন্তর কিস্তির টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি। বারবার নোটিস পাঠানো হলেও টাকা শোধ করা হয়নি বলে দাবি ব্যাঙ্কের।
ব্যাঙ্কের অভিযোগ অনুযায়ী, প্রথম দিকে কিছু কিস্তি দেওয়া হলেও পরে তা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। একসময় পুরোপুরি ঋণ পরিশোধ বন্ধ করে দেয় সংস্থাটি। এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয়। দীর্ঘদিন ধরে ব্যাঙ্কের অভ্যন্তরীণ স্তরে বিষয়টি মেটানোর চেষ্টা হলেও কোনও ফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত আইনি পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০২৩ সালে এই ঘটনায় সিবিআইয়ের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশেই সিবিআই তদন্ত শুরু করে বলে জানা গিয়েছে। তদন্তের আওতায় আনা হয় অভিযুক্ত দুই সংস্থা, তাদের কর্ণধার ও আরও কয়েক জনকে। শুধু বেসরকারি সংস্থার কর্তারা নয়, অজ্ঞাতপরিচয় কিছু সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থা মনে করছে, ঋণ মঞ্জুরির প্রক্রিয়ায় অভ্যন্তরীণ যোগসাজশ থাকতে পারে। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০(বি) ধারায় ষড়যন্ত্র, প্রতারণা এবং দুর্নীতি দমন আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, ঋণের টাকা কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তা আদৌ ব্যবসায়িক কাজে খরচ হয়েছে কি না, নাকি অন্য খাতে সরানো হয়েছে। পাশাপাশি, ঋণ অনুমোদনের সময় ব্যাঙ্কের কোনও আধিকারিক নিয়ম লঙ্ঘন করেছিলেন কি না, তাও যাচাই করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকালে সিবিআইয়ের একটি দল প্রথমে আলিপুরে সংস্থার কর্ণধারের বাড়িতে যায়। সেখানে কাউকে না পেয়ে কাছাকাছি এলাকায় ওই ব্যবসায়ীর আরও একটি বা।তিতে তল্লাশি চালানো হয়। একই সময়ে ট্যাংরায় ফিনান্স সংস্থার প্রধান অফিসেও হানা দেয় সিবিআই। দুই জায়গাতেই পাঁচ থেকে ছ'জন সিবিআই আধিকারিকের সঙ্গে মোতায়েন ছিল পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী। তল্লাশির সময় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সিবিআই সূত্রে খবর, তল্লাশি চলাকালীন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি, আর্থিক লেনদেনের কাগজপত্র এবং ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সেই সব নথি খতিয়ে দেখে ঋণের টাকা কোথায়, কীভাবে খরচ হয়েছে, তার পূর্ণ ছবি স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হবে। প্রয়োজনে অভিযুক্তদের জেরা করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে। এই ঘটনার পর ফের প্রশ্ন উঠেছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ঋণ অনুমোদন ও নজরদারি ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে। কীভাবে এত বিপুল অঙ্কের ঋণ দীর্ঘদিন ধরে অনাদায়ী থেকেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, এ ধরনের আর্থিক প্রতারণা শুধু ব্যাঙ্কের ক্ষতি নয়, শেষ পর্যন্ত তার বোঝা গিয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের উপরই। সিবিআইয়ের তদন্ত কোন দিকে এগোয়, অভিযুক্ত সংস্থা ও তাদের কর্ণধারের বিরুদ্ধে কী তথ্য উঠে আসে-সেদিকেই এখন নজর। তবে এক হাজার কোটির এই ঋণ কেলেঙ্কারি যে শহরের আর্থিক মহলে ব।স। আলোড়ন ফেলেছে, তা বলাই বাহুল্য।

গার্ডেনরিচে নতুন জলপ্রকল্প -আগামী ২৫ বছরের জলসংকট এড়াতে প্রস্তুত কলকাতা পুরসভা,জানালেন ফিরহাদ

কলকাতার জলসংকটজনিত দীর্ঘদিনের সমস্যাকে সমাধান করার উদ্দেশ্যে নতুন একটি জলপ্রকল্প নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বৃহস্পতিবার কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে পানীয় জল সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্ন করলে মেয়র ফিরহাদ জানান, গার্ডেনরিচে দ্বিতীয় পর্যায়ে নতুন জলপ্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কলকাতার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকার জলসংকট দীর্ঘমেয়াদে সমাধান হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মেয়রের তথ্য অনুযায়ী, গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্পের জন্য তিনি নিজে জমিটিকে নির্বাচন করেছিলেন। এই জলপ্রকল্পে ৪০ মিলিয়ন গ্যালন জল উৎপাদন হবে। রাজ্য সরকারের কাছে কলকাতা পুরসভার তরফে এই প্রকল্পের জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছে। নবান্নের সবুজ সংকেত পেলে শুরু হবে কাজ। আর এই জলপ্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার পর আগামী ২৫ বছরেও কলকাতায় জলসমস্যা দেখা যাবে না। প্রসঙ্গত, কলকাতার বাড়ির সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, সঙ্গে শহরের গলিঘুঁজিতে বহুতল ভবন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে শহরবাসীর পানীয় জলের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে জলসংক্রান্ত প্রশ্ন তোলেন, বিশেষ করে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্পের মাধ্যমে বহুস্তরীয় জল উত্তোলনের প্রস্তাব বিষয়ে বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের কার্যকারিতা সম্পর্কে। মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, কলকাতা পুরসভা এই বিষয়ে কড়া নজর রাখছে। পুরসভা নিয়মিতভাবে সমস্ত পাম্পিং স্টেশন ও পাইপলাইন ব্যবস্থার কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করছে যাতে জলসংকট ও ত্রুটি এড়ানো যায়। গার্ডেনরিচের জলপ্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যেই দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল রয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কালীঘাট, রানিকুঠি, বাঁশদ্রোণী, গড়ফা, টেতলা, গল্ফগ্রীন, লায়েলকা, বেহালা, সিরিটি, দাসপাড়া, গান্ধী ময়দান, সেনপল্লি, প্রফুল্ল পার্ক, পর্ণশ্রী, মেটিয়াবুরুজ এবং শকুন্তলা পার্ক অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। এই এলাকাগুলিতে বিস্তৃত পাম্পিং স্টেশন রয়েছে, যা নিয়মিতভাবে জল সরবরাহ নিশ্চিত করছে। নতুন জলপ্রকল্পের ফলে এই পাম্পিং স্টেশনগুলোর কার্যক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং জলসংকট সম্পূর্ণভাবে সমাধান হবে। মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, রাজ্যের উন্নয়নই সরকারের মূল লক্ষ্য। কলকাতাবাসীর জেলার সমস্ত এলাকায়. রাস্তাঘাট, পানীয় জল ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধা প্রদান করতে কোনও সমস্যা নেই। তবে শহরের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও নতুন বহুতল ভবনের কারণে পানীয় জলের চাহিদা বাড়ছে। সেই চাহিদা পূরণের জন্য আমরা গার্ডেনরিচে নতুন জলপ্রকল্পের উদ্যোগ নিয়েছি। রাজ্য রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই জলপ্রকল্পের ঘোষণা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কয়েক মাস পর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন সেই পরিস্থিতিতে রাজধানী কলকাতার নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন ও স্থায়ী পরিকল্পনা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ,এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

রেল ও সার বিভাগের সমন্বয়ে খরিফ ও রবি মৌসুমে সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারী, (পিআইবি) ঃ কৃষকদের কাছে সময়মতো সার সরবরাহ নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এই লক্ষ্যে, খরিফ ২০২৫ এবং চলমান রবি মৌসুমে রেল মন্ত্রক এবং সার বিভাগের মধ্যে উন্নত সমন্বয় মাঠ পর্যায়ে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। সারবাহী রেকগুলির দ্রুত এবং মসৃণ চলাচলের ফলে রাজ্যগুলিতে সময়মতো সরবরাহ নিশ্চিত হয়েছে, যার ফলে চাষাবাদের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে কৃষকদের কোনো ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়নি। সার বিভাগ রেল মন্ত্রকের এই ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার প্রশংসা করেছে এবং বলেছে যে এই ধরনের সমন্বিত প্রচেষ্টা দেশজুড়ে সারের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে সহায়তা করেছে। এই সময়ের মধ্যে, গড় রেক লোডিং জুলাই ২০২৫-এ প্রতিদিন ৭২ রেক-এ বৃদ্ধি পায়, আগস্ট ২০২৫-এ প্রতিদিন ৭৮ রেক-এ উন্নীত হয় এবং সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ প্রতিদিন ৮০ রেক-এ পৌঁছায়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে, এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত, সরকার সমস্ত রাজ্যে সমস্ত প্রধান সারের পর্যাপ্ত এবং স্বস্তিদায়ক সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। ইউরিয়ার ক্ষেত্রে, ৩১২.৪০ লক্ষ মেট্রিক টনের চাহিদার বিপরীতে ৩৫০.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রধান পিএন্ডকে সারগুলির (যেমন ডিএপি, এমওপি এবং এনপিকেএস) ক্ষেত্রে ২৫২.৮১ লক্ষ মেট্রিক টনের চাহিদার বিপরীতে ২৮৭.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে, যা ধারাবাহিকভাবে নির্ধারিত চাহিদাকে ছাড়িয়ে গেছে এবং নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। রাজ্যগুলিও কৃষকদের কাছে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রধান সারগুলির মোট সরবরাহ এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর (লক্ষ মেট্রিক টনে) এপ্রিল-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়কালে সার পরিবহন সর্বকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে. পৌঁছেছে, মোট সরবরাহ ৫৩০.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন ছাড়িয়ে.গেছে, যা এই সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো ৫০০ লক্ষ মেট্রিক টনের সীমা অতিক্রম করেছে। এটি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশ্লিষ্ট সময়ের তুলনায় ১২.২ শতাংশ বৃদ্ধি এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের পূর্ববর্তী রেকর্ডের চেয়ে ৮.৫ শতাংশ বেশি। ইউরিয়া এবং পিঅ্যান্ডকে রেক চলাচল এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর- ইউরিয়া রেক চলাচল বেড়ে ১০,৮৪১টি হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে পিঅ্যান্ডকে সারে ৮,৮০৬টি রেক চলাচল রেকর্ড করা হয়েছে, যা ১৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে। রেলপথ মন্ত্রণালয, বন্দর, রাজ্য সরকার এবং সার কোম্পানিগুলোর সাথে উন্নত সমন্বয় কৃষি মৌসুমের ব্যস্ত সময়ে রাজ্যগুলোতে নিরবচ্ছিন্ন ও সময়মতো সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। প্রতি মাসে সারের গড় রেক সংখ্যা- জুলাই থেকে জানুয়ারি (১৩ই জানুযারি পর্যন্ত) মাসভিত্তিক তুলনা গত বছরের সংশ্লিষ্ট সময়ের তুলনায.ধারাবাহিক বৃদ্ধিকে তুলে ধরেছে। সার পরিবহনে এই অসাধারণ সাফল্য সরকারের শক্তিশালী পরিকল্পনা, রিয়েল-টাইম সমন্বয়, প্রতিবন্ধকতাগুলোর সক্রিয় সমাধান এবং রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণের প্রতিফলন।

বনগাঁয় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীকে হেনস্থার অভিযোগে মুখ খুললেন তনয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃ বনগাঁয় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীকে হেনস্থার অভিযোগ ঘিরে ক্রমশ জটিল আকার নিচ্ছে পরিস্থিতি। ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক তনয় শাস্ত্রীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। জানা গিয়েছে, গোপালগঞ্জ এলাকায় তাঁর বাড়িতে গিয়ে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এই গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই বনগাঁ থানা এলাকায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দা ও তনয় শাস্ত্রীর অনুগামীরা পুলিশের পথ আটকে বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে অতিরিক্ত বাহিনী নামাতে হয়। শুক্রবার তনয় শাস্ত্রীকে বনগাঁ আদালতে তোলা হয়। আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে সরব হন তিনি। তনয়ের বক্তব্য, এই ঘটনায় তিনি গভীরভাবে অপমানিত বোধ করছেন। তাঁর অভিযোগ, অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। তাঁর কথায়, একজন মায়ের সাধক হিসেবে তিনি সম্মান পান এবং সেই সম্মান ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে।

নৈহাটি স্টেশন সম্মুখে মহাত্মা গান্ধীর ৭৯ তম আত্মহুতি দিবস পালন

মহন্ত দাসগুপ্ত, নৈহাটি, ৩০ জানুয়ারি ঃ সম্মুখে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দেশপ্রেমী মহাত্মা গান্ধীজীর ৭৯ তম আত্মহতি দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন গান্ধীজী জন্মোৎসব উদযাপন কমিটি ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কমিটির সভাপতি পরেশ সরকার মহাশয়। এদিনই নৈহাটি স্টেশনের সম্মুখে পৌরসভা সংলগ্ন মহাত্মা গান্ধীজীর পাদদেশে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হযে গেল মহাত্মা গান্ধীজীর ৭৯ তম তিরোধান দিবস অনুষ্ঠান। এদিন গান্ধীজীর মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান-এক সময়কারের এই গান্ধী মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা পরেশ সরকার ও অধ্যাপক গোবিন্দ নারায়ণ ভট্টাচার্য। এছাড়াও গান্ধী মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ দিয়েশ্রদ্ধা জানান মনের আশার তরফ থেকে অধ্যাপক গোবিন্দ নারায়ণ ভট্টাচার্য, সুকুমার দাস, সংস্থার আজীবন সক্রিয় সদস্যা করবি সরকার, নৈহাটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্ণধার বাবুল সরকার, সংস্থার সম্পাদক সঞ্জীব পাত্র, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী দুলাল ঘোষ, সমীর দাস, তাপস ঘোষ,জীবেশ কুন্ডু,ধর্মেন্দ্র সাও সহ অন্যান্যরা। এদিন মহাত্মা গান্ধীর জীবনধারা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন, জীবেশ কুন্ডু, সঞ্জীব পাত্র, ধর্মেন্দ্র সাও, তাপস ঘোষ সহ অন্যান্যরা। এই দিন দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন দুলাল ঘোষ। সবশেষে গান্ধীজীর জীবন সম্পর্কে সুন্দর ব্যাখ্যা করেন পরেশ সরকার মহাশয়।

আই সি ডি এস কর্মীদের একাধিক দাবিতে জয়নগরে বিক্ষোভ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বহড়ুঃ ২০ শে জানুযারি কলকাতায় আই সি ডি এস কর্মী ও সহায়িকাদের আন্দোলনে পুলিশের নক্কারজনক আক্রমণের প্রতিবাদে শুক্রবার জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের বহড়ু বি ডি ও অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়।এছাড়া এদিন বহড়ু বাজারে ইউনিয়নের কর্মী ও সহায়িকারা বেশ কিছু সময় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়।পরে জয়নগর থানার পুলিশের মধ্যস্থতায় অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভ কারীরা।এরপরে তপতি কয়ালের নেতৃত্বে ছয.জনের এক প্রতিনিধি টিম এদিন সি ডি পি ওর কাছে ডেপুটেশন জমা দেন।এ দিনের জমায়েতে আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট ও পশ্চিমবাংলায় শিল্প ধর্মঘটের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন আই সি ডি এস এর রাজ্য সম্পাদিকা মাধবী পন্ডিত এবং এ আই ইউ টি ইউ সির বারুইপুর সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি সুবীর দাস।এদিনের এই কর্মসূচিতে বহু আশা কর্মী সমর্থক অংশ নেন।একই ইস্যুতে এদিন জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ বিডিও অফিসে বিক্ষোভ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে আই সি ডি এসের কর্মীরা।

নন্দনে পুরস্কৃত নির্মাল্য বিশ্বাস পরিচালিত 'স্বপ্নের রংমশাল'

তাপস রায়, ৩০ জানুয়ারি ঃ সম্প্রতি নন্দনে অনুষ্ঠিত আট দিন ব্যাপী সিনেমাথেক কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পুরস্কৃত হল নির্মাল্য বিশ্বাস পরিচালিত 'স্বপ্নের রংমশাল' ফিল্মটি। আট দিন ব্যাপী এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত ৯২টি ফিল্মের মধ্যে থেকে সেরা তিনটি ফিল্ম ও দুটি ডকুমেনন্টারি ফিল্মকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কৃত হয়ে নির্মাল্য বিশ্বাস পেলেন স্মারক, মানপত্র এবং নগদ অর্থ। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিনেমাথেকের ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর অজয় সেনগুপ্ত, জেনারেল সেক্রেটারি সাংবাদিক ঋতব্রত ভট্টাচার্য, চিত্রপরিচালক রেশমি মিত্র। পরিচালক নির্মাল্য বিশ্বাস জানালেন, 'শিশু ও কিশোর উপযোগী এই ফিল্মটির অভিনেতা অভিনেত্রীরা প্রথমবার ক্যামেরা সামনে অভিনয় করলেন। এক বছরের মধ্যেই ফিল্মটি কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল মাইক্রো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, ইন্দো বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, সত্যজি ঋত্বিক মৃণাল ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, চালচিত্র ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, দ্য গোল্ডেন টাইম ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল সহ একাধিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পুরস্কৃত হয়েছে।' ফিল্মটিতে অভিনয়ে করেছেন চার শিশু শিল্পী মণিকুন্তল দে, আদৃত মজুমদার, আর্যনীল রায় চৌধুরী ও নামিশা দাস। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুদেষ্ণা দে, কুন্তল দে, প্রিয়াঙ্কা রায় চৌধুরী, কৃষ্ণকলি মজুমদার, অন্বেষা নস্কর। ফিল্মটির চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় ছিলেন সুবীর মন্ডল এবং সৃজনশীল পরিচালনায় ঋষি ভট্টাচার্য।

এনএসএফ এর উদ্যোগে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা সামগ্রিক বিতরণ

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃ নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে কলকাতায় স্কুলের বাচ্চাদের পড়াশোনা সামগ্রিক বিতরণ করা হলো। নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে কলকাতা শাখার ব্যবস্থাপনায় মানিকতলা অঞ্চলের ক্যানাল ওয়েস্ট রোডে অগ্রতী ও আমরা সবাই নামে দুটো স্কুলে প্রায় ৬০ জন বাচ্চাদের খাতা, পেন, পেন্সিল সহ বেশ কিছু পড়াশোনা সামগ্রী দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কলকাতা শাখার এক্সিকিউটিভ মেম্বার সাংবাদিক তথা লেখক অপূর্ব কুমার দাস, ছিলেন রোহিত সাউ, অভিজি কুন্ডু, উপস্থিত ছিলেন আমতা শাখার ইনচার্জ সালমা বেগম মন্ডল, ছিলেন নামখানা ব্লকের ইনচার্জ তাপস পাল। প্রসঙ্গে কলকাতা শাখার এক্সিকিউটিভ মেম্বার অপূর্ব দাস বলেন, কলকাতা ইউনিটের আজ আমাদের প্রথম বিতরণ সভা। আমরা এনএসএফ এর উদ্যোগে এইভাবে সমাজের পিছিয়ে পড়া দু ঃস্থ মানুষ এবং ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়াতে চাই। আগামী দিনের আরও বেশি বেশি কাজ করব সেই আশা রাখছি।

এসআইআর নিয়ে নতুন বিতর্কঃ শুনানির ডাক পেয়ে কমিশনকে ' সালাম' তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে যখন রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র চাপানউতোর, ঠিক তখনই নতুন করে বিতর্কে নাম জা।াল তৃণমূল কংগ্রেসের ডেবরার বিধায়ক তথা প্রাক্তন আইপিএস অফিসার হুমায়ুন কবীরের। এসআইআর শুনানির নোটিস পাওয়ার কথা নিজেই সোশাল মিডিয়ায় জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কটাক্ষের সুরে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। কমিশনকে উদ্দেশ করে তাঁর ' সালাম' মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। হুমায়ুন কবীর জানিয়েছেন, আগামী শুক্রবার তাঁকে ডিপিএস রুবি পার্ক স্কুলে এসআইআর সংক্রান্ত শুনানিতে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। কমিশনের তরফে পাঠানো নোটিস অনুযায়ী, ২০০২ সালে তাঁর নাম ভোটার তালিকায় ছিল না-এই কারণেই তাঁকে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে। বিষয়টি সামনে আসতেই সরব হয়েছেন বিধায়ক নিজে। তাঁর বক্তব্য, ২০০২ সালে তিনি দেশে ছিলেন না, তখন ইউরোপে কর্মসূত্রে অবস্থান করছিলেন। সেই কারণেই ওই সময়ে তাঁর নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সোশাল মিডিয়ায় দেওয়া পোস্টে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার লেখেন, এবার তিনি শুনানিতে নিজের আইপিএস হিসেবে নিয়োগপত্র এবং পিপিও জমা দেবেন। একইসঙ্গে কটাক্ষের সুরে মন্তব্য করেন, এবার দেখি ভোটার তালিকায় নাম তুলতে পারি কিনা। নির্বাচন কমিশনকে উদ্দেশ করে ' জানিয়ে তিনি কার্যত প্রশ্ন তুলে দেন এসআইআর প্রক্রিয়ার যৌক্তিকতা এবং প্রয়োগ নিয়ে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, একজন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার ও বর্তমান বিধায়ককে যদি এভাবে শুনানির জন্য ডাকা হয়, তা হলে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে কী পরিস্থিতি হচ্ছে, সেই প্রশ্ন আরও জোরালো হচ্ছে। হুমায়ুন কবীরের পোস্টে সেই ইঙ্গিতই স্পষ্ট। তাঁর বক্তব্যে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার ছাপ যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে

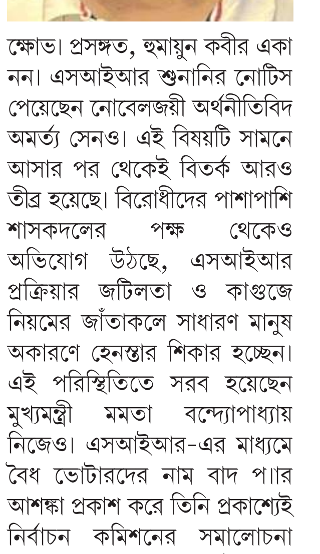

ক্ষোভ। প্রসঙ্গত, হুমায়ুন কবীর একা নন। এসআইআর শুনানির নোটিস পেয়েছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনও। এই বিষয়টি সামনে আসার পর থেকেই বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে। বিরোধীদের পাশাপাশি শাসকদলের পক্ষ থেকেও অভিযোগ উঠছে, এসআইআর প্রক্রিয়ার জটিলতা ও কাগুজে নিয়মের জাঁতাকলে সাধারণ মানুষ অকারণে হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও। এসআইআর-এর মাধ্যমে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ প।ার আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি প্রকাশ্যেই নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করেছেন। শুধু বক্তব্যেই নয়, রাজপথে নেমেও প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, একাধিক মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক ও জনপ্রতিনিধি। সেই মিছিলে অংশ নেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও। মিছিল শেষে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, নেত্রীর অনুমতি নিয়ে বলছি, একজনও বৈধ ভোটারের নাম যদি বাদ যায়, তাহলে দিল্লিতে এক লক্ষ মানুষকে নিয়ে যাব। তাঁর এই মন্তব্য রাজ্য-রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে। এরপর গত বছরের শেষ দিনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের একটি প্রতিনিধিদল দিল্লিতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষা করে আপত্তির কথা তুলে ধরে। তৃণমূলের দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে কমিশনের কাছে একাধিক প্রশ্ন রাখা হলেও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সেগুলির কোনও স্পষ্ট জবাব দেননি। প্রতিনিধিদল দিল্লি থেকে ফিরে এসে সংবাদমাধ্যমে সেই অভিযোগই তোলে। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও এসআইআর-এর কার্যপদ্ধতি নিয়ে মোট পাঁচটি চিঠি লিখেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে। অভিযোগ, সেই চিঠিগুলির কোনও উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। এই আবহেই শোনা যাচ্ছে, সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সাক্ষা হতে পারে। সেই বৈঠকে এসআইআর নিয়ে রাজ্যের আপত্তি এবং সাধারণ মানুষের সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরা হতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। যদি সেই বৈঠক হয়, তা হলে এসআইআর সংক্রান্ত বিতর্ক নতুন মো। নিতে পারে। সব মিলিয়ে, হুমায়ুন কবীরের এসআইআর নোটিস পাওয়া এবং তাঁর কটাক্ষপূর্ণ প্রতিক্রিয়া এই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। একদিকে প্রাক্তন আইপিএস অফিসারের অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির প্রশ্ন-এসআইআর প্রক্রিয়া কতটা স্বচ্ছ ও মানবিক, সেই প্রশ্ন ফের উঠে আসছে। আগামী দিনে কমিশনের অবস্থান কী হয় এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তি আদৌ কমে কিনা, সেদিকেই এখন নজর রাজ্যবাসীর।

আনন্দপুরের মোমো কারখানা অগ্নিকাণ্ডে গ্রেপ্তার আরও দুই কর্মকর্তা,তদন্তে সক্রিয় প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃ আনন্দপুরের মোমো কারখানা ও গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পুলিশের হাতে এবার গ্রেপ্তার আরও দুই কর্মকর্তা। আগের দিনই ডেকরেটর সংস্থার মালিক গঙ্গাধর দাসকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এবার মোমো সংস্থার ম্যানেজার মনোরঞ্জন শিট এবং ডেপুটি ম্যানেজার রাজা চক্রবর্তীকেও নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। গতকাল রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাঁদের নরেন্দ্রপুর থেকেই আটক করে নরেন্দ্রপুর থানা। সূত্রের খবর, ধৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে এবং শুক্রবারই তাদের বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। নিজেদের হেপাজতে নিয়ে ধারাবাহিক জেরা করা হবে, সেই মর্মে আদালতে পুলিশ আবেদন জানাবে। এমনই কথা প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। রবিবার ভোররাতের ঘটনার পরে মঙ্গলবার নরেন্দ্রপুরের এলাচি থেকে গ্রেপ্তার হন ওই জায়গার এবং ডেকরেটর সংস্থার মালিক গঙ্গাধর দাস। বুধবার তাকে বারুইপুর আদালতে পেশ করে পুলিশ নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে। ৪ ফেব্রুয়ারি আবার আদালতে পাঠানো হবে। তার আগেই পুলিশ ওই মালিককে জেরা করে কারখানা ও গুদাম সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানার চেষ্টা চালিযে. যাচ্ছে। ঘটনার দিন কারখানা ও গুদামের দাযিত্বে কারা ছিলেন? বুধবার রাত থেকেই নাজিরাবাদের ঘটনাস্থলে জারি করা হয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা। তা বলব থাকবে আগামী ৩০ মার্চ পর্যন্ত। ঘটনার প্রাথমিক অনুসন্ধান অনুযাযী, অগ্নিকাণ্ডের রাতে কারখানা ও গুদামের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ছিল। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে থাকা শ্রমিকরা প্রাণপণে বের হওযার চেষ্টা করেছিলেন। তবে দরজা বন্ধ থাকায. বহু শ্রমিক জীবন্ত দগ্ধ হন। ঘটনায় উঠে এসেছে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য, অনেকে বাড়ির সদস্যদের মোবাইলে আগাম মৃত্যুর কথা জানিয়েছিলেন। এই বিষয়টি সামাজিক ও মানবিকভাবে ব্যাপক আক্রোশ সৃষ্টি করেছে। প্রশ্ন উঠেছে, শ্রমিকদের ভিতরে রেখে দরজা কেন বাইরে থেকে বন্ধ রাখা হয়েছিল। এই আচরণকে অনেকেই অমানবিক বলছেন। পুলিশ এখন এই বিষয়টি তদন্তের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখছে। পাশাপাশি ভিতরে শ্রমিকদের রেখে কেন কারখানার দরজা বাইরে থেকে আটকে দেওয়া হবে? এই অমানবিক আচরণ কেন? সেই প্রশ্ন ইতিমধ্যেই উঠেছে। কতজন ওই রাতে কারখানার ভিতরে ছিলেন? অগ্নিকাণ্ডের পর পাঁচদিন কেটে গেলেও ঘটনাস্থল এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। উদ্ধারকারীরা প্রতিদিন ধ্বংসস্তূপ থেকে দেহাংশ বের করছেন এবং চেষ্টা চলছে কারখানার ভিতরের আরও নিখোঁজ শ্রমিকদের সন্ধান করার। পুলিশ জানিয়েছে, কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আগুন লাগার কারণ এবং শ্রমিকদের জীবন রক্ষার জন্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ধারাবাহিক জেরা চলছে। গ্রেপ্তারকৃত কর্মকর্তারা সকল প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। তদন্তকারীরা আশা করছেন, তাদের জেরার মাধ্যমে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসবে।

স্কুলে শিক্ষাকর্মী নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার দিন ঘোষণা, মার্চেই গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পরীক্ষা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃ দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে স্কুলগুলিতে শিক্ষাকর্মী নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার দিন ঘোষণা করল পশ্চিমবঙ্গ সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ১ মার্চ এবং ৮ মার্চ দু'দিনে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা নেওয়া হবে। ১ মার্চ দুপুর ১২টা থেকে শুরু হবে গ্রুপ সি অর্থাৎ ক্লার্ক পদের লিখিত পরীক্ষা। তার ঠিক এক সপ্তাহ পর, ৮ মার্চ দুপুর ১২টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে গ্রুপ ডি পদের পরীক্ষা। স্কুল সার্ভিস কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রুপ সি-তে মোট শূন্যপদের সংখ্যা ২ হাজার ৯৮৯। এই পদগুলির জন্য প্রায় ৮ লক্ষ পরীক্ষার্থী আবেদন করেছেন। অন্যদিকে গ্রুপ ডি-তে শূন্যপদের সংখ্যা ৫ হাজার ৪৮৮। এই পদে আবেদনকারীর সংখ্যা সাড়ে ৮ লক্ষেরও বেশি। বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর কথা মাথায় রেখে রাজ্যজুড়ে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র

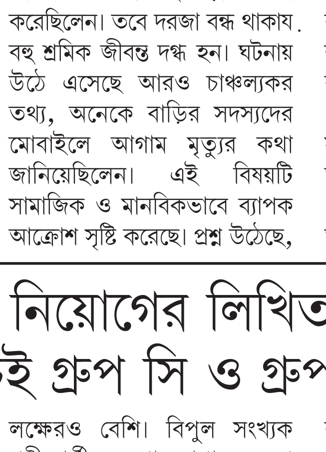

তৈরি করতে হবে কমিশনকে। পরীক্ষার সময়সীমা নিয়েও বিস্তারিত জানানো হয়েছে। গ্রুপ সি পদের লিখিত পরীক্ষা হবে দেড় ঘণ্টা ধরে। গ্রুপ ডি পদের পরীক্ষা চলবে ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট। দৃষ্টিহীন ও লিখতে সমস্যা হয় এমন পরীক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ৩০ মিনিট সময় দেওয়া হবে। প্রতিটি পরীক্ষার জন্য প্রায় দেড় হাজারেরও বেশি পরীক্ষাকেঃদ্র প্রয়োজন হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে, যদিও এই বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনের আগেই নিয়োগ প্রক্রিয়ার অন্তত লিখিত পরীক্ষার ধাপ সম্পন্ন করতে চেয়েছিল স্কুল শিক্ষা দপ্তর ও স্কুল সার্ভিস কমিশন। সেই অনুযায়ী নবান্নের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়। প্রথমে ১ মার্চ ও ১৫ মার্চ পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাব থাকলেও নবান্নের অনুমোদনের পর পরীক্ষার চূ।ান্ত দিন নির্ধারিত হয়েছে ১ মার্চ ও ৮ মার্চ। । মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হলেই স্কুল সার্ভিস কমিশন গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা নিতে চেয়ে নবান্নের কাছে অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল। এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে স্পষ্ট হল, নির্বাচনের আগে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হলেও লিখিত পরীক্ষা যে অনুষ্ঠিত হবে, তা নিশ্চিত।

বাংলার বাড়ি গ্রামীন প্রকল্পের ট্যাবলোর মধ্যে দিয়ে প্রচার

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বহড়ুঃ বাংলার বাড়ি গ্রামীণ প্রকল্পে প্রথম পর্বের পর দ্বিতীয় পর্বে ও রেকর্ড বাংলা বা।ি পাচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা।এই পর্বে প্রায় ২ লক্ষ বাংলার বাড়ি উপভোক্তা দের প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। আর অন্যান্য ব্লকের সাথে জয়নগর এক নং ব্লকেও এই কাজ শুরু হয়েছে।জয়নগর এক নং বিডিও শুভদীপ দাস এই বাংলার বাড়ি ট্যাবলোর সূচনা করেন।এ ব্যাপারে তিনি বলেন, জয়নগর এক নং ব্লকের বাংলার বাড়ি গ্রামীন এর দ্বিতীয় পর্যায়ে দশ হাজারের বেশি উপভোক্তাদের ১ম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। আর এই উপলক্ষে জয়নগর এক নং ব্লকের ১২ টি পঞ্চায়েত এলাকায় ১২ টি পৃথক ট্যাবলোর মধ্যে দিয়ে সরকারের উন্নয়নের প্রচার কাজ চলছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, দ্বিতীয় পর্বে মোট ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮০১ উপভোক্তা আর্থিক সহায়তা পেতে চলেছেন। এর জন্য প্রায় ১,১৬৯ কোটি টাকা রাজ্য কোষাগার থেকে বরাদ্দ করা হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৬১ সংখ্যা, শনিবার, ১৭ মাঘ, ১৪৩২

নানা পর্বে শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্র সাহিত্য দূরের কথা বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগ ছিলনা।১৮৯৭সালে বরিশাল থেকে বিপিন দাশগুপ্ত কাশী গিয়েছিলেন, তাঁর কাছে প্রথমবার ক্ষিতিমোহন সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনেছিলেন। আবার কালীমোহন ঘোষের কাছে রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন ক্ষিতিমোহনের কথা শাস্ত্রজ্ঞ,পণ্ডিত,সাহিত্যরসিক, মুক্তমনা ধার্মিক,এমন মানুষের অন্বেষণে তিনি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাদর আহ্বান জানালেন,ক্ষিতিমোহন সাগ্রহে সবকিছু ছেড়ে শান্তিনিকেতনে চলে এলেন ১৯০৮সালে। ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন যেদিন বোলপুর স্টেশনে যখন নামি তখন প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে।সে আমার জীবনের একটি স্মরণীয় রাত্রি আর তার পরের দিনের প্রভাত কম স্মরণীয় নয়। বোলপুর থেকে পায়ে হেঁটে শান্তিনিকেতনের কাছে এসে শুনি উদাত্ত কণ্ঠের গান -আপনি জাগাও মোরে -দেহলী নামে তাঁর গৃহের দ্বিতলে দাঁড়িয়ে কবি গান ধরেছেন আজও সেই গানের সুর আমার কানে লেগে আছে। বিশ্বভারতীর সূচনা পর্বে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানীগুণী সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন।সেই গুণীজনসভায় ক্ষিতিমোহন একাই উজ্জয়িনী-রাজসভার নবরত্নের সমান ছিলেন।পাণ্ডিত্য অনেকের আছে তবে খাঁটি পাণ্ডিত্য সোরগোল করে ঘোষণা করতে হয় না।আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে।অগাধ পাণ্ডিত্য যে কত সহজে ধারণ করা যায় সেকথা আচার্য ক্ষিতিমোহনের কথা ও তাঁর মুখের আলোচনা শুনলে বোঝা যেত এমন সরস পাণ্ডিত্য নিতান্তই দুর্লভ। পরবর্তী সময়ে বিশ্বভারতী তার সর্বোচ্চ সম্মান দেশিকোত্তম উপাধি প্রদান করে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় কে সম্মানিত করেছেন।রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে ক্ষিতিমোহনকেই সকলে মেনে নিয়েছিলেন 'আশ্রম গুরু' হিসেবে। কিছু দিনের জন্য তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য হন। তাঁকে শান্তিনিকেতনের কুলস্থবির বলা হয়। সত্যসন্ধানী ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতনে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে,ভাবের মিলনে দুজন দুজনকে আপন করে নিলেন। রবীন্দ্রনাথ কে ঘিরে বসত কাব্য, সাহিত্য আলোচনা চলত অভিনয়ের মহড়া,বসত গান কবিতার আসর এর মধ্যে ছুটিতে ক্ষিতিমোহন বেরিয়ে পড়তেন। সংগ্রহ করে আনতেন সন্তবানী, সংকলন করে আনতেন বাউল গান।কবির উৎসাহে প্রকাশিত হয় দাদু নামে তাঁর বইটি। জীবনের সায়াহ্নে প্রকাশিত হল চিন্ময়বঙ্গ বইটির মলাটে ছবি এঁকে দিলেন সখা নন্দলাল বসু।গুজরাটি হিন্দি ভাষায় বই প্রকাশিত হল। হিন্দি বই স্কন্দসংগীতে সঙ্গমরু জন্য পেয়েছেন দ্বিবেদী পুরস্কার।প্রয়াণের অল্প কিছুদিন পরে পেঙ্গুইন থেকে ছাপা হল Hinduism। ইউরোপের সব ভাষায় অনুদিত হয়ে বইটি আজও ছাপা হচ্ছে।কত সংস্করণ না হল বইটির, বিশেষত আমেরিকায়।আজ যে সব প্রশ্নে যেসব সমস্যায় পৃথিবী জর্জরিত ক্ষিতিমোহনেরে বইয়ে আছে তার সমাধান। মিথ্যে মনে হবে সাম্প্রদায়িকতা, তুচ্ছ মনে হবে জাতিভেদ অন্যায় মনে হবে নারী অবরোধ। সব মানুষের হৃদয়ে ফুটে উঠবে সর্বস্তরের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। ক্ষিতিমোহন ছিলেন একদিকে অধ্যাপক অন্যদিকে পর্যটক বহু তীর্থস্থান ভ্রমণ করেছেন সব জায়গা ঘুরে বলেছেন শান্তিনিকেতনেই সবতীর্থসার প্রাত্যহিক জীবনে মানুষটা ছিলেন সহজ,অনাড়ম্বর।

ভারতের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঘরানা

শাস্ত্রীয় সংগীতের অসংখ্য বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সরোদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় যন্ত্র। এই তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রটি শাস্ত্রীয় সংগীতে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সেতারের পরেই এর স্থান। সরোদের সুর, গভীরতা, মিষ্টতা এবং অনুনাদী প্রকৃতির জন্য এটি সংগীতপ্রেমীদের কাছে অপরিসীম জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এর সুরের ভাঁজ, মীড়ের সূচারু ব্যবহার এবং শাস্ত্রীয় রাগ পরিবেশনে এর অদ্বিতীয় ভূমিকা সরোদকে অনন্য করে রেখেছে। সরোদের ইতিহাস, এর উৎকৃষ্টতা, এবং এর সংস্কৃতির মধ্যে যেমন একটি দীর্ঘ এবং মর্মস্পর্শী যাত্রা রয়েছে, তেমনি এটি এক চিরন্তন বাদ্যযন্ত্র হিসেবে আজও আধুনিক শাস্ত্রীয় সংগীতের অংশ। এর প্রকৃত উৎপত্তি মধ্য এশিয়া এবং আফগানিস্তানের 'রুবাব' নামক বাদ্যযন্ত্র থেকে, তবে এটি ভারতবর্ষের মাটিতে এসে সুশৃঙ্খল রূপে বিকশিত হয়েছে। সরোদ এবং রুবাবের মধ্যে অনেক মৌলিক সাদৃশ্য থাকলেও, ভারতীয় সংস্কৃতিতে সরোদের যে বিশেষত্ব রয়েছে, তা এটিকে একটি আলাদা পরিচিতি এনে দিয়েছে। ১৮ শতকের মাঝামাঝি, মোহাম্মদ হাশমী খান বাঙ্গাস, একজন আফগান সঙ্গীতজ্ঞ, ভারতে এসে রুবাব বাজাতে শুরু করেন। তাঁর নাতি গুলাম আলী খান, গোয়ালিয়রের রাজসভার বাদক, রুবাবের গঠন এবং সুরের পরিবর্তন করে এটি সরোদে রূপান্তরিত করেন। তবে সরোদের আধুনিক রূপ গড়ে ওঠে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-এর হাতে। তিনি এই বাদ্যযন্ত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এর সুর এবং গঠনকে পূর্ণাঙ্গভাবে পরিণত করেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ'র পর, তাঁর ছেলে আলী আকবর খাঁ, সরোদ বাজানোর দক্ষতা এবং তার নতুন নতুন রূপে এই যন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করেন। তাঁর পরবর্তী উত্তরসূরী, আমজাদ আলী খান, সরোদের আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বর্তমানে, আমজাদ আলী খান এবং তাঁর পরিবার সরোদের যে অবদান রেখেছে, তা সংগীত মহলে একটি স্বর্ণালী অধ্যায় হিসেবে গণ্য হয়। সরোদ একটি তারযুক্ত যন্ত্র, যার স্ট্রিং সংখ্যা ২০ থেকে ২৫ পর্যন্ত হতে পারে। এটি একটি লিউট-সদৃশ যন্ত্র, যার গঠন সেতারের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন। সরোদের সুর গভীর, রেজোনেন্ট এবং অন্তর্মুখী, যা সংগীতের সুরেলা উপস্থাপনায় এক অনন্য ভূমিকা পালন করে। সরোদের স্ট্রিংগুলি সাধারণত স্টিলের তৈরি হয় এবং তা ফসফর ব্রোঞ্জের তৈরি হয় এবং এর প্লেক্ট্রাম হিসেবে ব্যবহার করা হয় নারকেল বা কোকোবোলো কাঠ। সরোদের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এর মীড়, যা শাস্ত্রীয় সংগীতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মীড়ের মাধ্যমে এক সুর থেকে অন্য সুরে ক্রমাগত স্লাইড করা হয়, যা সরোদের সুরের অভ্যন্তরে একটি বিশেষ মাধুর্য সৃষ্টি করে। ভারতীয় শাস্ত্রী সঙ্গীতে যে বিশাল ইতিহাস রয়েছে তা কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

সৎ সঙ্গ মানেই হল সত্যের প্রকাশ। যারা সত্যে বিশ্বাসী এবং ভক্তিবাদে বিশ্বাসী তাদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে সৎ সঙ্গ। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদমিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না।

রামকৃষ্ণ দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হয়েছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মায়ের নাম গানের মধ্যে দিয়ে মাতৃভক্তিকে জাগরিত করা যায় বলে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মনে করতেন। তিনি কারোর কাছ থেকে কোনও দিন ভিক্ষা করেননি। একমাত্র মা ভবতারিণীর কাছ থেকে। তিনি মা ভবতারিণীর কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন।মায়ের হাত থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করে ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের খাইয়েছেন। কোথা থেকে যে মা ভবতারিণী তাদের খাদ্য জোগাড় করে দিতেন সেটা ছিল একটি রহস্য। জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে।

আধুনিক ভারত গড়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল বাংলার নবজাগরণ এবং বিপ্লবী আন্দোলনে

বিপ্লব সরকার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত সুভাষচন্দ্র বসুও একজন ভাবুক কবি, জীবন-কাব্যের মহাকবি এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মতোই সংযমী ও সংগ্রামী আদর্শ পুরুষ আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দেশের মতোই একজন স্বপ্ন সাধক ছিলেন। সাধারণভাবে কাকে কবি বা সাহিত্যিক বলা হয়ে থাকে? মানুষের মুখের ভাষাকে আর

অভিধানের কারাগারে আবদ্ধ নিস্প্রাণ শব্দকে যিনি প্রাণচঞ্চল করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যসাধনে গতিশীল করে তুলতে পারেন, তাঁকেই কবি বা সাহিত্যিক বলা চলে। যাঁর অন্তর-দ্বার উন্মুক্ত নয় বা যাঁর হৃদয় প্রেমরসে সঞ্জীবিত নয়, তিনি কখনো কবি বা সাহিত্যিক হতে পারেন না। ছবির যেমন ল্যাণ্ডস্কেপ থাকে, সাহিত্যিকদেরও তেমনি সাহিত্য আবেগের একটা পটভূমিকা থাকে। টুকরো টুকরো জীবন, টুকরো টুকরো পরিবেশের মধ্য দিয়ে কবি ও সাহিত্যিকের অ্যাডভেঞ্চার একটি পরিপূর্ণ জীবন সত্যের দিকে এগিয়ে চলে। আর এই সত্যকে উপলব্ধি করে যিনি স্বরূপে সেটাকে মূর্তায়িত করে তুলতে পারেন, তিনিই যথার্থ কবি বা সাহিত্যিক হয়ে উঠতে পারেন। সুভাষচন্দ্র বসুকে যখন বাংলা তথা ভারতবর্ষ পেয়ে ছিল, তখন এদেশের সংস্কৃতি -জগতে এক বিপুল আলোড়ন চলছিল, মতদ্বৈধ রাজনীতির আবর্তে মানবিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে তখন এক ভয়াবহ শূন্যতার আতঙ্ক দেখা দিয়েছি। প্রাণহীন বস্তুর সচলতার মতই এক যান্ত্রিক তাড়নায় বাংলা তথা ভারতের অস্তিত্ব তখন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। এক ভয়াবহ শূন্যতা তখন যেন সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছিল। আর সে সময়ে এই শূন্যতার হাত থেকে মুক্ত করে জাতিকে নিজের সংস্কৃতি তথা সংহতির মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টা নিয়েই

ক্রমান্বয়ে কেশবচন্দ্র সেন, অরবিন্দ ঘোষ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, লোকমান্য তিলক এবং গান্ধীজি আবির্ভূত হয়েছিলেন। এরপরে রচিত হয়েছিল ভবিষ্যৎ পথ। এর ফলে চিন্তায়, ধারণায় এবং কর্ম-প্রণালীতে কিছু পরিমাণে বৈপরিত্য থাকলেও অনেকটা একাগ্রতা এসেছিল। আর অবশেষে সেই একাগ্রতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো পাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, টেকচাঁদ ঠাকুর প্রমুখের মধ্যে দিয়ে সুচারুরূপে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। এসবের ফলে তখন চিরাগত কুসংস্কার আর ভণ্ডামি, নিপীড়ণ-স্পৃহা আর বীভৎসতা এবং শোষণের বিরুদ্ধে সেই সাহিত্যিক জেহাদ শুরু হয়েছিল, যা কোন কল্পনাবিলাসী সংগ্রাম ছিল না; এই সংগ্রাম ছিল মরুভূমির বুকে বালির রসে গজিয়ে ওঠা সুতীক্ষ্ণ কাঁটার মত;যার আঘাতে নিদ্রিতের নিদ্রা ও তন্দ্রাচ্ছন্নের তন্দ্রা ভাঙা সম্ভব ছিল। কিন্তু একইসাথে একথাও সত্যি যে, এই সংগ্রাম যতই বাস্তবতার স্পর্শে সজীব হোক না কেন, ভাববিলাসিতার মোহ একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তবে তা সত্ত্বেও এই যুগন্ধরদের বাস্তববোধ এবং সংস্কার স্পৃহা সমগ্র জাতিকে ধীরে ধীরে আত্মসচেতন করে তুলছিল। আর এই ক্রম জাগরণের কালেই এক জ্যোতিষ্কের মতোই সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে আর বিংশ শতাব্দীর শুরুতে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। ১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছিল আর ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দ ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। তাই বাংলার চিন্তা ও সাহিত্য-জগতে তখনও বঙ্কিমী প্রভাব পুরোপুরি ভাবে বজায় ছিল আর বিবেকানন্দের আদর্শ তখন জাতির প্রাণে এক নতুন চেতনার সঞ্চার করেছিল যে প্রভাব এবং চেতনার হাত থেকে

সুভাষচন্দ্রও নিষ্কৃতি পাননি। যদিও সুভাষচন্দ্র কখনও সমসাময়িক সাহিত্যিক বা কবিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিরাট বিরাট উপন্যাস বা কবিতা রচনা করেন নি, এবং একজন সাহিত্যিক বা কবি হিসাবে কোন খেতাবও পান নি, কিন্তু তবুও তিনি যে কত উঁচুদরের একজন সাহিত্যিক বা কবি ছিলেন বা রাজনৈতিক ক্ষেত্র পরিত্যাগ করলে অনায়াসে এসব হতে পারতেন, আজও একথার জ্বলন্ত প্রমাণ;বহুজনকে লেখা তাঁর পত্রাবলী, বিভিন্ন সভাস্থলে প্রদত্ত ভাষণ, রণাঙ্গণের রোমাঞ্চকর পরিবেশে আজাদ হিন্দ বাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নির্দেশাবলী ইত্যাদির মধ্যে পাওয়া যায়। মানুষের সমগ্র জীবন যদি একটা কাব্য হয়, তাহলে এদেশে সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব মুহূর্ত থেকে শুরু করে হারিয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের বিপুল এবং বিচিত্র কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে তিনি যে সাহিত্য বা মহাকাব্য রচনা করে গিয়েছেন, সেটা নিঃসন্দেহে সর্বকালের জন্য এপিকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য। যেমন ঐ দূরে, বহুদূরে, ঐ নদীর ওপারে, ঐ বনভূমি আর পর্বত পেরিয়ে রয়েছে আমাদের দেশ, চির-ঈপ্সিত জন্মভূমি, যার কোলে বসে প্রথম এই পৃথিবীকে দেখেছি। আর আজ আবার আমরা চলেছি যার কোলে। ঐ শোনো, ভারত ডাকছে, ভাকছে ভারতের রাজধানী দিল্লী, ডাকছে আটত্রিশ কোটি আশী লক্ষ ভারতবাসী, ভাই ভাইকে ডাকছে, রক্তে এসে পৌঁছেছে রক্তের ডাক। এই তো সম্মুখে রয়েছে পথ, যে পথ তৈরী করে গিয়েছেন আমাদের অগ্রজেরা। সেই পথ ধরেই আমরা করবো যাত্রা। করবো যাত্রা শত্রুর ব্যূহের ভিতর দিয়েই। এই পথ দিয়েই পৌঁছব অন্তরের ঈপ্সিতধামে, নয়তো, ভগবান যদি করেন, এই পথের প্রান্তেই অর্জন করবো ঈপ্সিত অমর মরণ।

সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টির এমন নিষ্কলঙ্ক স্বচ্ছতা, লক্ষাভিমুখীতায় এমন নিশ্চিন্ত প্রত্যয়, ভাব এবং ভাষার সমন্বয়ে শব্দের এই প্রচণ্ড গতিশীলতাকে কি সার্থক সাহিত্যের নিদর্শন বলা যেতে পারে না? তাঁর মুখ থেকে প্রবুদ্ধ আত্মবিশ্বাসে উচ্চারিত; 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরাণ নিবোধত';যদি অমর সাহিত্যের ভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষিত হয়ে থাকে তবে সুভাষচন্দ্রের আত্মজ এই শব্দনিচয়ও নিঃসন্দেহে তার সমভাগী।

সুভাষচন্দ্রের সমকালে প্রথম জীবনে যাঁরাই সাহিত্য-রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশের পক্ষেই রোম্যান্সের সঙ্গে বাস্তবতার সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় ঘটানো হয়ত সম্ভব হয়নি, যদিও তাঁদের মধ্যে অনেকেই অবশ্য পরবর্তীকালে নিজেদের বাস্তব -বাদীতায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন। কিন্তু, সুভাষচন্দ্রের সাহিত্যিক দৃষ্টির মধ্যে প্রথম থেকেই রোম্যান্স ও বাস্তবতা পাশাপাশি কাজ করে গিয়েছিল। বস্তুতঃ পক্ষে বাঙালির সহজাত সাহিত্য-প্রীতি নিয়েই সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে রাজনীতির নির্মম বাস্তবতা তাঁর সেই সাহিত্যে প্রীতিকে স্বাভাবিক পথে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠবার সুযোগ না দিলেও, তাঁর প্রতিটি রাজনৈতিক অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে সেটা অপরূপ সৃজন-প্রতিভায় সৌরভ -মণ্ডিত হয়ে উঠতে পেরেছিল। তাঁর জীবন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, যেখানেই তিনি ভাঙ্গার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেখানে তিনি গঠনের আদর্শও তুলে ধরেছিলেন, যেটা শুধুমাত্র একজন প্রকৃত সাহিত্য-সেবীর পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাই সুভাষচন্দ্র তাঁর সমসাময়িকের মধ্যে এক ব্যতিক্রম ছিলেন। তবে তা বলে সুভাষচন্দ্র যে স্বপ্নাবিলাসী ছিলেন না, সেটা কিন্তু নয়। কিন্তু সেই স্বপ্ন কোন পরগাছার মত অলীককে জড়িয়ে ছিল না; বরং তাঁর সেই স্বপ্নের ভিত্তিমূল বাস্তবের কংক্রীটে গ্রথিত ছিল। বাস্তব ছাড়া স্বপ্নের সার্থক অস্তিত্ব যেমন কখনো সম্ভব নয়, তেমনি আবার স্বপ্নকে বাদ দিয়ে বাস্তবের মূল্যায়ন আসলে মাংস-রুধির ও মনকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কঙ্কালের মাধ্যমে মানুষের মূল্যায়নের মতোই সত্য। সুভাষচন্দ্রের দর্শন-প্রতীতীই তাঁর এই মতবাদের মূল ভিত্তি ছিল। আর তাই তাঁর সাহিত্যিক মনের পরিচয় পেতে গেলে, সবার আগে তাঁর দার্শনিক মনের কথা জানবার প্রয়োজন রয়েছে। সুভাষচন্দ্রের দর্শন পক্ষপাতদুষ্ঠ ভারাক্রান্ত মতবাদের আবিলতায় পুষ্ঠ ছিল না। তাঁর দর্শন ছিল স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ। আর একারণেই সুভাষ চন্দ্রকে তাঁর প্রথম জীবনে শঙ্করা চার্যের মায়াবাদে বিভ্রান্ত হয়ে পড়া এক দার্শনিকরূপে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। মাত্র ১৫/১৬ বছর বয়সে কটক থেকে তিনি নিজের মা-কে যে পত্রটি লিখেছিলেন, সেটাই একথার প্রমাণ দেয়। তখন তাঁর এই ধারণাই হয়েছিল যে পরম সত্যকে মানুষের মনের দ্বারাই আয়ত্ত করা যায়। শঙ্করের মায়াবাদই সমস্ত জ্ঞানের মূল। যদিও পরবর্তীকালে নেতা সুভাষচন্দ্র যে শঙ্করাচার্যের প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেন নি,;একথার যথেষ্ট প্রমাণ থাকলেও, কিন্তু তবুও যেদিন প্রকৃত জমির উপরে দাঁড়িয়ে তিনি যথার্থ মাটির আহ্বান পেয়েছিলেন এবং তাঁর মননশীলতার সঙ্গে বাস্তবের সংঘর্ষে রোম্যান্স তিক্ততা ছেয়ে গিয়েছিল,

কবিগুরুর ইরান ভ্রমণ করে ভারত ইরান মৈত্রী অটুটু করেন

গোয়েল মুস্তাফি

রবীন্দ্রনাথ ১৯৩১-এ দমদম থেকে গেলেন ইরানে। 'পারস্যের চিঠি'-তে সেই বিমান চড়ার যে অভিজ্ঞ তার ছবি ফুটে ওঠে তার এর থেকে ভালো বিবরণ আর কথাও দেখি নি। 'পারস্যর চিঠি'-র কিছুটা তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক হবে। অসাধারণ ভাষা ছাড়াও খেয়াল করার জিনিস হল, রবীন্দ্রনাথ বেশ বিস্তারিত ভাবে লিখেছেন কীভাবে হত তখনকার বিমানযাত্রা।

রেলের পথ এবং পারস্য উপসাগর সেই গরমের সময় আমার উপযোগী হবে না বলে ওলন্দাজদের বায়ু পথের ডাকযোগে যাওয়াই স্থির হল।... পূর্বে আর-একবার এই পথের পরিচয় পেয়েছিলুম লণ্ডন থেকে প্যারিসে। কিন্তু সেখানে যে ধরাতল ছেড়ে উর্ধ্বে উঠেছিলুম তার সঙ্গে আমার বন্ধন ছিল আলগা। তার জল-স্থল আমাকে পিছুডাক দেয় না, তাই নোঙর তুলতে টানাটানি করতে হয় নি। এবারে বাংলাদেশের মাটির টান কাটিয়ে নিজেকে শূন্যে ভাসান দিলুম, হৃদয় সেটা অনুভব করলে। কলকাতার বাহিরের পল্লীগ্রাম থেকে যখন বেরলুম তখন ভোরবেলা। তারাখচিত নিস্তব্ধ অন্ধকারের নীচে দিয়ে গঙ্গার স্রোত ছলছল করছে। বাগানের প্রাচীরের গায়ে সুপুরিগাছের ডাল দুলছে বাতাসে, লতাপাতা-ঝোপঝাপের বিমিশ্র নিশ্বাসে একটা শ্যামলতার গন্ধ আকাশে ঘনীভূত।...গলির মোড়ে নিযুপ্ত বারান্দায় খাটিয়া-পাতা পুলিস-থানার পাশ দিয়ে মোটর পৌঁছল বড়ো রাস্তায়। অমনি নতুন কালের কড়া গন্ধ মেলে ধুলো জেগে উঠল, গাড়ির পেট্রোল-বাষ্পের সঙ্গে তার সগোত্র আত্মীয়তা। দমদমে উড়ো জাহাজের আড্ডা ঐ দেখা যায়। প্রকাণ্ড তার কোটর থেকে বিজলি বাতির আলো বিচ্ছুরিত। তখনো রয়েছে বৃহৎ মাঠজোড়া অন্ধকার। সেই প্রদোষের অস্প ষ্টতায় ছায়াশরীরীর মতো বন্ধুবান্ধব ও সংবাদপত্রের দূত জমে উঠতে লাগল। সময় হয়ে এল। ডানা ঘুরিয়ে, ধুলো উড়িয়ে, হাওয়া আলোড়িত করে ঘর্ঘর গর্জনে যন্ত্রপক্ষীরাজ তার গহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়ল খোলা মাঠে। আমি, বউমা, অমিয় উপরে চড়ে বসলুম। ঢাকা রথ, দুই সারে তিনটে করে চামড়ার দোলা-ওয়ালা ছয়টি প্রশস্ত কেদারা, আর পায়ের কাছে আমাদের পথে-ব্যবহার্য সামগ্রীর হালকা বাক্স। পাশে কাঁচের জানলা। ব্যোমতরী বাংলাদেশের উপর দিয়ে যতক্ষণ চলল ততক্ষণ ছিল মাটির কতকটা কাছাকাছি। পানাপুকুরের চারি ধারে সংসক্ত গ্রামগুলি ধূসর বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো দ্বীপের মতো খণ্ড খণ্ড চোখে পড়ে। উপর থেকে তাদের ছায়াঘনিষ্ঠ শ্যামল মূর্তি দেখা যায় ছাড়া-ছাড়া, কিন্তু বেশ বুঝতে পারি আসন্ন গ্রীষ্মে সমস্ত তৃষাসন্তপ্ত দেশের রসনা আজ শুষ্ক। নির্মল নিরাময় জলগণ্ডুষের জন্য ইন্দ্র দেবের খেয়ালের উপর ছাড়া আর-কারো 'পরে এই বহু কোটি লোকের যথোচিত ভরসা নেই'। মানুষ পশু পাখি কিছু যে পৃথিবীতে আছে সে আর লক্ষ্য হয় না। শব্দ নেই, গতি নেই, প্রাণ নেই; যেন জীববিধাতার পরিত্যক্ত পৃথিবী তালি-দেওয়া চাদরে ঢাকা। যত উপরে উঠছে ততই পৃথিবীর রূপবৈচিত্র্য কতকগুলি আঁচড়ে এসে ঠেকল। বিস্মৃতনামা প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতিলিপি যেন অজ্ঞাত অক্ষরে কোনো মৃতদেশের প্রান্তর জুড়ে খোদিত হয়ে পড়ে আছে; তার রেখা দেখা যায়, অর্থ বোঝা যায় না।

প্রায় দশটা। এলাহাবাদের কাছাকাছি এসে বায়ুযান নামবার মুখে ঝুঁকল। ডাইনের জানলা দিয়ে দেখি নীচে কিছুই নেই, শুধু অতল নীলিমা, বাঁ দিকে আড় হয়ে উপরে উঠে আসছে ভূমিতলটা। খেচর-রথ মাটিতে ঠেকল এসে; এখানে সে চলে লাফাতে লাফাতে, ধাক্কা খেতে খেতে; অপ্রসন্ন পৃথিবীর সম্মতি সে পায় না যেন।

শহর থেকে জায়গাটা দূরে। চার দিকে ধূ ধূ করছে। রৌদ্রতপ্ত বিরস পৃথিবী। নামবার ইচ্ছা হল না। কোম্পানির একজন ভারতীয় ও একজন ইংরেজ কর্মচারী আমার ফোটো তুলে নিলে।...এইখানে যন্ত্রটা পেট ভরে তৈল পান করে নিলে। আধঘন্টা থেমে আবার আকাশযাত্রা শুরু। এতক্ষণ পর্যন্ত রথের নাড়া তেমন অনুভব করি নি, ছিল কেবল তার পাখার দুঃসহ গর্জন। দুই কানে তুলো লাগিয়ে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখছিলুম। সামনের কেদারায় ছিলেন একজন দিনেমার, ইনি ম্যানিলা দ্বীপে আখের খেতের তদারক করেন, এখন চলেছেন স্বদেশে।... যাত্রীদের মধ্যে আলাপের সম্বন্ধ রইল না। যন্ত্রহুংকারের তুফানে কথাবার্তা যায় তলিয়ে। এক কোণে বেতারবার্তিক কানে ঠুলি লাগিয়ে কখনো কাজে কখনো ঘুমে কখনো পাঠে মগ্ন। বাকি তিনজন পালাক্রমে তরী-চালনায় নিযুক্ত, মাঝে মাঝে যাত্রার দফ্‌গুতর লেখা, কিছু-বা আহার, কিছু-বা তন্দ্রা। ক্ষুদ্র এক টুকরো সজলতা নীচের পৃথিবী থেকে ছিটকে পড়ে উড়ে চলেছে অসীম জনশূন্যতায়।

জাহাজ ক্রমে উর্ধ্বতর আকাশে চড়ছে, হাওয়া চঞ্চল, তরী টলোমলো। ক্রমে বেশ একটু শীত করে এল। নীচে পাথুরে পৃথিবী, রাজপুতানার কঠিন বন্ধুরতা শুষ্ক স্রোতঃপথের শীর্ণ রেখাজালে অঙ্কিত, যেন গেরুয়া-পরা বিধবাভূমির নির্জলা একাদশীর চেহারা। অবশেষে অপরাহ্নে দূর থেকে দেখা গেল রুক্ষ মরুভূমির পাংশুল বক্ষে যোধপুর শহর।

ধনীদের ওপরে করের প্রভাব বৃদ্ধির প্রস্তাবে সরকার

শুভেন্দু চ্যাটার্জী

ধনীদের কর দেওয়ার দাবি আত্মসমালোচনা না কি নতুন সামাজিক চুক্তির ইঙ্গিত। সাধারণভাবে কর নিয়ে আলোচনা হলেই সমাজে একটি পরিচিত ছবি ভেসে ওঠে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণি করের বোঝা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে, আর ধনী শ্রেণি কর কমানোর জন্য নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে;এই চিত্রটাই যেন দীর্ঘদিন ধরে স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে একেবারে উল্টো এক প্রবণতা চোখে পড়ছে। সমাজের একাংশ ধনী মানুষই প্রকাশ্যে দাবি করছেন, তাঁদের ওপর আরও বেশি কর আরোপ করা হোক। এই দাবি শুধু চমকপ্রদ নয়, এটি অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণাকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে।

প্রথম নজরে এই দাবিকে অস্বাভাবিক বা প্রতীকী বলে মনে হতে পারে। কারণ ধনীদের স্বার্থ সাধারণত করছাড়ের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে। তবু যখন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ পাওয়া মানুষ কিংবা উচ্চ আয়ের পেশাজীবীরা বলেন যে তাঁদের ওপর কর বাড়ানো উচিত, তখন প্রশ্ন ওঠে;এর পেছনে কী রয়েছে? এটি কি নিছক নৈতিক দায়বদ্ধতার প্রকাশ, না কি ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক ধরনের আত্মরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়া?

এই দাবির শিকড় খুঁজতে গেলে আমাদের ফিরতে হয় বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায়। বিশ্বজুড়ে ধনী ও গরিবের ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে। একদিকে অল্প কিছু মানুষের হাতে বিপুল সম্পদ জমা হচ্ছে, অন্যদিকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতেই হিমশিম খাচ্ছে। এই বৈষম্য শুধু আয়ের ক্ষেত্রে নয়, সুযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও প্রকট। ধনীরা যখন আরও ধনী হন, তখন সমাজের বাকি অংশের মধ্যে অসন্তোষ জন্ম নেওয়া স্বাভাবিক। এই প্রেক্ষাপটে ধনীদের একাংশ বুঝতে পারছেন, এই বৈষম্য দীর্ঘদিন ধরে চললে সামাজিক স্থিতিশীলতা বিপন্ন হতে পারে। ইতিহাস আমাদের শেখায়, অতিরিক্ত বৈষম্য শেষ পর্যন্ত

সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক চরমপন্থা কিংবা হিংসাত্মক সংঘাতের জন্ম দেয়। অতএব, বেশি কর দেওয়ার দাবি এক অর্থে ভবিষ্যতের অশান্তি ঠেকানোর প্রয়াসও হতে পারে। এটি কেবল দান বা দয়ার বিষয় নয়, বরং সমাজকে স্থিতিশীল রাখার একটি বাস্তব কৌশল।

এখানে নৈতিকতার প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ধনী মানুষই আজ স্বীকার করছেন যে তাঁদের সাফল্য কেবল ব্যক্তিগত মেধা বা পরিশ্রমের ফল নয়। রাষ্ট্রের অবকাঠামো, শিক্ষা ব্যবস্থা, আইন শৃঙ্খলা, বাজারব্যবস্থা;এই সবকিছুর সহায়তাতেই তাঁদের সম্পদ গড়ে উঠেছে। তাই সেই রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি তাঁদের দায়ও বেশি। বেশি কর দেওয়া সেই দায়বদ্ধতারই প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশ।

তবে এই দাবি নিয়ে সন্দেহও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সমালোচকদের একাংশ মনে করেন, ধনীদের এই অবস্থান আসলে প্রতীকী। প্রকৃত পরিবর্তনের বদলে এটি এক ধরনের 'নৈতিক প্রদর্শনী', যা বাস্তবে করব্যবস্থার কাঠামোগত সমস্যা গুলি সমাধান করে না। কারণ কর বাড়ানোর দাবি করলেও অনেক ক্ষেত্রেই সম্পদের ওপর কর এড়িয়ে যাওয়ার পথ খোলা থাকে;ট্যাক্স হ্যাভেন, জটিল করছাড়, আইনি ফাঁকফোকর। ফলে প্রশ্ন ওঠে, এই দাবি কি সত্যিই কার্যকর পরিবর্তনের দিকে যাবে, না কি এটি কেবল জনমতকে শান্ত করার একটি কৌশল?

এই বিতর্কের মধ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে;কর ব্যবস্থা শুধু অর্থ সংগ্রহের উপায় নয়, এটি সামাজিক চুক্তির প্রতিফলন। কে কত কর দেবে, সেই সিদ্ধান্তের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে রাষ্ট্রের মূল্যবোধ। যদি ধনীরা বেশি কর দিতে প্রস্তুত হন, তাহলে রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব সেই করের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ;এই খাতগুলিতে বিনিয়োগ বাড়ানো না হলে বেশি করের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। আরও একটি দিক হল গণতান্ত্রিক বিশ্বাসযোগ্যতা। সাধারণ মানুষ প্রায়ই মনে করেন, করের বোঝা তাঁদের ওপরই বেশি পড়ে, আর ধনীরা নানা উপায়ে তা এড়িয়ে যান। ধনীদের প্রকাশ্যভাবে বেশি কর দেওয়ার দাবি সেই ধারণাকে আংশিকভাবে হলেও চ্যালেঞ্জ করে। এটি যদি বাস্তবে রূপ পায়, তাহলে কর ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা বাড়তে পারে। তবে তার জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছতা এবং সমতা। কেবল আয়কর নয়, সম্পত্তি কর, উত্তরাধিকার কর এবং কর্পোরেট কর; সব ক্ষেত্রেই ন্যায্যতা নিশ্চিত করা জরুরি।

এই প্রসঙ্গে উন্নয়ন বনাম পুনর্বণ্টনের প্রশ্নও উঠে আসে। অনেকেই যুক্তি দেন, বেশি কর ধনীদের বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করতে পারে, অর্থ নীতির গতি কমাতে পারে। কিন্তু পাল্টা যুক্তি হল, অতিরিক্ত সম্পদ যদি সমাজের অল্প কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে, তাহলে সামগ্রিক চাহিদা কমে যায়, যা শেষ পর্যন্ত অর্থনীতিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। সুষম পুনর্বণ্টন আসলে দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির জন্যও সহায়ক হতে পারে।

ভারতসহ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই আলোচনা আরও তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে একদিকে বিশ্বমানের ধনকুবের রয়েছেন, অন্যদিকে কোটি কোটি মানুষ ন্যূনতম পরিষেবার অভাবে দিন কাটান। এই বৈপরীত্য চোখে পড়ার মতো। ধনীদের বেশি কর দেওয়ার দাবি যদি এই বৈপরীত্য কমানোর দিকে এক ধাপ এগোয়, তাহলে তা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। কিন্তু তার জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং প্রশাসনিক দক্ষতা;দুটিই প্রয়োজন।

সবচেয়ে বড় কথা, এই দাবি আমাদের ভাবতে বাধ্য করে সমাজের ভবিষ্যৎ কেমন হওয়া উচিত। আমরা কি এমন এক সমাজ চাই, যেখানে সম্পদের পাহাড় একদিকে আর বঞ্চনার উপত্যকা অন্যদিকে? নাকি এমন এক সমাজ, যেখানে সাফল্য স্বীকৃত হবে, কিন্তু তার সঙ্গে দায় বদ্ধতাও থাকবে? ধনীদের বেশি কর দেওয়ার দাবি দ্বিতীয় পথেরই ইঙ্গিত দেয়। বলা যায়, ধনীদের ওপরে আরোপের দাবি অর্থনৈতিক প্রস্তাব।

আদর্শ শিক্ষক এবং ছাত্র দরদী তুষারকান্তি পালের স্মরণসভা

শিক্ষক দেবাঞ্জন পাল

আচার্য সুকুমার সেন মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক তুষারকান্তি পাল স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হল। গত ৭ মে ২০২৫-এ তিনি পরলোক গমন করেছেন। ২৩-শে জানুয়ারি ছিল তাঁর জন্মদিন। প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে তাঁর স্মৃতিতে একটি স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। (২৮-০১-২০২৬) প্রথম স্মারক বক্তৃতা দিলেন অধ্যাপক সৌমিত্র বসু। বক্তৃতার বিষয় 'লেখাপড়া নিয়ে থিয়েটার'। সেই সঙ্গে 'অন্তর্মুখ' প্রযোজিত নাটক 'মঙ্গলকাব্য'। উপস্থিত ছিলেন 'মনফকিরা' লোকগানের দলের মূল গায়ক অধ্যাপক ভাস্কর চৌধুরী। স্মারক বক্তৃতা ও নাটকের মাঝখানে তিনি দুটি গান গেয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত দুজন ছাত্রছাত্রী প্রকৃতিবন্ধু সোম এবং গৌরী মাঝিকে দেওয়া হল 'অধ্যাপক তুষারকান্তি পাল স্মৃতি পুরস্কার'।

দুজন দুস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রী প্রসেনজিৎ মেদ্দা এবং অঞ্জনা ধাড়াকে দেওয়া হল 'অধ্যাপক তুষারকান্তি পাল স্মৃতি স্কলারশিপ'। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন মাননীয় অধ্যক্ষ ড. জয়ন্ত কুমার মুখার্জি মহাশয়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. নির্মল চট্টোপাধ্যায়।

কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, পরিচালন সমিতির সদস্য, এলাকার মানুষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রতিবেশী কলেজের কয়েকজন অধ্যাপকও। উপস্থিত ছিলেন তুষারবাবুর পরিবারের লোকজনও। তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সুচারু ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মহা বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদ জানান হয়। শিক্ষক এবং ছাত্র প্রিয় তুষারবাবুর স্মৃতি স্মরণ করে বলেছিলেন তাঁর মেয়ে জানান যে শেষের দিকে রোগশয্যায় শুয়ে বাবা বারবার ফিরতে চেয়েছিলেন গোতানে। এটি পূর্ব বর্ধমান জেলার একটা নিরীহ গ্রাম। বাবার গ্রাম ছিল বাবার ঘরে ফেরবার ঠিকানা। একবার চোখের দেখা দেখতে চেয়েছিলেন এই গ্রামে প্রতিষ্ঠা করা কলেজ টাকে। না, কোনোদিন ভাবেননি বাবা চলে যাবার পরও তাঁকে কেউ মনে রাখবে। না, আশা বা আকাঙ্খা কিছুই ছিল না এই নিয়ে।

আমাদের বোনেদেরও এই শক্তি ছিলনা বাবাকে নিয়ে স্মৃতিমূলক কিছু করার বা বাবার কাজটা জারি রাখার। ইচ্ছে ছিল মনের কোণে বাবার আরাধ্য কাজগুলো যেন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। সেই ইচ্ছেই যেন ডানা মেলে দিচ্ছে। কীভাবে যেন বহু মানুষ শুধু বাবাকে ভালোবেসে সামিল হয়ে যাচ্ছেন একে একে। কাল শুধু খবর পেয়েই অন্য গ্রাম থেকে দৌড়ে এসেছেন বাবার একদা সহকর্মী, পরিচিতরা। সুকুমার সেন মহাবিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল এডুকেশনের শিক্ষক সজল বলছিলেন মহালয়ার দিন ভোরে তাঁরা বাবার নাম দিয়ে যে অনুষ্ঠান করেছিলেন তাতে দেড়শ জন আশা করেছিলেন। এসেছিল ৬১০ জন মানুষ।

আমি ব্যক্তিগতভাবে শ্রাদ্ধাদি কাজ অত বুঝি না। পারলৌকিক কাজ বলতে এটাই বুঝি। অন্তত পিতার ক্ষেত্রে। তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ কিছুটা হলেও দায়িত্ব নেওয়া।

তাই অধ্যাপক তুষার কান্তি পাল স্মারক বক্তৃতা প্রথম বছরের মত শুরু হল। এলেন আমাদের প্রিয় স্যার সৌমিত্র বসু। অসাধারণ নাটক মঞ্চায়িত হল। নবনির্মিত টিকে পাল মেমোরিয়াল হল অনুষ্ঠানটি।

এসবের জন্য কৃতিত্ব আচার্য সুকুমার সেন মহাবিদ্যালয় এর অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকদের। প্রকৃ শিক্ষক এবং ছাত্র দরদী হলে তিনি চিরকালই স্মরণীয় সে আবার বাবাই আর অন্য কেউ।

ডাম্পার উঠতেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়লো ব্রিজ, সমস্যায় সাধারণ মানুষ

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৩০ জানুয়ারি ঃ কোচবিহার জেলার শীতলকুচি বিধানসভার লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দেবনাথপাড়া এলাকায় সাত সকালেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়লো ব্রিজ। শুক্রবার সকালে ওই ব্রিজের উপরে ডাম্পার উঠতেই এই দুর্ঘটনা ঘটলো।

উল্লেখ্য সিতাই এবং শীতলকুচি বারোমাসিয়া এলাকার একমাত্র যোগাযোগের উপায় ছিল এই ব্রিজ। চরম সমস্যায় প্রায় ৫ হাজারেরও বেশি মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দা করলেল মিয়া বলেন - শীতলকুচি থেকে সিতাই যাওয়ার একমাত্র পথ। কিছুদিন আগেই এই ব্রিজের ওঠার আগের রাস্তা সংস্কার করা হয়। তিনি বলেন এই রাস্তা দিয়ে এই ধরনের ডাম্পার যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এলাকার প্রশাসনের টনক নড়েনি। এই ঘটনার জন্য দায়ী প্রশাসন। তিনি বলেন অবিলম্বে প্রশাসনকে নতুন করে এই ব্রিজ বানিয়ে দিতে হবে। তিনি এও জানান এই ধরনের সেতুর উপর এই ধরনের ডাম্পার উঠলে দুর্ঘটনা ঘটবে। রীতিমতো চিন্তার ভাঁজ এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে কিভাবে যাতায়াত হবে। তিনি আরো বলেন - দীর্ঘদিন ধরেই এই ব্রিজের লোহার পিলার মরচে ধরা ছিল । যে কোন মুহূর্তেই ঘটে যেতে পারতো দুর্ঘটনা প্রশাসনের কোন হেলদোল ছিল না যার ফলেই শুক্রবার ভারী ডাম্পার ওঠায় এই দুর্ঘটনা। এই প্রসঙ্গে শীতলকুচির বিজেপি বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন বলেন - দেবনাথ পাড়ার পাশের এই ব্রিজ দিয়ে প্রচুর মানুষ যাতায়াত করে। অপদার্থ- প্রশাসনের জন্যই এই ঘটনা ঘটলো। কেন এই ধরনের একটি পুরনো ব্রিজের উপর ডাম্পার উঠবে। বারংবার প্রশাসনকে বলা হয়েছে এ রাস্তা দিয়ে ডাম্পার যাওয়ার কথাই নয় তারপরেও এলাকার তৃণমূলের নেতাদের শুধুমাত্র টাকা রোজগার করার কারণেই এই ডাম্পার গুলো যাতায়াত করে। উন্নয়ন তো দূরস্থ কিভাবে লুটপাট হবে তাই এখন এই প্রশাসনের নজরে। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশায় রয়েছে ব্রিজটি তারপরেও হুঁশ ফেরেনি তাদের। ভাগ্য ভালো কোন বড়সড় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। যদিও এ বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থ প্রতিম রায় বলেন - শীতলকুচি বিধানসভার দেবনাথ পাড়ার এই ব্রিজটি প্রশাসন কিছুদিন আগেই বেহাল সেতু হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং সেখানে বোর্ড লাগানো হয়েছে। শুক্রবার যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। ইতিমধ্যে আমি জেলা শাসকের সাথে কথা বলেছি প্রাথমিকভাবে একটি ব্রিজ তৈরি করে দেওয়া হবে যাতে মানুষ যাতায়াত করতে পারে এবং খুব দ্রুত স্থায়ী ব্রিজ তৈরি করা হবে ওই এলাকায়। পাশাপাশি তিনি বলেন যারা এই ভারী ডাম্পার ওই দুর্বল সেতুতে তুলেছেন তাদের বিরুদ্ধেও প্রশাসন যাতে আইনগত ব্যবস্থা নেয়। এর আগেও বিভিন্ন দুর্বল সেতুগুলি ভারী গাড়ি ওঠার ফলে এভাবে ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটেছে কোচবিহারে। তারপরেও কেন বারংবার হুস ফিরছে না প্রশাসনের এ প্রশ্নই এখন সর্বত্র।

দাদুর কবরের মাটি, পিতৃ পুরুষের ব্যবহৃত জিনিস নিয়ে শুনানি কেন্দ্রে হাজির হলেন এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৩০ জানুয়ারি ঃ এসআইআর-এর শুনানি পর্বে সাধারণ মানুষের হয়রানির যেন কোনও অন্ত নেই। ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে এবং সমস্ত নথি ঠিক রয়েছে তা সত্ত্বেও এক ব্যক্তিকে এসআইআর-এর শুনানি নোটিশ দেওয়ায় তিনি বিডিও অফিসে বাবা এবং দাদুর ব্যবহার করা বিভিন্ন জিনিস এবং দাদুর কবরের মাটি নিয়ে সটান হাজির হয়ে গেলেন এসআইআর-এর শুনানি কেন্দ্রে। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ভরতপুর -১ নম্বর ব্লকের ডাঙ্গাপাড়া এলাকায়। এসআইআর-এর শুনানিতে হয়রানির শিকার ওই ব্যক্তির নাম কেবির শেখ। সূত্রের খবর নাম এবং জন্ম তারিখ সংক্রান্ত ছোটখাটো কিছু ভুল থাকার জন্য কেবিরকে শুনানিতে ডেকে পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এসআইআর- এর হয়রানির প্রতিবাদে শুনানি কেন্দ্রে বাবা এবং দাদুর ব্যবহার করা হাঁড়ি, লম্ফ, টর্চলাইট এবং দাদুর কবরের মাটি নিয়ে নিজের ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে বিডিও অফিসে হাজির হয়ে গেলেন কেবির। ঘটনার এই দৃশ্য সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জেলা জুড়ে। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাকে সমালোচনা করে তৃণমূল

কংগ্রেসের বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন, নির্বাচন কমিশন যে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে তার প্রমাণ কেবির শেখের মতো মানুষ। এরা বছরের পর বছর এই দেশে, এই রাজ্যে বাস করছেন। এখন হঠাৎ করে এসআইআর-এর শুনানির নামে তাঁদেরকে নতুন করে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হচ্ছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সাধারণ মানুষ এর বদলা বিজেপির উপর নেবে। হাতে ঝোলানো একটি ব্যাগে দাদুর কবরের মাটি এবং মাথার মধ্যে ধরে রাখা পুঁটলিতে বাবা এবং দাদুর ব্যবহার করা হাঁড়ি-কলসি -লম্ফ- টর্চ লাইট নিয়ে বিডিও অফিসে কবিরকে ঘুরতে দেখে অনেকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না নিজের বংশ পরিচয় দেওয়ার জন্য একজন সাধারণ মানুষকে এইভাবে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। কেবির শেখ বলেন,২০০২-এর ভোটার তালিকায় আমার নাম রয়েছে। আমার সমস্ত নথি, কাগজ ঠিক রয়েছে। তা সত্ত্বেও আমার ছেলে জুয়েল শেখ, সুমন শেখ এবং আমাকে এসআইআর-এর শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন , এনুমারেশন ফর্ম যখন জমা দিয়েছিলাম তখনই সমস্ত কাগজ এবং নথি বিএলও-কে দিয়েছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও হয়রানি করার জন্য আমাকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। ওই ব্যক্তি বলেন, বাবা এবং দাদুর যাবতীয় নথি দিয়ে যখন কাজ হয়নি তাই আমি বিডিও অফিসে বাবা এবং দাদুর ব্যবহার করা হাঁড়ি - কলসি - লম্ফ- টর্চ লাইট সব নিয়ে হাজির হয়েছি। আর তার সঙ্গে ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের কবরস্থান থেকে আমার দাদু হাবিব শেখের কবর থেকে দু'মুঠো মাটিও তুলে এনেছি। কেবির বলেন, নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদেরকে সমস্ত জিনিস দেখাবো। তার সাথে বাবা-ঠাকুরদার ব্যবহার করা এই জিনিস এবং কবরের মাটিও দেখাবো। তাতে যদি তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে ভোটার তালিকায় আমার নাম রাখেন খুব ভালো। যদি না রাখেন তাহলে আমাকে বিডিও অফিসে অনশনে বসতে হবে।

নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা প্রাক্তন সেনা জওয়ানকে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৩০ জানুয়ারি ঃ হাওড়ার শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা প্রাক্তন সেনা জওয়ানকে মারধরের অভিযোগ উঠলো জনৈক প্রাতঃভ্রমণকারীর বিরুদ্ধে, সিসিটিভি ফুটেজ সহ অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে স্থানীয় থানায়। অভিযোগ, প্রাতঃভ্রমণ করে নির্দিষ্ট সময়ের পরে বি গার্ডেন থেকে বেরনোর প্রতিবাদ করায় ওই নিরাপত্তা কর্মীকে মারধর করা হয়। আক্রান্ত নিরাপত্তা কর্মী প্রাক্তন সেনা জওয়ান বলে জানা গেছে। এই বিষয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেন থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে গার্ডেন কর্তৃপক্ষ। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন নামে পরিচিত। প্রতিদিন এখানে প্রাতঃভ্রমণ করতে আসেন বহু মানুষ। যারমধ্যে বেশিরভাগই বয়স্ক। শীতকালে প্রাতঃভ্রমণের সময়সীমা ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত। অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন আগে ওই ঘটনা ঘটে। প্রাতঃভ্রমণকারী ওই যুবক সময়সীমার পরে বের হচ্ছিলেন।তখন মেইন গেটের দায়িত্বে থাকা ওই নিরাপত্তা কর্মী যুবককে দ্রুত বেরিয়ে যেতে বলেন। তা নিয়েই দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়।এরপর ওই যুবক নিরাপত্তা কর্মীকে মুখে ঘুষি মারতে শুরু করে বলে অভিযোগ। সঙ্গে চলে অকথ্য গালিগালাজ। গার্ডেনের দায়িত্বে থাকা অধিকর্তা জয়েন্ট ডিরেক্টর ড.দেবেন্দ্র সিং বলেন, এখানে সমস্ত সিকিউরিটি গার্ড প্রাক্তন সেনা জওয়ান। এদের প্রতি সবার সম্মান থাকা উচিত। কিন্তু যে ঘটনা ঘটেছে তা নিন্দনীয়। ওই কর্মী আহত হন। পুলিশেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ জমা দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা শুরু করে তদন্ত করা হচ্ছে। সূত্র মারফত খবর, অভিযুক্ত আদালত থেকে জামিন নিয়েছেন।

দূরপাল্লার বাসের ধাক্কায় মৃত কর্তব্যরত হোমগার্ডঃ আহত তিন পুলিশ কর্মী

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩০ জানুয়ারি ঃ আইনশৃঙ্খলার নীরব প্রহরী হয়ে রাত জেগে শহর পাহারা দিচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু সেই রাতেই থেমে গেল সব। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বর্ধমানের নবাবহাট সংলগ্ন গড়তালিত এলাকায় জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন হোমগার্ড ত্রিদিব দে (৩৫)। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। পুলিশ জানিয়েছে, নিয়মিত টহল চলাকালীন সার্ভিস রোডের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল পুলিশের টহল ভ্যান। সেই সময় দ্রুতগতিতে আসা একটি যাত্রীবাহী দূরপাল্লার বাস আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভ্যানটির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। তীব্র সংঘর্ষে মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় এলাকা। দুর্ঘটনায় ভ্যানে থাকা হোমগার্ড ত্রিদিব দে গুরুতর আহত হন। সঙ্গে আহত হন এক এএসআই-সহ তিনজন পুলিশ কর্মী। সকলকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা ত্রিদিব দে-কে মৃত ঘোষণা করেন। শুক্রবার তার দেহ ময়নাতদন্ত হয় হাসপাতালের মর্গে। আহত পুলিশ কর্মীদের চিকিৎসা চলছে। নিহত ত্রিদিব দে'র বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার মাধবডিহি থানার পাইঠ্যা এলাকায়। তার আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার, সহকর্মী ও এলাকাবাসীর মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সহকর্মীদের কথায়, তিনি ছিলেন শান্ত স্বভাবের, দায়িত্ববান এক কর্মী-রাতের পর রাত নিঃশব্দে পাহারা দেওয়াই ছিল তার নিয়মিত কর্তব্য। ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। দুর্ঘটনায় জড়িত বাসটি আটক করা হয়েছে, তবে চালক পলাতক। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কর্তব্যরত অবস্থায় প্রাণ হারানো এই হোমগার্ডের মৃত্যু শুধু একটি দুর্ঘটনা নয়-আইনশৃঙ্খলা রক্ষার লড়াইয়ে আরেকজন নীরব সৈনিকের চিরবিদায় বলেই দেখছে পুলিশ মহল।

আদিবাসীদের ডেপুটেশন বর্ধমানেঃ অনশনরত আদিবাসী নেতাকে কটাক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ৩০ জানুয়ারি ঃ , ৩০ জানুয়ারি ঃ আদিবাসীদের আবাস যোজনার বাসস্থান, নারীদের নির্যাতন বন্ধ, অসৎ ভাবে অ-আদিবাসী এস.টি কোটায় চাকুরীদের কঠোরভাবে শাস্তির ব্যবস্থা সহ ১০দফা দাবি নিয়ে ভারত জাকাত মাঝি পারগনার মহলের জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন। শুক্রবারের আদিবাসী সমাজের ডেপুটেশন কর্মসূচিতে বেশ কিছুক্ষণ স্তবদ্ধ হয়ে যায় বর্ধমান শহরের কার্জনগেট চত্বর। ডেপুটেশন কর্মসূচিতে রাস্তায় পুলিশের ব্যারিকেড নিয়ে আদিবাসী নেতাদের অভিযোগ, এসআইআরের নাম করে আদিবাসী সমাজের আবেগ কে সুরসুরি দিয়ে অনশন চলছে অর্থা একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন প্রশাসন। তাদের দাদাগিরির জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বাঁশের ব্যারিকেড দিয়েছে। প্রশাসন ওই রাজনৈতিক দলকে ঢাল করে নিরাপত্তা দিতে আমাদের রাস্তায় আটকে রেখেছে। নাম না করে দেবু টুডুর আমরণ অনশন প্রসঙ্গে ভারত জাকাত মাঝি পরগানা মহলের রাজ্য সভাপতি বিজয় চন্দ্র সরেন বলেন, তিনি আদিবাসীদের নাম করে অনশন করছেন বলছেন কিন্তু আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য তারা কিছু করছে না। যেখানে টাকা আছে সেখানে তারা আছেন। তারা আদিবাসীদের উন্নয়নের নাম করে রাজনীতি করলেও আমরা তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য করছেন। তিনি আরো বলেন, সামনেই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন। আমরা কিন্তু রাজ্যের প্রতিটি জেলায় আমাদের দাবিদাওয়া নিয়ে ডেপুটেশন দিচ্ছি। আমরা যদি দেখি নির্বাচনের আগে আমাদের কোন দাবি-দাওয়া মানা হয়নি তাহলে কিন্তু আমরা ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল থেকে নির্বাচনে নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবো। আমরা যদি দেখি সরকার আমাদের পাশে নেই তাহলে আমরাও কিন্তু সরকারকে কোন সহযোগিতা করবো না। কিন্তু সরকার পাশে থাকলে আমরাও পাশে থাকার জন্য অবশ্যই ভাববো। এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল আদিবাসী শাখার রাজ্য চেয়ারম্যান দেবু টুডু। তিনি বলেন, ভারত জাকাত মাঝি পরগানা মহল একটি সামাজিক সংগঠন, আমাদের আদিবাসী শাখার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। ১০হাজারের বেশী আদিবাসী সমাজের মানুষকে বিজেপি পরিচালিত নির্বাচন কমিশন হয়রানি করছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের অনশন কর্মসূচি। আমরা গান্ধীর মতাদর্শে চলছি, তাই হয়রানির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ অনশন কর্মসূচি চালাচ্ছি আমরা বলে দাবি করেন দেবু টুডু।

আশা কর্মীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৩০ জানুয়ারি ঃ বিভিন্ন দাবিতে আঃদালনরত আশা কর্মীরা শুক্রবার বাঁকুড়া সদর মহকুমা শাসকের দফতরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। দুপুরে আশা কর্মীরা মিছিল সহকারে দফতরের সামনে পৌঁছান এবং অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না তৈরি হয়, সে জন্য এলাকায় ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আশাকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সারা রাজ্য জুড়ে আশা কর্মীদের আন্দোলন চলছে এবং এদিন আন্দোলনের ৩৮তম দিন। ইউনিয়নের দাবি, পুলিশি হুমকি, নির্যাতন ও চাপ সত্ত্বেও আশা কর্মীরা তাদের আন্দোলন থেকে একচুলও পিছপা হননি। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for temporary IT infrastructural arrangement in connection with one day training workshop at West Bengal Judicial Academy on 07 th February, 2026." **[Job No. KIT/RW/130 of 25-26] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-089/KIT/Q of 25-26)** Bid Submission Closing : **05.02.2026 up to 03.00 PM** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইনোকিউলাম প্লান্ট-১-কেপিএ-সি-২৬, তারিখ ২৯.০১.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পো. - কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ (প.ব) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম এবং স্থান :** ক্যারেজ কমপ্লেক্স, কাঁচরাপাড়ায় ১০০ ঘন মি ক্ষমতার ২টি আরসিসি ইনোকিউলাম জেনারেশন ফেসিলিটি প্লান্ট নির্মাণ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়:** ৯৫,০৩,২৯৬.২৩ টাকা। **বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে :** ১,৯০,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য। **যে ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে :** টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ সেট ২৭.০১.২০২৬ থেকে ১৮.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত ভারতীয় রেলের ই-প্রোকিওরমেন্ট ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ :** ৪ মাস। **টেন্ডারের বৈধতা :** ৯০ দিন। **অফার জমার মেয়াদ :** ০৪.০২.২০২৬ থেকে ১৮.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ১৮.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় :** ১৮.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টের পর।

(MISC-379/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অনলাইন প্রতারণায় ঝাড়গ্রাম সাইবার পুলিশের জালে তিন যুবক, আদালতে পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৩০ জানুয়ারি ঃ অনলাইনের মাধ্যমে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার ঘটনায় ঝাড়গ্রাম সাইবার থানার পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহ থানার আগরপাড়া এলাকা থেকে অভিযুক্তদের ধরা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা ঝাড়খণ্ডের জামতাড়া জেলার বিভিন্ন থানা এলাকার বাসিংদা। শুক্রবার তাঁদের ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে পুলিশ ১০ দিনের হেফাজতের আবেদন করে। বিচারক ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। অভিযুক্তরা হলো-কারমাটা থানার বিদ্যাসাগর গ্রামের নয়ন কুমার দাস, নারায়ণপুর থানার মালডি গ্রামের সাগর দাস এবং কারমাটা থানার বিদ্যাসাগর গ্রামের কৌশিক দাস। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের জুন মাসে জামবনি থানার পড়িহাটি গ্রামপঞ্চায়েতের এক কর্মী ঝাড়গ্রাম সাইবার থানায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা অনলাইন প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে প্রযুক্তিগত সহায়তা ও বিভিন্ন সূত্র ধরে পুলিশ আগরপাড়া থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে। ধৃতরা সেখানে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকত। জানা গেছে, অভিযোগকারী অনলাইনে ডেবিট কার্ডের জন্য আবেদন করার সময় তাঁর পুরনো ডেবিট কার্ডের অ্যাক্সেস নিয়ে প্রতারকরা সাড়ে তিন লক্ষ টাকা তুলে নেয়।

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-59/2025-26 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 22 (Twenty-two) nos. works/Schemes under 15 th CFC & SBM Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in.** Document download/sell starting from **29.01.2026 up to 04.02.2026 16.00 P.M.** Bid submission starting from **29.01.2026 up to 04.02.2026 at 16.00 PM.** And Opening on **06.02.2026 at 16:05 P.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following work :-
NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/127/2025-2026/R
Name of work **: Repairing of IPS, CC & Paver Block Passage at Kasai Para, Tikiapara Lane & others area N/H/No.I-186, P-178/A/2, H-72 etc. in Ward No.135, Br-XV.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) **: Rs.2,94,230.99.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 120 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 10.02.2026 - 2 p.m.** Date of opening of tender **: 12.02.2026 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **30.01.2026 - 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil), Borough-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-
1. NIT NO. : KMC/IX/071/2025-2026/APAS/138/04 (2nd Call)
Name of work **: Improvement of footpath and passages at 10 Debendra Lal Khan Road to 25 Bijoy Bose Road in Ward No.071 (APAS/01/159/138/0004).** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) **: Rs.3,27,245.59.** Earnest Money **: Rs.6,600.00.** Period of Completion **: 60 Days.** Last date and time of submission of bid **: 07.02.2026 - 12 noon.** Tender will be opened on **: 09.02.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **30.01.2026 - 5 p.m.** from the website **https://tenders.wb.gov.in**
2. NIT NO. : KMC/IX/078/083/2025-2026/UTTARAN
Name of work **: Improvement of Swerage System with Ancillary Civil Work at 42/H/17, Ekbalpore Lane; 4/2/L, Rajab Ali Lane; 18/1H/1, Mominpore Road and different Uttaran Areas in Ward No.78 (IX/078/083/2025-2026/UTTARAN).** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) **: Rs.3,99,628.00.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 07.02.2026 - 2 p.m.** Tender will be opened on **: 09.02.2026 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **30.01.2026 - 2 p.m.** from the website **: https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-
1. NIT NO. : X/081/048/25-26/UTTARAN
Name of work **: Maintenance of Sanitary Latrine near 2B, Chetla Road, 27, T.C Road etc. in Ward-81, Br-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS) **: Rs.2,55,842.86.** Earnest Money **: Rs.5,200.00.** Time of Completion **: 120 Days.**
2. NIT NO. : X/081/050/25-26/UTTARAN
Name of work **: Maintenance of Sanitary Latrine near 75, 76, 61, 61D, T.G Road, etc. in Ward-81, Br-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS) **: Rs.2,53,624.61.** Earnest Money **: Rs.5,200.00.** Time of Completion **: 120 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid **: 09.02.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 & 2).** Date and Time of Opening of Bid **: 11.02.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 & 2).** The Bid forms and other details are available on and from **31.01.2026 from 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

The **Executive Engineer (Civil), Borough-XI, KMC** invites percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :-
1. NIT NO. : APAS/114/152/137/02/043/25-26
Name of work **: Road side Beautification and allied works near Dinesh Smriti Sangha Club in Ward-114, Br-XI.** Estimated Value (Incl. GST & CESS) **: Rs.4,30,938.43.** Earnest Money **: Rs.9,000.00.** Time of Completion **: 60 Days.**
2. NIT NO. : APAS/114/152/116/01/031/25-26
Name of work **: Renovation of R.D along with R.D side Beautification, U.G facilities and some Ancillary Work at Saha Para Shreepolly and surround area in Ward-114, Br-XI.** Estimated Value (Incl. GST & CESS) **: Rs.4,47,742.68.** Earnest Money **: Rs.9,000.00.** Time of Completion **: 60 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid **: 07.02.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 & 2).** Date and Time of Opening of Bid **: 09.02.2026 - 12 noon (for Sl.No. 1 & 2).**
3. NIT NO. : KMC/EEC/BR-XI/110/054/2025-26/R/UTTARAN
Name of work **: Maint. of sanitary latrines at different places viz Sapui Para & Naskar Para (Uttaran Area) in Ward No.110.** Estimated Value (Incl. GST & CESS) **: Rs.2,48,565.93.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Time of Completion **: 45 Days.**
4. NIT NO. : XI/112/071/2025-26/R/UTTARAN
Name of work **: Improvement of C.P at Seikh Para from H/O Sutudut Ali Sardar to Sanwar Ali Seket Uttaran Area in Ward No.112, Br-XI.** Estimated Value (Incl. GST & CESS) **: Rs.2,93,026.77.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Time of Completion **: 45 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid **: 07.02.2026 upto 5 p.m. (for Sl.No.3 & 4).** Date and Time of Opening of Bid **: 09.02.2026 at 5 p.m. (for Sl.No.3 & 4).**
5. NIT NO. : XI/112/059/2025-26/R (2nd Call)
Name of work **: Construction of Catch PIT at 26 Naskar Para to 65 Central Park in Ward No.112, Br-XI.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) **: Rs.1,97,518.63.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**
6. NIT NO. : XI/112/057/2025-26/R (2nd Call)
Name of work **: Maint. of C.C Road at 29/4 and 3 No. Naskar Para in Ward No.112, Br-XI.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) **: Rs.2,67,831.81.** Earnest Money **: Rs.5,500.00.** Period of Completion **: 35 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 07.02.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.5 & 6).** The Tender will opened on **: 09.02.2026 - 5 p.m. (for Sl.No. 5 & 6).** The bid forms and other details are available on and from **30.01.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 4) and 31.01.2026 - 5 p.m. (for Sl.No. 5 & 6).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 6).**

CORRIGENDUM

(1) NIT No. : KMC/DG(C)/Br-XII/101/56/25-26 (2) NIT No. : KMC/DG(C)/Br-XII/102/75/25-26 (3) NIT No : KMC/DG(C)/Br-XII/102/78/25-26 published in this Newspaper on **16/01/2026 (Key No.1962/25-26) of Engineering (C)/Br-XII Deptt. (Sl.No.2,37,38).** Last date and time of submission of bid will be read as **03/02/2026 upto 12 noon** instead of 28/1/2026 upto 12 noon (for Sl.No.1 to 3) and tender will be opened on **05/02/2026 upto 1 p.m.** instead of 30/01/2026 upto 1 p.m. (for Sl.No.1 to 3).

Corrigendum NIT No. : EE-III/29/APAS-23/25-26 published in this Newspaper on **26/1/26 (Key No.2055/25-26) of Engineering (C)/Br-III Deptt. (Sl.No.2).** Last date and time of submission of bid **: 05/02/2026 upto 12 noon** in place of 28/01/2026 upto 12 noon and date and time of opening tender will be **07/02/2026 after 12 noon** in place of 30/01/2026 after 12 noon. All other criteria remain unchanged.

(1) NIT No. KMC/EE(C)/Br XII/108/058/25-26 (2nd Call) (2) NIT No. KMC/EE(C)/Br XII/105/56/25-26 (3) NIT No. KMC/EE(C)/Br XII/109/148/25-26 (4) NIT No.KMC/EE(C)/Br XII/109/117/25-26 (5) NIT No.KMC/EE(C)/Br XII/109/154/25-26 (6) NIT No. KMC/EE(C)/Br XII/105/50/25-26 (7) NIT No. KMC/EE(C)/Br XII/109/120/25-26 published in this Newspaper on **16/01/2026 (Key No.1968/25-26) of Engineering (Civil) Br-XII Deptt.** Last date of submission of bid and date of opening of bid to be read as **03.02.2026 & 05.02.2026** instead of 28.01.2026 & 30.01.2026 respectively (for Sl.No.1 to 7).

(1) NIT No. : EE-III/29/APAS-31/25-26 (2) NIT No. EE-III/29/APAS-32/25-26 published in this Newspaper on **19/01/2026 (Key No.1992/25-26) of Engineering (C) Br-III Deptt. (Sl.No. 7 & 8).** Last date and time of submission of bid **07/02/2026 upto 12 noon** in place of of 29/1/2026 upto 12 noon (for Sl.No.1 & 2) and date and time of opening tender **09/02/2026 after 12 noon** instead of 31/01/2026 after 12 noon (for Sl.No.1 & 2). All other criteria shall remain unchanged.

NIT No.KMC/US/HQ/78/25-26/197 (1st Call) published in this newspaper on **17/1/26 (Key No.1981/25-26) of Uttaran Services Deptt. (Sl.No.5).** Last date and time of submission of bid **: 10.02.2026 upto 11:00 Hrs.** instead of 29.01.2026. Bid opening date and time for technical proposals **: 12.02.2026 at 11:00 Hrs.** instead of 31.01.2026.

NIT No.KMC/EE-III/34/APAS/59/25-26 (1st Call) published in this Newspaper on **22/12/25 (Key No.1771/25-26) of Engineering (C) Br-III Deptt. (Sl.No.6).** Last Date of Submission of Bids **: 05.02.2026 upto 12.00 noon** instead of 27.12.2025 upto 9 a.m. Date of Opening of Bids **: 07.02.2026 after 12.00 noon** instead of 29.12.2025 after 9.00 a.m. All other criteria remain unchanged.

(1) NIT No APAS/114/152/125/02/037/25-26 (2) NIT No : APAS/114/152/124/02/034/25-26 (3) NIT No. APAS/114/152/139/02/028/25-26 (4) NIT No. APAS/114/152/131/01/035/25-26 published in this Newspaper on **20/01/2026 (Key No.2003/25-26) of Engineering (C) Br-XI Deptt (Sl.No. 4, 24 to 26).** Last date and time submission of bid will be **02/02/2026** instead of 27/01/2026 - 11 a.m. (for Sl.No.1 to 4) and date and time of opening of bid **04/02/2026** instead of 29/01/2026 - 11 a.m. (for Sl.No.1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **20/1/26 - 5 p.m. from https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app.**

NIT No. : KMC/S_D/N/II/25-26/22 (1st Call) published in this Newspaper on **17/01/2026 (Key No.1980/25-26) of S_D Deptt. (Sl.No.4).** Last Date and Time of receipt of bid (online) should extended upto **06.02.2026 at 2 p.m.** instead of 29/01/2026 at 1.00 p.m. and as well as technical bid opening date on **09.02.2026 at 2.00 pm** instead of 31.01.2026 at 2.00 p.m.

NIT No. : EE-III/29/APAS-21/25-26 published in this Newspaper on **22/01/26 (Key No. 2032/25-26) of Engineering (C) Br-III Deptt. (Sl.No.12).** Last date and time of submission of bid **07/02/2026 upto 12 noon** in place of 29/1/2026 upto 12 noon and tender will be opening **09/02/2026 after 12 noon** in place of 31/01/26 after 12 noon. All other entries shall remain unchanged.

2107/25-26

ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
West Bengal Gramin Bank
(Scheduled Bank Owned by Government)

বর্ধমান আঞ্চলিক কার্যালয়
১ম তলা, চৌধুরী মার্কেট, কালনা রোড, বাদামতলা,
পোঃ ও থানা - বর্ধমান, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩১০১

দখল বিজ্ঞপ্তি [বিধি- ৮(১)] পরিশিষ্ট ৪ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন) এর অধীনে **ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাংক,** বর্ধমান আঞ্চলিক কার্যালয়ের অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(১২) এর সাথে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৯ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, উল্লিখিত হিসাবের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে একটি দাবি নোটিশ জারি করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা / জামিনদারকে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলাম। যেহেতু ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার এবং সর্বসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী, উক্ত ২০০২ সালের আইনের ধারা ১৩(৪) এর সাথে পঠিত উক্ত বিধিমালার বিধি ৮ দ্বারা আমার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, উল্লিখিত হিসাবের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল গ্রহণ করেছি। এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার এবং সর্বসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির উপর যেকোনো লেনদেন ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাংকের নিম্নোক্ত পরিমাণ অর্থ এবং তার উপর প্রযোজ্য সুদের চার্জের অধীন হবে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা, জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দখল নোটিশ খ) দাবিপত্রের তারিখ গ) দাবিপত্রের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া টাকার পরিমাণ (টাকায়)
১.	**ঋণগ্রহীতাঃ মোঃ রফিক,** মহম্মদ শুভনের পুত্র, গ্রাম-লাপুকুরপাড়, পোঃ- খুজুতিপাড়া, থানা- নানুর, জেলা- বীরভূম, পিন-৭৩১২১৫ এবং **গ্যারান্টর-মহাম্মদ শুভন,** S/o- মোঃ ঈসা শেখ, গ্রাম ও পোঃ-খুজুতিপাড়া, জেলা- বীরভূম, পিন-৭৩১২১৫ **শাখা - খুজুতিপাড়া**	মৌজা-সাজনোর, জে.এল নং-৯৮, খতিয়ান নং-৩৮৬১, দাগ / প্লট নং-৮২৯, জমির পরিমাণ ১০.৬৫ শতক, জমির প্রকৃতি - ভিটি, থানা- নানুর, জেলা- বীরভূম, মোহাম্মদ সুভান, পিতা- মো. ইসা শেখ-এর নামে অবস্থিত উক্ত জমি ও তার উপর নির্মিত ভবন। বন্ধকী দলিল নং আই-১১৯২/২০১৯, এডিএসআর অফিস বোলপুর। চৌহদ্দিঃ উত্তরে- তসলেম খানের কৃষি জমি, দক্ষিণে- ডাবলু শেখের কৃষি জমি, পূর্বে- পিডব্লিউডি এবং তারপর ১২ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা, পশ্চিমে- মনোহর খানের কৃষি জমি।	**১) ২৮।০১।২০২৬** **২) ০৩।০৯।২০২৫** **৩) ২৯।০৫।২০২৫ তারিখে ৪,৮৬,১৫৬.০০ টাকা** (চার লক্ষ ছিয়াশি হাজার একশ ছাপান্ন টাকা মাত্র) (৩১।১২।২০২৪ পর্যন্ত সুদসহ আরও সুদ, বিপরীত (যদি থাকে) এবং আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ ইত্যাদি)।
২.	**ঋণগ্রহীতাঃ মিঃ কল্যাণ ঘোষ,** হারাধন ঘোষের পুত্র, গ্রাম-রামকৃষ্ণপুর, পোঃ- থুপসরা, থানা- নানুর, জেলা- বীরভূম, পিন-৭৩১২১৫, পশ্চিমবঙ্গ এবং **গ্যারান্টর-অসিত ঘোষ,** S/o- ভবানী প্রসাদ ঘোষ, গ্রাম-রামকৃষ্ণপুর, পোঃ- থুপসরা, থানা- নানুর, থানা- বীরভূম, পিন-৭৩১২১৫, পশ্চিমবঙ্গ **শাখা - বাসাপাড়া**	মৌজা- রামকৃষ্ণপুর, জেএল নং- ১২০, আর.এস প্লট নং-৩৬৮০, এলআর প্লট নং- ৩২০২, এলআর খতিয়ান নং-১৮৩৯, জমির পরিমাণ- ০৮ ডেসিমেল, জমির প্রকৃতি- বাস্তু, থানা- নানুর, জেলা- বীরভূম, এই ঠিকানায় অবস্থিত সম্পূর্ণ জমি ও তার উপর নির্মিত ভবন। সম্পত্তিটি শ্রী কল্যাণ ঘোষের নামে নথিভুক্ত। বন্ধকী দলিল নং ১-৯৭, সাল ২০১১, এডিএসআর অফিস নানুর, তারিখ ১৩.০১.২০১১। চৌহদ্দিঃ উত্তরে- গ্রামের রাস্তা, দক্ষিণে- একই প্লট (বসু পালের সম্পত্তি), পূর্বে- ভবানী প্রসাদের সম্পত্তি, পশ্চিমে- শশাঙ্ক শেখর ঘোষের সম্পত্তি (নিবির ঘোষ ও অন্যান্য)।	**১) ২৮।০১।২০২৬** **২) ০২।০৬।২০২৫** **৩) ১০।০৩।২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ৪,৪৭,৩৭৭.৮০ টাকা** (চার লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার তিনশত সাতাত্তর টাকা আশি পয়সা মাত্র), সাথে অতিরিক্ত সুদ, সুদ মওকুফ (যদি থাকে) এবং আনুষঙ্গিক খরচ ইত্যাদি প্রযোজ্য হবে।

তারিখ- ৩১।০১।২০২৬
স্থান- বর্ধমান

(অথোরাইজড অফিসার)
ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বর্ধমান আঞ্চলিক কার্যালয়

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইপিডি/ডব্লু/কন/ট্যাপ চেঞ্জার/০৮/২৫-২৬, তারিখ ২৪.০১.২৬। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (পি অ্যান্ড ডি), পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ- ৭৪৩১৪৫, নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারের জন্য প্রমাণিত অভিজ্ঞ কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং :** ইপিডি/ডব্লু/কন/ট্যাপ চেঞ্জার/০৮/২৫-২৬। **কাজের নাম এবং স্থান :** বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভের বিটি প্রস্তুত ট্যাপ চেঞ্জারের রিহ্যাবিলিটেশন, পরিমাণ - ৩০টি। **কাজের আনুমানিক মূল্য:** ৮,৭৮,৭৪,৭৪১ টাকা। **নেট ব্যাঙ্কিং ও পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে বায়নামূল্য জমা করতে হবে :** ৫,৮৯,৪০০ টাকা। রেলওয়ে বোর্ডের এল নং ২০২২/সিই-।/সিটি/জিসিসি-২০২২/ পলিসি তারিখ ২৭.০৪.২০২২ (অগ্রিম সংশোধনী স্লিপ নং ৫, তারিখ ২০.১০.২০২৩) অনুসারে টেন্ডারদাতারা উল্লিখিত রাশির বিড সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বন্ড হিসেবেও জমা করতে পারবেন। বিড জমা করার অন্তিম তারিখের মধ্যে ডেপুটি সিইই/পি অ্যান্ড ডি/কেপিএ-র নিকট মূল ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দিতে হবে (অর্থাৎ বিড জমার শেষ তারিখ ব্যতীত) । বিজি বন্ডের বয়ান জিসিসি- এপ্রিল'২০২২-তে উল্লিখিত আছে। এই বিষয়ে বিশদ তথ্যের জন্য টেন্ডারারদের জিসিসি- এপ্রিল'২০২২ (সংশোধন সহ) দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য :** শূন্য। জিসিসি- এপ্রিল'২০২২-এর পার্ট-১-এর ক্লজ নং ৩ অনুযায়ী ই-টেন্ডার ফর্ম সকল টেন্ডারদাতাকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে। **কাজ শেষের মেয়াদ** ২৪ মাস। **দর জমা শুরুর তারিখ:** ০২.০২.২০২৬। **দর জমা শেষের তারিখ :** ১৬.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.৪৫ মিনিট। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় :** ১৬.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডের স্থান যেখানে টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ দেখা যাবে :** www.ireps.gov.in (MISC-378/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শরীর

ক্রিম-সিরামের ভারে ক্লান্ত ত্বক? ‘ফাস্টিং’-এই ফিরতে পারে হারানো জেল্লা

ঝকঝকে ত্বকের খোঁজে আমরা প্রতিদিন কত কিছুই না করি! সকাল-সন্ধ্যা ক্লিনজার, টোনার, সিরাম, ময়েশ্চারাইজার, সানস্ক্রিন- তার উপর আবার মেকআপ। সঙ্গে শহরের ধুলো, দূষণ আর স্ট্রেস। এত কিছুর চাপে আপনার ত্বক যে সত্যিই

হাঁপিয়ে ওঠে, তা কি কখনও ভেবে দেখেছেন? ঠিক এই জায়গা থেকেই ফ্যাশন ও বিউটি দুনিয়ায় নতুন করে আলোচনায় এসেছে এক ব্যতিক্রমী ধারণা- ‘ফাস্টিং’। ডায়েটের মতোই এবার উপোসে থাকবে ত্বক। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও, এই ট্রেন্ডে বিশ্বাস করছেন বহু স্কিন এক্সপার্ট ও ফ্যাশন ইনফ্লুয়েন্সার।

কী এই স্কিন ফাস্টিং? খাবারের অনিয়ম হলে আমরা যেমন মাঝে মাঝে উপোস করে শরীরকে বিশ্রাম দিই, তেমনই স্কিন ফাস্টিং মানে হল- নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ত্বকে কোনও প্রসাধনী বা অ্যাক্টিভ প্রোডাক্ট ব্যবহার না করা। উদ্দেশ্য একটাই- ত্বককে তার নিজস্ব প্রাকৃতিক ক্ষমতায় কাজ করার সুযোগ দেওয়া। আজকের দিনে আমরা ত্বকের উপর এত বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি কৃত্রিম উপাদানের উপর যে, ত্বক নিজে থেকে কীভাবে তেল উপাদন করবে, কীভাবে নিজেকে সারাবে- সেই ক্ষমতাই যেন হারাতে বসেছে।

কেন প্রয়োজন স্কিন ফাস্টিং? বিশেষজ্ঞদের মতে, মানুষের ত্বকের একটি স্বাভাবিক self-healing mechanism রয়েছে। ছোটখাটো ক্ষত সারানো, প্রয়োজন অনুযায়ী তেল তৈরি করা বা পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া- এই সব কিছুই ত্বক নিজে করতে পারে। কিন্তু নিয়মিত রেটিনল, AHAs, BHAs, ভিটামিন C বা নানা কেমিক্যাল ব্যবহার করলে সেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। তার উপর প্রতিদিনের মেকআপ, ঘাম ও ধুলো মিলিয়ে রোমকূপ বন্ধ হয়ে যায়। ফল? ব্রণ, রুক্ষতা, নিস্তেজ ভাব। এই অবস্থায় মাঝে মাঝে ত্বককে কিছুই না করার সুযোগ দিলে, সে আবার ধীরে ধীরে নিজের ভারসাম্য ফিরে পায়। স্কিন ফাস্টিং সেই সুযোগটাই দেয়।

কীভাবে করবেন স্কিন ফাস্টিং? স্কিন ফাস্টিং মানে কিন্তু হঠাৎ দীর্ঘদিন সব কিছু বন্ধ করে দেওয়া নয়। এরও কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম আছে।

১. সময় নির্ধারণ করুন-৭ থেকে ১৪ দিন অন্তর একদিন, অন্তত ২৪ ঘণ্টা কোনও প্রসাধনী ব্যবহার করবেন না।

২. অ্যাক্টিভ উপাদান একেবারেই নয়-এই সময় ক্লক, ক্লক, রেটিনল, ভিটামিন ক্ট- কোনও অ্যাক্টিভ উপাদান ব্যবহার করবেন না।

৩. মাস্ক বা এক্সফোলিয়েশন নিষিদ্ধ- ফেস মাস্ক, স্ক্রাব বা এক্সফোলিয়েটর থেকেও দূরে থাকুন।

৪. ভরসা রাখুন ভিতরের যত্নে- বাইরের প্রোডাক্ট নয়, এই সময় গুরুত্ব দিন শরীরের ভিতরের পুষ্টিতে।

৫. জল, ঘুম আর স্বাস্থ্যকর খাবার- প্রচুর জল পান করুন, পর্যাপ্ত ঘুমান এবং খাদ্যতালিকায় রাখুন মরশুমি ফল ও শাকসবজি।

এই একদিন ত্বককে কোনও কিছু দেওয়া নয়, বরং তাকে নিজের মতো কাজ করতে দেওয়াই আসল লক্ষ্য।

কারা সতর্ক থাকবেন?তবে মনে রাখতে হবে, স্কিন ফাস্টিং সবার জন্য একরকম নয়। বর্তমানের অতিরিক্ত দূষণের যুগে একেবারে কিছুই না লাগানো অনেকের জন্য সমস্যার কারণ হতে পারে। যাদের ত্বক খুব শুষ্ক, একজিমা রয়েছে বা গুরুতর ব্রণের সমস্যা আছে, তারা হঠাৎ করে সব বন্ধ করবেন না। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের ত্বকের ক্ষেত্রে চিকি!সকের পরামর্শ নিয়ে অন্তত তিনটি জিনিস ব্যবহার করা যেতে পারে- মাইল্ড ক্লিনজার, হালকা ময়েশ্চারাইজার

সানস্ক্রিন। ত্বকের অবস্থা বুঝে স্কিন ফাস্টিংয়ের নিয়ম সামান্য বদলানোই বুদ্ধিমানের।

ট্রেন্ড না প্রয়োজন? অনেকে একে নিছক ফ্যাশন ট্রেন্ড বললেও, বিশেষজ্ঞদের মতে এটি আসলে অতিরিক্ত স্কিন কেয়ার থেকে এক ধাপ পিছিয়ে আসার বার্তা। কম ব্যবহার, বেশি উপকার- এই দর্শনেই বিশ্বাসী স্কিন ফাস্টিং। নতুন প্রজন্মের মধ্যে ‘স্কিন কেয়ার’-এর যে প্রবণতা তৈরি হচ্ছে, স্কিন ফাস্টিং তারই অংশ। ত্বকের উপর অযথা চাপ না দিয়ে, তাকে নিজের মতো শ্বাস নিতে দেওয়াই এই ধারণার মূল কথা। শেষ কথা-ঝলমলে ত্বক মানেই যে আরও বেশি প্রোডাক্ট- এই ধারণা বদলাতেই এসেছে স্কিন ফাস্টিং। মাঝে মাঝে একটু বিরতি, একটু বিশ্রাম পেলে ত্বকও যে নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই পরের বার আয়নার সামনে দাঁ।য়ে যদি মনে হয়, কিছুতেই জেল্লা ফিরছে না- তাহলে হয়তো উত্তরটা লুকিয়ে আছে একদিনের এই ত্বকের উপোসেই।

আত্মনির্ভর ভারতের কৌশল কি আমেরিকাকে দূরে ঠেলছে? চিনকে রোখার লড়াইয়ে নয়াদিল্লির বিশ্বাসযোগ্যতা খতিয়ে দেখতে বিশেষ কমিশন

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি ঃ আত্মনির্ভর ভারতের উত্থান, নয়াদিল্লি-বেজিং সম্পর্কের সাম্প্রতিক উষ্ণতা এবং শুল্কযুদ্ধ ঘিরে টানাপোড়েন-সব মিলিয়ে ভারতকে নিয়ে নতুন করে ভাবনায় বসছে ওয়াশিংটন। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের অন্দদ০রে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চিনকে রুখতে ভারতকে আদৌ কি ভরসাযোগ্য কৌশলগত সঙ্গী হিসেবে দেখা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই বিশেষ কমিশনের শুনানি শুরু হতে চলেছে আগামী মাসে। সূত্রের খবর, আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ইউনাইটেড স্টেটস-চিন ইকোনমিক অ্যান্ড সিকিয়োরিটি রিভিউ কমিশন (ঙ্গঙ্কক্ট) একাধিক শুনানি আয়োজন করবে। মূলত চিনকে কেঃদ্র করে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, জাতীয় নিরাপত্তা এবং বেজিংয়ের কৌশলগত পদক্ষেপ বিশ্লেষণের জন্য ২০০০ সালে গঠিত হয়েছিল এই কমিশন। তবে এই প্রথমবার, চিনের পাশাপাশি ভারতের ভূমিকা এবং কৌশলকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখতে চলেছে তারা। ওয়াশিংটনের দৃষ্টিতে দক্ষিণ এশিয়ায় শক্তির ভারসাম্য বদলে দেওয়ার ক্ষমতা ভারতের রয়েছে, কিন্তু সেই ক্ষমতা কোন দিকে মো। নেবে-সেটাই এখন ব। প্রশ্ন। গত কয়েক মাসে ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক কার্যত পেন্ডুলামের মতো দুলেছে। একদিকে দীর্ঘ আলোচনার পরেও বাণিজ্য চুক্তি শেষ মুহূর্তে গিয়ে ভেস্তে যায়। অন্যদিকে, তার পরপরই ভারতের উপর মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপান ট্রাম্প, যার প্রভাব প।ে ভারতের বাজার ও রপ্তানি খাতে। এই শুল্কযুদ্ধের ফলে নয়াদিল্লি-ওয়াশিংটনের সম্পর্কে যে শীতলতা তৈরি হয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই প্রেক্ষাপটেই ভারতের ‘নীতি আমেরিকার কাছে নতুন করে সংঃদহের কারণ হয়ে উঠেছে। প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকন্ডাক্টর, প্রতিরক্ষা উপাদন- প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই বিদেশি নির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় সক্ষমতা বা।াতে চাইছে ভারত। যদিও নয়াদিল্লির দাবি, এই আত্মনির্ভরতার লক্ষ্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিরুদ্ধে নয়, বরং শক্তিশালী অংশীদার হিসেবে বিশ্ব মঞ্চে দাঁ।ানো। কিন্তু ওয়াশিংটনের একাংশের ধারণা, এই নীতি দীর্ঘমেয়াদে মার্কিন প্রযুক্তি ও বিনিয়োগের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। আরও বড় উদ্বেগের জায়গা হয়ে উঠেছে ভারত-চিন সম্পর্কের সাম্প্রতিক পরিবর্তন। গালওয়ান সংঘর্ষের রক্তক্ষয়ী স্মৃতি এখনও পুরোপুরি মুছে যায়নি। তবুও বাস্তব কূটনীতির পথে হাঁটতে গিয়ে নয়াদিল্লি ও বেজিং দু'পক্ষই সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ইঙ্গিত দিয়েছে। দু'দেশের মধ্যে উ।ান পরিষেবা পুনরায় চালু হয়েছে, বাণিজ্য বা।ছে, এমনকি চিনা সংস্থাগুলিকে ভারতে বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়ার সম্ভাবনাও উ।িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বিশ্লেষকদের মতে, এই পদক্ষেপগুলি স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে-ভারত তার কৌশলগত বিকল্প খোলা রাখতে চাইছে। এখানেই ওয়াশিংটনের মূল দ্বিধা। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চিনের প্রভাব ঠেকাতে আমেরিকা দীর্ঘদিন ধরেই ‘জোটে ভারতের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে এসেছে। কিন্তু যদি ভারত একই সঙ্গে চিনের সঙ্গে সম্পর্ক মেরামত করে এবং আত্মনির্ভরতার নামে প্রযুক্তিগতভাবে নিজস্ব পথ বেছে নেয়, তাহলে আমেরিকার কৌশলগত হিসেব কতটা টিকবে- সেটাই এখন কমিশনের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। শুনানিতে নয়াদিল্লি-বেজিংয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক, সীমান্ত পরিস্থিতি, প্রযুক্তি ও নিরাপত্তা সহযোগিতা-সব দিক খুঁটিয়ে দেখা হবে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি, আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক টানাপো।নে, শুল্কনীতি এবং ভবিষ্য প্রতিরক্ষা সহযোগিতাও আলোচনায় আসবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই কমিশনের রিপোর্ট শুধু ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তকেই প্রভাবিত করবে না, বরং ভবিষ্য মার্কিন নীতির দিকনির্দেশও নির্ধারণ করতে পারে। ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, নয়াদিল্লি বরাবরই কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের নীতি অনুসরণ করে এসেছে। অর্থাৎ, কোনও একটি শক্তির উপর পুরোপুরি নির্ভর না করে, প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করা। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই নীতিই আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আমেরিকার সঙ্গে মতবিরোধ থাকলেও সহযোগিতা বন্ধ হয়নি, আবার চিনের সঙ্গে উত্তেজনা কমালেও সতর্কতা বজায় রয়েছে। তবে ওয়াশিংটনের বার্তা স্পষ্ট- ভারতের এই দোলাচল কৌশল তাদের কাছে প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। ভারত কি সত্যিই চিনকে ঠেকানোর ল।াইয়ে দৃ।ভাবে আমেরিকার পাশে থাকবে, নাকি নিজের স্বার্থে দুই শিবিরের মাঝখানে ভারসাম্য রক্ষা করবে? আসন্ন কমিশন শুনানি সেই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজতে চলেছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, আত্মনির্ভর ভারতের উত্থান শুধু অর্থনৈতিক নয়, ভূরাজনৈতিক সমীকরণেও ব। প্রভাব ফেলছে। আর সেই বদলে যাওয়া সমীকরণ বুঝতেই এখন গভীর নজরে নয়াদিল্লির দিকে তাকিয়ে ওয়াশিংটন।

‘অপারেশন সিঁদুর’-এ আকাশে ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য! চাপের মুখে সংঘর্ষবিরতির আবেদন জানায় পাকিস্তান- দাবি সুইস রিপোর্টে

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি ঃ দক্ষিণ এশিয়ার সামরিক ভারসাম্যে কি নিঃশব্দে কিন্তু দৃঢ় পরিবর্তন ঘটে গেল? সদ্য প্রকাশিত একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা রিপোর্ট অন্তত তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে। সুইজারল্যান্ডের একটি সামরিক গবেষণা সংস্থার দাবি, ভারতের ‘সিঁদুর’-এর সময় পাকিস্তান কার্যত আকাশের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝেই ইসলামাবাদ নাকি নয়াদিল্লির কাছে সংঘর্ষবিরতির আর্জি জানাতে বাধ্য হয়। ঘটনাচক্রে, ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবসের দিনেই এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে। রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে সুইজারল্যান্ডের সংস্থা ‘ফর মিলিটারি হিস্ট্রি অ্যান্ড পারস্পেক্টিভ স্টাডিজ’। তাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ৭ থেকে ১০ মে পর্যন্ত টানা ৮৮ ঘণ্টার ভারত-পাক সংঘর্ষে আন্তর্জাতিক মহলের নজর আটকে ছিল মূলত একটি রাফালে যুদ্ধবিমান ক্ষতির ঘটনায়। কিন্তু সেই আলোচনার আড়ালে চাপা পড়ে গিয়েছে সংঘর্ষের আসল মোড় ঘোরানো অধ্যায়- পাকিস্তানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কার্যত ভেঙে পড়া।

এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছিল গত বছর এপ্রিলে। জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিহানায় নিহত হন ২৬ জন নিরীহ মানুষ। ঘটনার দায় নেয় সীমান্তপারের জঙ্গি সংগঠনগুলি। তার পরেই কূটনৈতিক বার্তা নয়, সরাসরি সামরিক জবাবের পথে হাঁটে ভারত। ভারতীয় সেনা পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডে একযোগে আঘাত হানে। লক্ষ্য ছিল জঙ্গি পরিকাঠামো। মাত্র কয়েক ঘণ্টার অভিযানে ন'টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এই প্রত্যাঘাতের নাম দেওয়া হয়- অপারেশন সিঁদুর। সুইস রিপোর্ট অনুযায়ী, সংঘর্ষের প্রথম দিকে পাকিস্তানও পাল্টা আক্রমণে সক্রিয় ছিল। ৭ মে পাকিস্তানের পাল্টা অভিযানে অন্তত একটি রাফালে যুদ্ধবিমান এবং একটি মিরাজ ২০০০ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে দাবি করা হয়েছে। পাকিস্তানে এই ঘটনাকে তখন ‘সাফল্য’ হিসেবে তুলে ধরা হয়। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেও এই বিষয়টি ঘিরে তীব্র আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু রিপোর্ট বলছে, এই প্রাথমিক সাফল্যই ছিল পাকিস্তানের শেষ স্বস্তির মুহূর্ত। এর পরেই ভারত কৌশলগতভাবে যুদ্ধের ধরন বদলে ফেলে। সরাসরি বিমান হামলার বদলে ব্যবহার করা হয় দূরপাল্লার অত্যাধুনিক ক্রুজ মিসাইল- বিশেষ করে স্কাল্প ইজি এবং ব্রাহ্মস। সুইস গবেষকদের মতে, এই পর্যায়ে ভারতের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের বিমানঘাঁটি নয়, বরং তাদের এয়ার ডিফেন্স নেটওয়ার্ক। রাডার সিস্টেম, মিসাইল লঞ্চার এবং কমান্ড সেন্টারগুলিকে একে একে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। এর ফলেই পাকিস্তানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কার্যত অচল হয়ে পড়ে। রিপোর্টে স্পষ্ট বলা হয়েছে, এই পর্যায়ের পর পাকিস্তান আকাশে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। ভারতীয় বায়ুসেনা তখন আকাশে প্রায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে ফেলে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দাবি এখানেই। সুইস সংস্থার মতে, এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক চাপ নয়, বরং নিজস্ব সামরিক দুর্বলতা উপলব্ধি করেই পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতির উদ্যোগ নেয়। রিপোর্টে বলা হয়েছে, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে যে কোনও দেশের জন্য স্থল ও সামরিক পরিকাঠামো মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়ে। পাকিস্তান সেই ঝুঁকি বুঝেই দ্রুত সংঘর্ষ থামানোর চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত ভারতের শর্তেই সংঘর্ষের অবসান ঘটে। এই গবেষণা রিপোর্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর কৌশলগত বিশ্লেষণ। সংস্থার মতে, এই সংঘর্ষ প্রমাণ করেছে যে দক্ষিণ এশিয়ায় বিমানবাহিনীর ক্ষমতার নিরিখে ভারত পাকিস্তানের থেকে অনেকটাই এগিয়ে। শুধু উন্নত যুদ্ধবিমান নয়, বরং নেটওয়ার্ক-ভিত্তিক যুদ্ধ, দূরপাল্লার নিখুঁত অস্ত্রব্যবহার এবং ধাপে ধাপে প্রতিরক্ষা ভেঙে দেওয়ার কৌশলে ভারতের দক্ষতাই এই সংঘর্ষের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

রিপোর্টে এক ধরনের সমালোচনাও করা হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলের প্রতি। গবেষকদের মতে, একটি বিমানের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে অতিরিক্ত আলোচনা হলেও, যুদ্ধের প্রকৃত কৌশলগত ফলাফল অনেকটাই উপেক্ষিত থেকে গিয়েছে। বাস্তবে, এই সংঘর্ষ হয়তো নীরবে কিন্তু স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে- আকাশের নিয়ন্ত্রণই আধুনিক যুদ্ধে শেষ কথা বলে। আর সেই দিক থেকেই ‘সিঁদুর’ ভবিষ্যতে সামরিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে থাকতে পারে। সরকারি বিবৃতি বা রাজনৈতিক বক্তব্য ছাড়াও, আন্তর্জাতিক সামরিক গবেষণা সংস্থার এই বিশ্লেষণ নতুন করে আলো ফেলছে ভারত-পাক সামরিক সমীকরণের উপর। ‘সিঁদুর’ শুধু প্রতিশোধমূলক অভিযান নয়, বরং একটি পরিকল্পিত শক্তি প্রদর্শন- এমনটাই ইঙ্গিত দিচ্ছে এই রিপোর্ট। আর সেই শক্তির মুখেই, আকাশ হারিয়ে, সংঘর্ষবিরতির পথে হেঁটেছিল পাকিস্তান- দাবি অন্তত তাই-ই।

১৪ বছর পর আকাশপথে নতুন সেতু ঢাকা-করাচি সরাসরি বিমানে ইতিহাস, ‘স্যালুটে’ উষ্ণ অভ্যর্থনা

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি ঃ দীর্ঘ ১৪ বছরের অপেক্ষার অবসান। বৃহস্পতিবার রাতে করাচির জিন্নাহ আন্তর্জাতিক বিমানবঃদরে অবতরণ করল ঢাকার সরাসরি ফ্লাইট। বাংলাদেশের বিমানকে স্বাগত জানাতে দেওয়া হলো বিশেষ ‘স্যালুট’-যা সাধারণত নতুন রুট, ঐতিহাসিক ফ্লাইট বা কূটনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন পরিষেবার

ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়। এই মুহূর্তকে ঘিরে উচ্ছ্বাস স্পষ্ট-ঢাকা ও ইসলামাবাদ, দুই রাজধানীতেই। কেবল একটি বিমান পরিষেবা চালু নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ার কূটনৈতিক মানচিত্রে নতুন ইঙ্গিত বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে নতুন রাজনৈতিক পর্বে প্রবেশের পর থেকেই পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ধীরে ধীরে উষ্ণ করছে বাংলাদেশ। বাণিজ্য, কূটনীতি ও যোগাযোগ- সব ক্ষেত্রেই সেই প্রভাব চোখে পড়ছে। তারই সর্বশেষ ও সবচেয়ে দৃশ্যমান উদাহরণ, ঢাকা-করাচি সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু হওয়া। ২০১২ সালের পর এই প্রথমবার দুই শহরের মধ্যে কোনও নন-স্টপ যাত্রীবাহী বিমান চলল। ফলে অনেকের কাছেই এটি শুধু একটি ফ্লাইট নয়, বরং ইতিহাসের নতুন অধ্যায়। বাংলাদেশের সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবঃদর থেকে যাত্রা শুরু করে ‘বাংলাদেশ এয়ারলাইনস’-এর ফ্লাইট ক্কক্স-৩৪১। উদ্বোধনী ফ্লাইটের সব টিকিট আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল, যা যাত্রীদের আগ্রহ ও কৌতূহলেরই প্রমাণ। প্রায় তিন ঘণ্টার উড়ানের পর রাত ১১টা নাগাদ বিমানটি করাচির জিন্নাহ আন্তর্জাতিক বিমানবঃদরে অবতরণ করে। অবতরণের মুহূর্তে পাকিস্তান এয়ারপোর্ট অথরিটির পক্ষ থেকে দেওয়া হয় ‘স্যালুট’। এক সরকারি বিবৃতিতে তারা জানায়, এই ফ্লাইট দুই দেশের বন্ধুত্বের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। এতদিন সরাসরি বিমান পরিষেবা না থাকায় বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তান যেতে হলে যাত্রীদের দুবাই বা কাতারের দোহা হয়ে ঘুরপথে যেতে হতো। এতে সময় যেমন বেড়ে যেত, তেমনই ভ্রমণ ব্যয়ও অনেক বেশি হতো। একই সমস্যা ছিল পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও। নতুন এই সরাসরি রুট চালু হওয়ায় সেই জটিলতা কাটবে বলেই আশা। ব্যবসায়ী, পর্যটক, ছাত্র এবং পারিবারিক কারণে যাতায়াতকারীদের জন্য এই পরিষেবা বিশেষভাবে সুবিধাজনক হবে। বর্তমানে ঢাকা-করাচি রুটে সপ্তাহে দু'দিন ফ্লাইট চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। ঢাকা থেকে করাচি পৌঁছতে সময় লাগছে প্রায় ৩ ঘণ্টা, আর করাচি থেকে ঢাকায় ফিরতে সময় লাগছে আনুমানিক ৪ ঘণ্টা ২০ মিনিট। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এই পরিষেবা আপাতত পরীক্ষামূলক ভাবে চালু করা হয়েছে। আগামী ৩০ মার্চ পর্যন্ত যাত্রীসংখ্যা, বাণিজ্যিক সম্ভাবনা এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হবে। সব দিক ইতিবাচক হলে এই রুটকে স্থায়ী করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে অন্য রুটেও পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। এই বিমান পরিষেবা কেবল যাতায়াতের সুবিধা নয়, দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কেও গতি আনতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে কম হলেও সম্ভাবনা অনেক। সরাসরি বিমান যোগাযোগ থাকলে ব্যবসায়িক প্রতিনিধি, বিনিয়োগকারী এবং পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রেও নতুন সুযোগ তৈরি হবে। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগও বাড়বে, যা দীর্ঘমেয়াদে কূটনৈতিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে পারে। তবে এই উষ্ণতার পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাসের ছায়া। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর থেকেই পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সম্পর্কে টানাপো।নে শুরু হয়। বিশেষ করে পাকিস্তানপন্থী জামায়েত নেতাদের বিচার ও ফাঁসির ঘটনায় ইসলামাবাদ প্রকাশ্যে আপত্তি জানানোয় দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও তলানিতে ঠেকে। তার প্রভাব পড়ে বিমান পরিষেবাতেও। ধীরে ধীরে ফ্লাইট কমতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ২০১২ সালে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় ঢাকা-করাচি সরাসরি বিমান চলাচল। কিন্তু সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে। শেখ হাসিনার পতনের পর পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্ক নতুন মোড় নেয়। গত বছরের অগস্টে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইসহাক দার ঢাকা সফরে এসে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার বার্তা দেন। সেই সফরেই প্রথমবার আনুষ্ঠানিক ভাবে দুই দেশের মধ্যে বিমান পরিষেবা পুনরায় চালুর আলোচনা শুরু হয়। গত মাসে পাকিস্তানের সিভিল অ্যাভিয়েশন অথরিটি এই রুটে ফ্লাইট চালুর আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেয়। তারই ফল হিসেবে বৃহস্পতিবার আকাশে উড়ল ইতিহাসের ফ্লাইট। সব মিলিয়ে, ১৪ বছর পর ঢাকা-করাচি সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু হওয়া শুধু একটি পরিবহণ সিদ্ধান্ত নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি ও কূটনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত। এই আকাশপথ কতটা দীর্ঘস্থায়ী হয়, তা সময়ই বলবে। তবে আপাতত, ‘স্যালুট’-এর মধ্য দিয়ে যে বার্তা দেওয়া হয়েছে, তা স্পষ্ট-দুই দেশই অতীতের দূরত্ব পেরিয়ে নতুন অধ্যায়ের পথে হাঁটতে প্রস্তুত।

ট্রাম্পের চোখরাঙানির জবাব তেহরানের কড়া বার্তাঃ ‘টিগারে আঙুল’

তেহেরান, ৩০ জানুয়ারি ঃ পশ্চিম এশিয়ায় ফের ঘনাচ্ছে সংঘর্ষের মেঘ। আমেরিকার লাগাতার হুঁশিয়ারির মুখে এবার সরাসরি পাল্টা দিল ইরান। পরমাণু চুক্তি নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক।া অবস্থান এবং সামরিক শক্তি প্রদর্শনের জবাবে তেহরান স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল- তারা কোনওভাবেই ভয় দেখানো বা চাপের কাছে মাথা নোয়াবে না। বরং প্রয়োজনে সামরিক জবাব দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। বুধবার ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির বক্তব্যে সেই বার্তাই উঠে এসেছে- আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ট্রিগারে আঙুল রেখেই আছে। যদিও আরাঘচি সরাসরি আমেরিকা বা ট্রাম্পের নাম উচ্চারণ করেননি, আন্তর্জাতিক মহলের কাছে বিষয়টি নিয়ে কোনও সংশয় নেই। সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন প্রেসিডেঃট যেভাবে ইরানকে লক্ষ্য করে একের পর এক হুমকি দিয়েছেন, তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই বক্তব্য বলেই মনে করছেন কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা। ট্রাম্প আগেই সতর্ক করেছিলেন- পরমাণু চুক্তিতে রাজি না হলে ইরানের বিরুদ্ধে ভেনেজুয়েলার থেকেও ব। সামরিক অভিযানে নামতে পারে আমেরিকা। এমনকি পশ্চিম এশিয়ায় বিশাল নৌবহর পাঠিয়েও সেই বার্তা স্পষ্ট করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তেহরানের কণ্ঠস্বর যে আরও কঠোর হয়ে উঠবে, তা অনেকটাই অনুমেয় ছিল। বুধবারের বিবৃতিতে ইরানের বিদেশমন্ত্রী বলেন, আমাদের জলসীমা, স্থলসীমা কিংবা আকাশসীমায় সামান্য আগ্রাসনও হলে, তার জোরালো জবাব দেওয়া হবে। ইরান নিজের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কোনও আপস করবে না। তাঁর এই মন্তব্যের পরই নতুন করে উদ্বেগ ছ।য়েছে পশ্চিম এশিয়াজুড়ে। তবে এখানেই পুরোপুরি দরজা বন্ধ করে দেয়নি তেহরান। একইসঙ্গে খানিকটা কূটনৈতিক ভারসাম্য রেখে আরাঘচি জানিয়েছেন, পক্ষপাতহীন ও সম্মানজনক পরিবেশ থাকলে পরমাণু চুক্তি নিয়ে আলোচনায় বসতেও প্রস্তুত ইরান। তাঁর বক্তব্য, চুক্তি এমন হতে হবে, যেখানে দু'পক্ষই সমান ভাবে লাভবান হবে। জোর খাটানো, হুমকি বা ভয় দেখিয়ে কোনও সমঝোতা সম্ভব নয়। অর্থা, আলোচনার সম্ভাবনা উ।য়ে দেওয়া হয়নি, কিন্তু শর্ত স্পষ্ট- সমান মর্যাদা ও অধিকার চাই ইরানের। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক পোস্টে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আরও একবার জোর দিয়ে বলেছেন, তেহরান পরমাণু অস্ত্র তৈরির পথে হাঁটছে না। তবে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরমাণু শক্তি ব্যবহারের অধিকার তারা ছা।বে না। ইরানের দাবি, আন্তর্জাতিক চুক্তিতেও সেই অধিকার স্বীকৃত। ফলে কোনও নতুন বা সংশোধিত চুক্তিতে সেই বিষয়টি নিশ্চিত না হলে তারা রাজি হবে না। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ট্রাম্প কি এই সব শর্ত মানবেন? বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, সেখানেই সমস্যা। কারণ ট্রাম্প প্রশাসন বরাবরই ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। খামেনেই সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর সুর ক্রমশ চা।ছে। শুধু পরমাণু ইস্যুই নয়, তেহরানের অভিযোগ- সম্প্রতি ইরানের বিভিন্ন প্রান্তে যে সরকার-বিরোধী আঃদোলন মাথাচা।া দিয়েছে..

CHANGE OF NAME

I, ANUVA BALI W/o Feluram Bali Residing at Vill & PO - Bhandargachha, P.S.-Amta, Dist-Howrah West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name ANUVA BALI instead of ANUPAMA BALI, which is recorded in my Voter List in the year 2002, Sl. No. 299, as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Howrah, Dated 26-12-2026. ANUPAMA BALI and ANUVA BALI both are same person.

CHANGE OF NAME

I JAHANARA BEGAM,W/O- Abdur Rahaman Molla, Residing at Vill-& P.O- Bargram,Sub-District Shyampur, Dist- Howrah,711312,do hereby Solemnly and declare as follows:-That my actual name is JAHANARA BEGAM,W/O- Abdur Rahaman Molla, That SK.JAHANARA BEGAM W/O- Abdul Rahaman and JAHANARA BEGAM W/O-Abdur Rahaman Molla is the same and one identical person.Vide affidavit In the court of the Ld. Executive Magistrate (1st Class) at Howrah.Date-27/01/26

CHANGE OF NAME

I SEKH JUMMAN, S/O-Sekh Sajat, Residing at Vill-Nischindapur,P.O-Belari,P.S- Shyampur, Dist- Howrah,Pin-711315,do hereby Solemnly affirm and declare as follows:-That my actual name is SEKH JUMMAN, That said SEKH JUMMAN and JUMMAN ANSARI S/O- Sajahan Sekh Sajat is the same and one identical person.Vide affidavit In the court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Howrah. Date-27/01/26

CHANGE OF NAME

I SAIFUL ISLAM MULLICK,S/O-LATE JAYNAL ABEDIN MULLICK, Residing at Vill-Satghoriya,P.O-Dhamsia,P.S-Panchla, Dist- Howrah,Pin-711322,do hereby Solemnly affirm and declare as follows:-That the actual name of my maternal grandmother is"BADSHA BIBI MIDDE"wife of Late Junis Midde which has been recorded in her Aadhaar card Vide No-6239 5914 1083 issued by Unique Identification Authority of India and her voter ID card Vide Epic No.NVZ2296523, Old Epic No.WB/26/168/639632 issued by Election commission of India,That "NURBANU BEGAM" wife of Late JAYNAL ABEDIN MULLICK is my mother who was died on 07/04/2020 at the above noted address, Vill-Satghoriya,P.O-Dhamsia,P.S-Panchla, Dist- Howrah,Pin-711322 and her death certificate Vide registration No.D-2020,19-03915-000045 has been issued by Sub- Registrar (Birth & Death)Beldubi Gram Panchayat, Panaiara, Panchla, Howrah,That due to hothaste and Bonafide mistake my maternal grandmother name has been wrongly recorded in my mother's above noted death certificate as "ASURA BIBI" instead of "BADSHA BIBI MIDDE".That the name "BADSHA BIBI MIDDE and "ASURA BIBI" mean and indicate the same,one and identical person.Vide Affidavit In the court of the Ld.1st Class Executive Magistrate at Howrah, Date-29/01/26

CHANGE OF NAME

I, SABINA SHAIKH (old name) S/O - NUR ISLAM SHAIKH residing at VILL- SHOLUA PO - PUTIMARI PS- TEHATTA DIST - NADIA PIN -741103. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SABINA SHAIKH (old name) to SABINA BIBI (new name) and henceforth, I shall be Known as SABINA BIBI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 30/01/2026. SABINA BIBI (new name) & SABINA SHAIKH (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SAFIKUL MONDAL (old name) 5/0 - AYNAL MANDAL residing at VILL- PADMAMALA PO - PADMAMALA PS - TEHATTA DIST - NADIA PIN -741123. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SAFIKUL MONDAL (old name) to SOFIKUL MANDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as SOFIKUL MANDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 30/01/2026. SOFIKUL MANDAL (new name) & SAFIKUL MONDAL (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Amit Hemram S/o Sukal Hemram Residing at Vill-Mahala, P.O.-Nazirpur, P.S-Balurghat, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin-733133, West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Amit Hemram instead of Asit Hembram and my father's actual name Sukal Hemram instead of Sukal Hembram, which is recorded in my Voter Card vide No.UNZ2108082 as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Balurghat, Dakshin Dinajpur Dated 28-01-2026. Asit Hembram S/o Sukal Hembram and Amit Hemram S/o Sukal Hemram all are same person.

CHANGE OF NAME

I MANJU GHOSH W/O LATE DASARATH GHOSH RO SUBARNA BIHAR MODAK PARA P.O AMGHATA NADIA MY SCHOOL CERTIFICATE MY NA ME HASBEEN RECORDED AS MANJU RANI GHOSH AFFIDAVIT DY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 30-12-25 I MANJU GHOSH AND MANJU RANI GHOSH IS SAME PERSON MY ACTUAL NAME IS MANJU GHOSH AND ACTUAL DATE OF BIRTH IS 1.1.1962

নাম পরিবর্তন

আমি Rafik Uddin Shah পিতা Alkas Uddin Shah গ্রামপোস্ট- Eklakshmi, থানা- Madhabdihi, জেলা- পূর্ব বর্ধমান। জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম Rafik Shah পিতা Alkashuddin মাতা Ajmira Bibi হয়ে আছে। গত ১৬.০১.২৬ তারিখ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমান জাজ কোর্টের এফিডেভিট বলে Rafik Uddin Shah পিতা- Alkas Uddin Shah এবং মাতা Nuurataj Begam এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, Sk Zakir Hossain S/o Sk Abdul Zabbar Residing at Vill-Sripatipur, Bhattacharayay Para under P.S-Haripal, Dist-Hooghly, West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my & my father's actual name Sk Zakir Hossain S/o Sk Abdul Zabbar instead of Zakir Husain S/o Shkh Abdul Zabbar alias Zakir Husain S/o Sekh Abdul Zabbar alias Zakir Ali sk S/o Zabbar sk, as declared before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Sadar, Hooghly Dated 27-01-2026. Zakir Husain S/o Shkh Abdul Zabbar, Zakir Husain S/o Sekh Abdul Zabbar, Zakir Ali sk S/o Zabbar sk and Sk Zakir Hossain S/o Sk Abdul Zabbar all are same person.

CHANGE OF NAME

I, AMARBHATTACHARYA @ PRAFULLYABHATTACHARYA (Old Name), F/O AMAR BHATTACHARJEE, residing at Madhya Sebagram, Kharia, P.O. Debnagar, P.S. Kotwali, Dist. Jalpaiguri, West Bengal, shall henceforth be known as PRAFULLA BHATTACHARJEE (New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate at Jalpaiguri vide affidavit SL. No. 3913, Dated 28.01.2026 that AMARBHATTACHARYA @ PRAFULLYABHATTACHARYA (Old Name) and PRAFULLA BHATTACHARJEE (New Name) both are the same and one identical person.

ডুরোপ্লি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

The Forest Friendly Company

রেজিঃ অফিসঃ ৯ পারসি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন নম্বরঃ (০৩৩) ২২৬৫ ২২৭৪ ফ্যাক্স নম্বরঃ (০৩৩) ২২৪৯ ৩৬৭৫
ইমেইলঃ corpduroply.com ওয়েবসাইটঃ www.duroply.in
CIN: L20211WB1957PLC023493

৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর উদ্ধৃতি

(লক্ষে)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষ হয়েছে			নয় মাস শেষ		বছর শেষ
		৩১.১২.২০২৫ (নিরীক্ষিত নয়)	৩০.৯.২০২৫ (নিরীক্ষিত নয়)	৩১.১২.২০২৪ (নিরীক্ষিত নয়)	৩১.১২.২০২৫ (নিরীক্ষিত নয়)	৩১.১২.২০২৪ (নিরীক্ষিত নয়)	৩১.৩-২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১.	কার্যক্রম থেকে মোট আয়	৯৩৪৭.২০	১০৪৭৮.৯৩	৯০১৪.০৯	২৯২০২.৬৭	২৬৬২৭.৪০	৩৭২৭৩.৩৯
২.	কর-পূর্ব সাধারণ কার্যকলাপ থেকে নিট লাভ (ক্ষতি)	১৩৭.০০	২৬৬.৮১	১২০.৫১	৫৯২.৩২	৩৬১.১৯	৬৮৫.৭৫
৩.	সাধারণ কার্যক্রম থেকে কর পরবর্তী নিট লাভ(ক্ষতি)	১৪৩.২৭	২৪০.৮২	১২২.০১	৫৩৮.৯৪	৫০৩.৫৪	৭৭৭.০০
৪.	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এই সময়ের মুনাফা (ক্ষতি)অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)	১৩৩.১৭	২৩০.৭৩	১১১.০৬	৫০৮.৬৩	৪৭০.৬৯	৭২২.৬৪
৫.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন(প্রতিটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা)	১০৮৫.১১	১০৮৫.১১	৯৮৬.৫৯	১০৮৫.১১	৯৮৬.৫৯	৯৮৬.৫৯
৬.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- মূল্যের) (চলমান ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যক্রমের জন্য) (বার্ষিকীকৃত নয়)	১.৪৫	২A৩	১.২২	৫.৪৫	৩.৬৬	৭.৮৮
	মৌলিকক্ষয়ীকৃত	১.৪৫	২.৪৩	১.১১	৫.৪৫	৩.৩৩	৭.১৬

নোটঃ-

১. উপরে উল্লিখিত তথ্যটি সেবি(তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.duroply.in পাওয়া যাবে।

২. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ৩০শে জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৩. কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের ফলাফলের একটি সীমিত পর্যালোচনা করেছেন।

৪. আর্থিক ফলাফলগুলি ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ৩৪ - অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক প্রতিবেদনে বর্ণিত স্বীকৃতি এবং পরিমাপ নীতি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে বিজ্ঞপ্তিপ্রাপ্ত এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধি, ২০১৫ এর সাথে পঠিত হয়, এবং ভারতে সাধারণত গৃহীত অন্যান্য অ্যাকাউন্টিং নীতি অনুসারে।

৫. যেহেতু কোম্পানির ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য একক রিপোর্টযোগ্য বিভাগ রয়েছে, তাই অপারেটিং বিভাগের উপর IND AS ১০৮ এর বিভাগভিত্তিক প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা এটির জন্য প্রযোজ্য নয়।

৬. পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনঃশ্রেণীবদ্ধ পুনঃগোষ্ঠীবদ্ধ করা হয়েছে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩০শে জানুয়ারি, ২০২৬

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে
অখিলেশ চিতলাঙ্গিয়া
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও
DIN 03120474

পরিবেশ সচেতনতার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের নতুন দিশা দেখাচ্ছে শালপাতা, আয় করছেন বহু মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগণা, ৩০ জানুয়ারি ঃ হারিয়ে যেতে বসা শালপাতায় ফিরল প্রাণ। দিনে আয়

৩০০-৪০০ টাকা। একসময় যেকোনও অনুষ্ঠান বাড়ি বা সামাজিক অনুষ্ঠানে শালপাতা দিয়ে তৈরি থালা ছিল অপরিহার্য। সেই পাতার থালায় খাবারের স্বাদ ছিল যেমন আলাদা, তেমনই ছিল এক বিশেষ প্রাকৃতিক সুগন্ধ। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্লাস্টিক ও থার্মোকলের থালার বাড়বাড়ন্তে আজ হারিয়ে যেতে বসেছে পরিবেশবান্ধব সেই শালপাতার থালা। তবে হারিয়ে গেলেও নতুন রূপে আবারও ফিরে এসেছে শালপাতার ব্যবহার। বর্তমানে বিহার ও পুরুলিয়া থেকে আনা শালপাতা মাছ সংরক্ষণের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষ করে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সন্দেশখালি, মিনাখাঁ সহ একাধিক এলাকায় এই শালপাতার চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। উল্লেখ্য, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমা এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল মাছ উৎপাদনের জন্য রাজ্যজুড়ে বিশেষভাবে পরিচিত। মাছের তাজা ভাব বজায় রাখতে ও প্রাকৃতিক উপায়ে সংরক্ষণে শালপাতা অত্যন্ত কার্যকর বলে মনে করছেন মাছ ব্যবসায়ীরা। ফলে এই পাতার ব্যবহার দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বহু স্থানীয় মানুষ। নিজেদের দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি বাড়তি সময়ে শালপাতা দিয়ে মাছ মোড়ানো ও সংরক্ষণের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন তাঁরা। এতে অল্প সময়ের মধ্যেই ভাল আয় হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই কাজ করে একজন শ্রমিক দিনে প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করতে পারছেন। ফলে একদিকে যেমন পরিবেশবান্ধব উপায়ে মাছ সংরক্ষণ সম্ভব হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনই বাড়তি আয়ের সুযোগ পাচ্ছেন বহু মানুষ। পরিবেশ সচেতনতার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের নতুন দিশা দেখাচ্ছে এই শালপাতা। হারিয়ে যেতে বসা এক ঐতিহ্য নতুন প্রয়োজনে আবারও জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে- এটাই যেন সময়ের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রসঙ্গে বড় সিদ্ধান্ত নিল কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রসঙ্গে বড় সিদ্ধান্ত নিল কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, মাস্টার ডেটাবেস চেকিংয়ে দেখা গেছে কমিশনের ঠিক করে দেওয়া ১৩ টি ডকুমেন্টের বাইরেও অন্য ডকুমেন্ট আপলোড করা হয়েছে। এই সমস্ত ভোটারদের ফাইনাল তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। নির্বাচন কমিশন যে তালিকা দিয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, বহু ভোটার যাদের শুনানিতে ডাকা হয়েছে তাঁরা সেই নথির বাইরে অন্য নথি প্রদান করেছেন। নির্বাচন কমিশনের আইন ও নিয়ম অনুযায়ী সেই সব ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ইতিমধ্যেই এই সংখ্যা কয়েক লাখ ছাড়িয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। সূত্রে খবর, উত্তর ২৪ পরগনাতে SIR-এ প্রচুর নাম কাটা যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে! যতগুলো হিয়ারিং হয়েছে এবং যতগুলো হিয়ারিংয়ের শেষ হয়ে গেছে বলে দেখানো হয়েছে তার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই বিষয়ে উত্তর ২৪ পরগনার সমস্ত ইআরও-কে চিঠি দিয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার স্পেশাল অবজারভার । উত্তর ২৪ পরগনার সমস্ত ইআরও-কে যতগুলো কেস মীমাংসিত বা নিষ্পত্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে সেগুলোর অ্যাকনোলেজ ফিগার দিতে বলা হয়েছে। বেশ কিছু হিয়ারিং কেসে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আঙ্গুলের ছাপ নেওয়া হলেও সেগুলোর নিষ্পত্তি করা হয়নি। উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এই দুই জেলাতেই সবচেয়ে বেশি ভুয়ো ভোটারের খোঁজ পাওয়া গেছে বলে সূত্রের খবর। এই দুই জেলাতেই নিজে বৃহস্পতিবার গিয়েছিলেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার সঞ্জয় কুমার। এরপর বৃহস্পতিবার-ই রাজ্য নির্বাচন কমিশন দফতরে উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নিয়ে সিইও -র সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে বসেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার সঞ্জয় কুমার। কেন সব তথ্য আপলোড করতে ব্যর্থ এই দুই জেলা? কেন অত্যধিক ভুয়ো ভোটার পাওয়া গেছে এই দুই জেলা? এই নিয়েই বৈঠক। ওদিকে দক্ষিণ কলকাতার এক ERO শুনানিতে আধার প্যান জমা নিয়েছেন অথচ লিখছেন নিজেই পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন করেছেন। ইআরও-দের এমন ভূমিকায় অসন্তুষ্ট কমিশন। ডিমোশন দিয়ে পদ

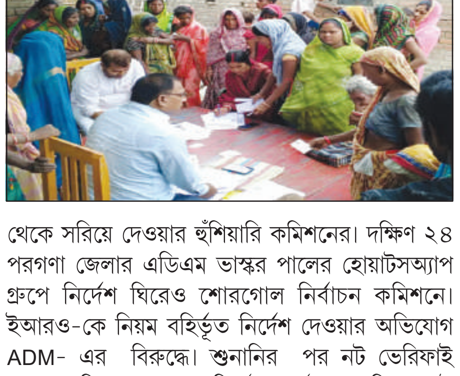

থেকে সরিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি কমিশনের। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এডিএম ভাস্কর পালের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নির্দেশ ঘিরেও শোরগোল নির্বাচন কমিশনে। ইআরও-কে নিয়ম বহির্ভূত নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগ ADM- এর বিরুদ্ধে। শুনানির পর নট ভেরিফাই অপশনে ক্লিক না করতে নির্দেশ। অর্থাৎ শুনানির যাচাই হয়নি এই অপশনে যাওয়া যাবে না। তার বদলে প্রতিদিন তিন হাজার ভেরিফাই করতে নির্দেশ ADM- এর। কমিশনের প্রশ্ন, কী করে একজন এডিএম এই নির্দেশ দিতে পারেন? কার হয়ে কাজ করছেন ওই এডিএম? কমিশনের পর্যবেক্ষণে প্রতারণায় সামিল ওই ADM। আপাতত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করছে কমিশন। ওদিকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে রাজ্যে SIR প্রক্রিয়ার অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার রাজ্যের সমস্ত স্পেশাল রোল অবজারভারদের সঙ্গে বৈঠক কমিশনের ফুল বেঞ্চের। সেখানে সমস্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা। গুরুত্ব পেতে চলেছে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

যানজট কমাতে এডিডিএর উদ্যোগ, মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে ১৩ পার্কিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৩০ জানুয়ারি ঃ বিগত কয়েক বছর ধরে দুর্গাপুর শহরের পথচারীরা যানজটে অতিষ্ঠ ছিলেন। শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে যত্রতত্র পার্কিংয়ের কারণে প্রায়ই যানজট সৃষ্টি হতো। এই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নিল আসানসোল - দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ (এডিডিএ)। বৃহস্পতিবার বিকেলে আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের কার্যালয়ে ট্রাফিক বিভাগকে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে এডিডিএ। সিটি সেন্টারের ১৩টি পার্কিংয়ের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে। শিল্পশহরের প্রাণকেন্দ্র সিটি সেন্টারে রয়েছে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, নার্সিংহোম, বিভিন্ন শপিং মল, হোটেল এবং সরকারি অফিস ও ব্যাঙ্ক। শহরের সংকীর্ণ রাস্তায় অযথা গাড়ি পার্কিংয়ের ফলে যানজট বাড়ছিল। এবার এডিডিএ শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দুই লেনের করে সম্প্রসারণ করেছে এবং পার্কিং ব্যবস্থাগুলো স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিয়েছে। এডিডিএ-র ঘোষণা অনুযায়ী, সাইকেল পার্কিং ১২ ঘণ্টার জন্য ৫ টাকা, ২৪ ঘণ্টার জন্য ১০ টাকা এবং মাসিক ১০০ টাকা। বাইক তিন ঘণ্টায় ১০ টাকা, ১২ ঘণ্টায় ২০ টাকা, ২৪ ঘণ্টায় ৩০ টাকা এবং মাসিক ৩০০ টাকা। চারচাকা গাড়ির জন্য তিন ঘণ্টায় ২০ টাকা, ২৪ ঘণ্টায় ৮০ টাকা এবং মাসিক ৯০০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। ১৩টি পার্কিং পরিচালনায় মোট ৩০০-র বেশি মহিলা যুক্ত হয়েছেন। ভারী গাড়ি ওঠানো-নামানোর জন্য কয়েকজন পুরুষ কর্মীর সহায়তাও রাখা হয়েছে। এডিডিএ চেয়ারম্যান কবি দত্ত বলেন, নারী ক্ষমতায়ন এবং স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মহিলাদের হাতে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা সদ্ব্যবহার করছেন এবং সাধারণ মানুষও সুবিধা পাচ্ছেন। আগামী দিনে শহরের অন্যান্য পার্কিংগুলোও একইভাবে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে দেওয়া হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা জানিয়েছেন, প্রথম দিকে অনেকে গাড়ি রাস্তার ওপর রাখছিলেন। তাঁদের পার্কিংয়ে রাখার অনুরোধ জানালে অনেকেই আমল দিচ্ছিলেন না। দাদাগিরি ও হুমকির মোকাবিলা করতে হয়েছে। এখন পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক। বর্তমানে সংসার ও সন্তানদের পড়াশোনার খরচ চালাতে পারছি। স্বনির্ভরতার আশা দেখছি। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার (ট্রাফিক) পিভিজি সতীশ পশুমার্থি বলেন, ট্রাফিক পুলিশ এবং কর্মীরা তৎপর রয়েছেন। অযথা পার্কিং রোধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন ৩০-৪০ টি গাড়িকে জরিমানা করা হচ্ছে, ফলে রাস্তার ওপর যত্রতত্র পার্কিং এখন অনেকটাই কমেছে।

মাধ্যমিকের বনবস্তি পড়ুয়াদের পাশে বন দফতর, জঙ্গলের রাস্তায় থাকবে ৪০ গাড়ির কনভয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি ঃ গভীর জঙ্গল পেরিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্র! বন্য প্রাণের ভয় মাথায় নিয়ে নয় এবার পরীক্ষা হবে নিশ্চিন্তে। বনদফতরের উদ্যোগে স্বস্তি জঙ্গল লাগোয়া বনবস্তির পরীক্ষার্থীদের। সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা। আর জঙ্গল পথ পেরিয়ে রয়েছে ডুয়ার্সেরবেশ কিছু পরীক্ষাকেন্দ্র। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিরাপদ যাত্রায় বিশেষ উদ্যোগ নিল বন দফতর। মাধ্যমিক পরীক্ষা মানেই টেনশন, চাপ আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন। আর সেই পরীক্ষায় বসতে যদি প্রতিদিন জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হয়, তা হলে আতঙ্ক আরও বেড়ে যায়। জলপাইগুড়ি জেলার

জঙ্গলঘেরা একাধিক এলাকার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখেই এবার বিশেষ উদ্যোগ নিল বন দফতর। পরীক্ষার্থীদের যাতে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে ও ফেরার পথে কোনওরকম সমস্যায় পড়তে না হয়, সেই লক্ষ্যেই বন দফতরের পক্ষ থেকে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গরুমারা ডিভিশনে প্রায় ৪০টি গাড়ি ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছেন গরুমারা ডিভিশনের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন। পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য ব্যবহার হবে প্রায় ২০ থেকে ২৫ টি গাড়ি এবং জরুরী কালীন পরিস্থিতিতে বন কর্মীদের যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করা হবে ১০ থেকে ১৫ টি গাড়ি। তিনি জানান, বিগত বছরগুলিতে জঙ্গলপথে যাতায়াত করতে গিয়ে পরীক্ষার্থীদের নানা সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে। কখনও বন্যপ্রাণীর আতঙ্ক, কখনও দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার ঝুঁকি। সবমিলিয়ে পরীক্ষার দিনগুলি ছিল দুশ্চিন্তার। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এবার আগেভাগে পরিকল্পনা করে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বনদফতরের তরফে বিভিন্ন বনবস্তির পরীক্ষার্থীদের একটি বিস্তারিত তালিকা তৈরি করা হয়েছে। কোনও এলাকা থেকে কতজন পরীক্ষার্থী, তাদের নাম, ফোন নম্বর রাখা হয়েছে এবং কোন পথে নিরাপদে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানো সম্ভব, সবকিছু খতিয়ে দেখে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি ডিভিশন, গরুমারা ডিভিশন ও বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের বহু পরীক্ষার্থী প্রতিদিন জঙ্গলপথ ব্যবহার করে কেন্দ্রে যাতায়াত করে। পরীক্ষার দিনগুলিতে এই সমস্ত এলাকায় বাড়তি নজরদারিও রাখা হবে বলে জানানো হয়েছে। বন দফতরের এই মানবিক উদ্যোগে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীরা। নিরাপত্তার নিশ্চয়তায় নিশ্চিন্ত মনেই এবার পরীক্ষায় বসতে পারবে জঙ্গলঘেরা এলাকার পড়ুয়ারা। এটাই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

শীতের সঙ্গে জঙ্গলমহল থেকে হাসিমুখে বিদায় নিচ্ছেন শিউলিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৩০ জানুয়ারি ঃ শীত বিদায় নিতেই জঙ্গলমহল থেকে হাসিমুখে বিদায় নিচ্ছেন শিউলিরা। পুরুলিয়া - সহ জঙ্গলমহলের বিভিন্ন প্রান্তে শীত নামলেই খেজুর রস সংগ্রহের কাজে ভিনজেলা থেকে জঙ্গলের পথে পাড়ি দেন তাঁরা। আর শীতের শেষলগ্নে শুরু হয় তাঁদের ঘরে ফেরার প্রস্তুতি। প্রায় ছয় মাসেরও বেশি সময় গভীর জঙ্গলের মধ্যেই কাটে তাঁদের জীবন। এবারের শীত তাঁদের কাছে কতটা সুখের ছিল, অন্যান্য বছরের তুলনায় কেমন লাভ- লোকসান হয়েছে, সেই সব অভিজ্ঞতা ঝুলির মধ্যে নিয়ে তাঁরা ফিরছেন বাড়ির পথে। কুয়াশা ভেজা ভোর, হিমেল হাওয়া আর জঙ্গলের নিস্তব্ধতার মধ্যেই দিনের পর দিন চলেছে তাঁদের কঠোর পরিশ্রম। ভোরের অন্ধকারে খেজুর গাছে উঠে রস সংগ্রহ, তারপর সেই রস জ্বাল দিয়ে তৈরি হয় গুড়, এই নিয়মেই কেটেছে একের পর এক দিন। প্রতিকূল পরিবেশ, শারীরিক পরিশ্রম আর অনিশ্চয়তার সঙ্গে লড়াই করেই এগিয়েছেন তাঁরা। তবে এবছর দীর্ঘ সময় জঙ্গলে কাটালেও শীত তাঁদের মুখে এনে দিয়েছে খানিকটা স্বস্তির হাসি। প্রায় ছয় মাসের বেশি সময় ধরে কাজ করার সুযোগ পাওয়ায় তুলনামূলকভাবে লাভও হয়েছে ভাল। সেই সন্তুষ্টিই এখন ফুটে উঠছে তাঁদের চোখেমুখে। শীত বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাই শুরু হয়েছে তাঁদের ঘরে ফেরার তোড়জোড়। দীর্ঘ ছয় মাসের সংগ্রাম, পরিশ্রম আর জঙ্গলের স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে আবার নিজেদের গ্রামে, নিজেদের মানুষের কাছে ফিরে যাচ্ছেন শিউলিরা। নতুন আশায়, আগামী শীতের অপেক্ষায়।

জঙ্গলমহলের ঐতিহ্য বেগুনকোদর রাস মন্দির সংস্কারে উদ্যোগী রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৩০ জানুয়ারি ঃ জঙ্গলমহলের ঐতিহ্য বেগুনকোদর রাস মন্দির। বহু ইতিহাসের সাক্ষী এই মন্দির। প্রায় ৩০০ বছরের পুরানো এই রাস মন্দির জেলার অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্য। এখানে পুজিত হন রাধা-গোপীনাথজি। প্রতিবছরই মহা ধুমধামের সঙ্গে এখানে রাস উৎসব পালিত হয়। ঝালদা দু'নম্বর ব্লকের বেগুনকোদরে রাসকে স্বীকৃতি দিয়েছে রাজ্যের পুরাকীর্তি বিভাগও।

ইতিহাসের তথ্য অনুযায়ী পঞ্চকোট রাজ পরিবারের জমিদার জগন্নাথ সিং এই রাস মন্দিরের নির্মাণ করেন। বেগুনকোদর বাজারের মাঝখানে এই মন্দিরটি আড়াই হাজার বর্গফুট এলাকা জুড়ে অবস্থিত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই মন্দির ভেঙে পড়েছিল। পরবর্তীতে বেগুনকোদর নাগরিক মঞ্চ নিজেদের উদ্যোগে এই মন্দির সংস্কার করেন ও নানান দেবদেবীর ছবি তুলে ধরেন। জেলার মানুষদের আবেগ মিশে রয়েছে এই মন্দিরে। বর্তমানে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এই মন্দির সংস্কার করা হচ্ছে। তাতে খুশি বেগুনকোদরবাসীরা। এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, তাদের ভীষণই ভালো লাগছে এই মন্দির সংস্কার হওয়ায়। সরকারিভাবে এই কাজ চলছে। তাদের গ্রামের ঐতিহ্য এই মন্দির। তাই তারা খুবই খুশি হচ্ছেন মন্দির নতুন রূপে সেজে উঠছে বলে। ইতিপূর্বে এই মন্দির সংস্কার হলেও সম্পূর্ণরূপে সংস্কার হয়নি। এই প্রথমবার সম্পূর্ণরূপে এই মন্দির সংস্কার করা হচ্ছে। তাতেই খুশি হওয়া গোটা জঙ্গলমহলে।

কীর্ণাহারে সোনার দোকানে ডাকাতি, ব্যবসা বন্ধের ডাক ব্যবসায়ী সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৩০ জানুয়ারি ঃ বীরভূম জেলার কীর্ণাহারে সম্প্রতি সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার সারাদিনব্যাপী ব্যবসা বন্ধের ডাক দেয় ব্যবসায়ী সমিতি। এদিন সকাল থেকেই বন্ধ থাকে এলাকার দোকানগুলি। সকালে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। সমগ্র বাজার এলাকা প্রদক্ষিণ করে থানার সামনে কিছুক্ষণ অবস্থান করে সেই মিছিলের লোকজন। ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধি দল থানায় গিয়ে তাঁদের নিরাপত্তা, লুটের সামগ্রী উদ্ধার ও সকল দোষীর গ্রেফতার-সহ একগুচ্ছ দাবিতে স্মারকলিপি জমা দেয়। অন্য দিকে, এ দিন সকালে ধৃত দুই অভিযুক্তকে বোলপুর মহকুমা আদালতে নিয়ে যায় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত দুজনেই বোলপুরের বাসিন্দা।

নিখোঁজ যুবকের দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩০ জানুয়ারি ঃ বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজের পরের দিনই মর্মান্তিক পরিণতি যুবকের। শুক্রবার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। চাঁচল থানার জিতারপুর থেকে ওই যুবকের দেহ উদ্ধার করল চাঁচল থানার পুলিশ। দেহের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় মালদার চাঁচল থানার পুলিশ। মৃত যুবকের নাম আনারুল হক (৩০) বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মোহনপুর এলাকায়। বাড়ি থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে তার দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, কে বা কারা তাকে খুন করা করেছে। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আনারুল বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে লক্ষাধিক টাকা নিয়ে বাড়ি তৈরির সামগ্রী কেনার উদ্দেশ্যে বের হয়। তারপরে আর বাড়ি ফেরেনি। এদিন যুবকের দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চাঁচল থানার আইসি অভিজিত দত্ত। এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আজ জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, জলপাইগুড়ি এর ব্যবস্থাপনায় জলপাইগুড়ি জেলার 'চারুচন্দ্র সান্যাল প্রদর্শনী কক্ষে' যথাযথ মর্যাদায় সর্বধর্ম প্রার্থনা সভা, রামধুন সংগীত, ভজন সহযোগে মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণ দিবস ও শহীদ দিবস পালিত হল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন), জলপাইগুড়ি, শ্রী রাজেশ রাঠোর, আই.এ.এস এবং বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধি ও ধর্মগ্রন্থ পাঠকগণ।

নিপা আতঙ্ক, এক স্বাস্থ্যকর্মী সুস্থঃ অন্যজনের শারীরিক অবস্থার সামান্য উন্নতি

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃ উত্তর বারাসাতে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত দুই মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীর সংস্পর্শে আসা পুরুষ স্বাস্থ্যকর্মী একই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরে চিকিৎসায় অনেকটা ভালো হয়ে যাওয়ায় তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। তবে তাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়লেও বাড়িতে আইসোলেশনে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে কোমায় চলে যাওয়া মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীর শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হওয়ায় তাকে ভেন্টিলেশন থেকে বার করা হলেও তার এখনো সংকট কাটেনি বলে সূত্রের খবর।

এসআইআর-এর শুনানির ঠেলায় বিয়েতে 'লগ্নভ্রষ্ট' হতে চলেছিলেন বর, কোনওক্রমে বিয়ে বাঁচালেন রাজ্যের মন্ত্রী

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৩০ জানুয়ারি ঃ নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ থেকে শুরু করে রাজ্যের মন্ত্রী, বিধায়ক, ক্রিকেটার, অভিনেতা- এসআইআর শুনানিতে বাদ পড়েননি কেউই। এবার এসআইআর শুনানিতে বিয়ের সাজে হাজির হলেন বরমশাই। শুক্রবার রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সম্মতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের শুনানি ক্যাম্পে তাঁকে দেখে তো সকলেই হতবাক। বিয়ের মণ্ডপ ছেড়ে বরকে শুনানির লাইনে দেখে অনেকেই মুখ টিপে হেসেছেন, আবার অনেকেই বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শুনানির দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ালে বর 'লগ্নভ্রষ্ট' হতে পারেন। তাই রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান বরমশাইয়ের পাশে দাঁড়ালেন। শুনানির জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিদের অনুরোধ করেন বরমশাইকে আগে ছেড়ে দেওয়ার। মন্ত্রীর অনুরোধে সকলে লাইন ছেড়ে দেওয়ায় সহজেই এসআইআর শুনানি মিটিয়ে সময়মতো বিয়ে করতে চলে যান মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সম্মতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা নয়ন শেখ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বহুদিন আগে থেকেই নয়নের বিয়ের দিন এবং বিয়ের সময় ঠিক হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে শুক্রবার সকালেই শুনানির জন্য ডাক পড়ে নয়নের। কিন্তু তাঁর বিয়ের সময় বেলা এগারোটায় থাকায় এসআইআর শুনানি নিয়ে যথেষ্টই উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন নয়ন এবং তাঁর পরিবার। এই পরিস্থিতিতে ত্রাতা হিসেবে এগিয়ে এলেন রাজ্যে বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান। তিনি নিজে বরমশাইকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে যান সম্মতিনগরের শুনানি ক্যাম্পে। তারপর দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিদের অনুরোধ করেন নয়নকে আগে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। মন্ত্রীর অনুরোধে সকলেই নয়নকে আগে শুনানির জন্য ছেড়ে দেন। এরপর সময় মত শুনানি পর্ব মিটিয়ে সে রওনা দেয় বিবাহ মণ্ডপের উদ্দেশ্যে। নয়ন বলেন, আজ আমার বিয়ে। আর আজ সকালেই আমার শুনানির ডাক পড়েছে। শুনানির জন্য প্রত্যেক দিন অনেক লম্বা লাইন পড়ছে। এই লাইনে দাঁড়ালে আমার বিয়ের সময় পেরিয়ে যেত। মন্ত্রী মশাইয়ের সাহায্যে কোনওরকম লাইন ছাড়াই এসআইআর-এর শুনানি সারলাম। এবার নিশ্চিন্ত মনে বিয়ে করতে যেতে পারবো। তিনি আরও বলেন, শুধু আমি নই, প্রত্যেকটা মানুষই হয়রানির শিকার হচ্ছেন। সকাল থেকে প্রচুর সাধারণ মানুষ কাজকর্ম ছেড়ে লাইনে এসে দাঁড়াচ্ছেন সারাদিনের জন্য। আবার কাউকে দু'দিনও দাঁড়াতে হচ্ছে লাইনে। তবুও কাজ হচ্ছে না। রাজ্যে বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান জানান, এসআইআর -এর শুনানির নামে বিজেপি সরকার সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে। আজ একটা ছেলের বিয়ের দিন। সেই দিনই তাঁকে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে। তাঁর বিয়ের সময় সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে। কিন্তু এই শুনানির জন্য সেই ঠিক সময় বিবাহ মণ্ডপে উপস্থিত হতে পারত না। তিনি আরও বলেন, আমি এসে এখানে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজনকে অনুরোধ করে নয়নের শুনানি পর্ব আগে মিটিয়ে দিলাম। এখন সে নিশ্চিন্ত মনে নতুন জীবন শুরু করতে যেতে পারবে।

এস আই আর আতঙ্কে আবারও মৃত্যু, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, নলহাটি, ৩০ জানুয়ারি ঃ আবারও এস আই আর আতঙ্কে মৃত্যু নলহাটিতে। ঘটনাটি ঘটেছে নলহাটি ২ নং ব্লকের ভগলদিঘী গ্রামে। মৃত ব্যক্তির নাম রফিকুল ইসলাম (৬৮)। পরিবারের দাবি, এস আই আর তালিকায় নাম থাকায় মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। বৃস্পতিবার ব্লক অফিসে এস আই আর তথ্য যাচাইয়ের জন্য দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর হিয়ারিং সম্পন্ন করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তৎক্ষণাত তাকে লোহাপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করেন। সেখানে অবস্থার অবনতি অবনতি হওয়ায় রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শুক্রবার সকাল ৫.৪৫ টা নাগাদ মৃত্যু হয়। জুম্মার নামাজ পর গ্রামের সাহাবাখানায় কবরস্থ করা হয়। উল্লেখ্য, ১৯ জানুয়ারি রামপুরহাট পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের গদাই পাড়ার বাসিন্দা জনি শেখ (৩৭) এস আই আরের শুনানির নোটিশ পেয়ে আতঙ্কে আত্মহত্যা করেন। তার আগে রামপুরহাটে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাঞ্চন মন্ডল এই এস আই আর আতঙ্কে শুনানিতে গিয়েই বেঘোরে প্রাণ হারান। তিনি অনন্তপুর কানাইপুর হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক। একইভাবে, আতঙ্কে ভুগছে রামপুরহাট পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পরিচালিত হোমের আট জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন আবাসিক। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাই যাদের কাগজপত্র আছে তারাও লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির আইনি অজুহাতে নোটিশ পেয়ে আতঙ্কে ভুগছেন।

পাঁচটি বালি বোঝাই ট্রাক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৩০ জানুয়ারি ঃভিন রাজ্য থেকে রমরমিয়ে চলা অবৈধ বালি পাচারের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী এলাকায় কড়া নজরদারি ও ধারাবাহিক অভিযানে পাঁচটি বালি বোঝাই ট্রাক আটক করায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জেলায়। রাজ্যজুড়ে অবৈধ বালি তোলা ও পাচার নিয়ে যখন একের পর এক অভিযোগ উঠছে, ঠিক সেই সময়েই ঝাড়গ্রাম পুলিশের এই সক্রিয় ভূমিকা নজির সৃষ্টি করেছে বলে মনে করছেন অনেকে। বিশেষ করে ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী জামবনি থানা এলাকায় পুলিশের তৎপরতা স্থানীয় মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ঝাড়খণ্ড থেকে অবৈধভাবে বালি বোঝাই ট্রাক প্রবেশের অভিযোগ থাকলেও, সম্প্রতি পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে বলে মত এলাকাবাসীর। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জামবনি থানার উদ্যোগে দিনভর নাকা-চেকিং ও টহলদারি চালানো হয়। শুক্রবার চিঁচড়া এলাকায় এনএইচ-৬ জাতীয় সড়কে সন্দেহভাজন ট্রাকগুলিকে থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায়, ঝাড়খণ্ড থেকে আসা ওই পাঁচটি ট্রাকের কাছে বালি পরিবহনের কোনও বৈধ অনুমতিপত্র নেই। এরপরই ট্রাকগুলি আটক করা হয়। অবৈধ বালি পাচারের বিরুদ্ধে এই অভিযান আগামী দিনেও আরও জোরদার হবে বলে জানিয়েছে জেলা পুলিশ প্রশাসন।

Office of The Chingani Gram Panchayat
Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura

Notice Inviting e-Tender No.: (1) 07/2025-2026, (2) 08/2025-2026
The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites E-Tender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for total 5(Five) different works. Date of start of downloading the documents 30.01.2026 to 07.02.2026 up to 04.30 p.m. Date & Time of closing of submission of Technical Bid on or before 07.02.2026 04.30 p.m. Date of opening of Technical Bid: 10.02.2026 11.00 p.m. For details please visit office of the undersigned and website **https://wbtender.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide **NIT No- 13/ Sub/II of 2025-26** for 01 (one) No work from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour.
Last date of application- **.05.02.2026** Last date of receiving tender paper - **09.02.2026**
Sd/- S. Chakraborty
Assistant Engineer (PWD)
Hooghly Construction Sub Division No-II
Arambagh Hooghly

NARUGRAM GRAM PANCHAYAT
(Raina-I Panchayat Samity)
NOTICE INVITING e-TENDER No.:: WB/BWN/RAINA-1/NGP/ 2025-26/07
E-Tender are invited by the Prodhan, Narugram Gram Panchayat Raina-I Panchayat Samity,for **4(Four)** different works. **TENDER ID – (1) 2026_ZPHD_996473_1, (2) 2026_ZPHD_996473_2, (3) 2026_ZPHD_996473_3, (4) 2026_ZPHD_996473_4**. For details please visit website **https:// wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Narugram Gram Panchayat

NABASTHA-II GRAM PANCHAYAT
PALSIT: BARDHAMAN-II P.S: PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender/NIT No. 14/NAB-II/2025, Dated-27/01/2026
"The Prodhan, NABASTHA-II Gram Panchayat." Invites e-tender for the work of Construction of Concrete road. Last date of submission of Bid on **03/02/2026 up to 11.00 am**. Date of opening of tender (online): **05/02/2026 at 02.00 Pm**. For details please visit website **https://wbtender.gov.in**
Sd/- Prodhan
Nabastha-II Gram Panchayat

GENERAL POWER OF ATTORN NOTICE
Ashalata Mondal W/o Late Brajendra Nath Mondal, Sankar Mondal, Shibnath Mondal, Kashinath Mondal, Nitai Mondal S/O Late Bajendra Nath Mondal, Gita Mondal, W/O Late Shambhunath Mondal, Rina Jangi, W/ O Amar Jangi, had appointed, Samir Kumar Biswas, Ram Chandra Dutta as POWER OF ATTORNEY to sell out R.S Plot No.5318, with R.S.Khatian No-446 Mouja-Bally, JL-14 Total Land Sell Out 26 cuttah also Registered Deed No-0530, Volume no-0508 Book No- IV, Dated 25/09/2002,page No-342 to 314, at ADSR Howrah. If there is any objection kindly contact to (The BI&LRO) Bally Jagacha, Howrah, Belur from the date of Bazar, Howrah-711202 within 30 days advertisement.

Notice Inviting e-Tender No (2nd Call)
NIeT No. 10/2025-26 (2026_ZPHD_996374)
NIeT No. 11/2025-26 (2026_ZPHD_996136)
NIeT No. 12/2025-26 (2026 ZPHD 996195)
Pradhan Ramsagar GP has invited percentage rate e-Tender for total **17 (seventeen) nos work.** Last date of documents downloads and bid submission is **11th February, 2026 at 18:00 hrs.** For details, please visit website **https:// wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Pradhan

Office of the ONDA 1 GRAM PANCHAYAT, ONDA, BANKURA
Tender is invited by the undersigned for the following works under NIeTs & NITs given below.

NIeT/NIT No.	Nature of Work	Date of publish	No. of works	Last Date of Submission of BID/Dropping of Tender	Opening of Technical Bid/Sealed Tender
NIT-11/CFC-BG/ 2025-26 (2nd call)	Construction of road Protection wall (Guardwall)	30-01-2026	1	07-02-2026 up to 05:30 P.M.	20-02-2026
NIT-12/CFC-BG/ 2025-26	Construction of Concrete Drain, Concrete Road and Construction of Shed	29-01-2026	7	05-02-2026 upto 5:00 P.M.	06-02-2026
NIT-13/CFC-BG/2025-26	Installation of New Tubewall	29-01-2026	2	05-02-2026 upto 5.00pm	06-02-2026
NIT-14/CFC-BG/2025-26	Installation of Electric Submersible	30-01-2026	2	07-02-2026 upto 5.30pm	10-02-2026

For details please visit website **wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.
Sd/- **Pradhan, Onda 1 G.P**

Office of the
Ramur dihibhursut asanda GRAM PANCHAYAT
VILLAGE :ASANDA, P.O :DIHIBHURSUT, P.S :UDAYNARAYANPUR, DIST: HOWRAH
Pin 712408, e-mail : rdagpasanda@gmail.com : 8343917594
E-Tender are invited by the Pradhan Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet under Udaynarayanpur Block , Howrah from reputed and resourceful contractors for 10 nos E-Tender ID-2026_ZPHD_995724_1, 2026_ZPHD_995763_1 , 2026_ZPHD_995778_1, 2026_ZPHD_995798_1, 2026_ZPHD_995814_1, 2026_ZPHD_995875_1, 2026_ZPHD_995835_1, , 2026_ZPHD_995838_1 , 2026_ZPHD_995844_1& 2026_ZPHD_995757_1, Publish date-**30/01/2026 at 6.00PM .** Last date of Online Submission Technical & Financial Bid up to **07/02/2026 at 2.00 P.M.**, Date opening- **09/02/2026 at 2.30 PM** for details Visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet

বিজ্ঞপ্তি
DSP MUTUAL FUND
আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়্যারনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Saturday, 31st January 2026	Q959+JQH, SAHID MANGAL PANDEY SARANI RD, KOLKATA BARRACKPORE, WEST BENGAL 700120	5:00 PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।

ভেঙে খানখান রোহিত শর্মার বিশ্বরেকর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন

মাত্র ২০ বছর বয়সে দেশের জার্সিতে টি-২০ বিশ্বকাপে অভিষেক হয়েছিল তাঁর। তারপর ১৭ বছর ধরে সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটে খেলেছেন। টি-২০ বিশ্বকাপ জেতার পর এই ফরম্যাটকে বিদায় জানিয়েছেন। এবার টি-২০ ক্রিকেটে গড়া তাঁর বিশ্বরেকর্ড ভেঙে গেল। সেই রোহিত শর্মার নজির টপকে গেলেন এমন এক ক্রিকেটার, যাঁর নাম চট করে ক্রিকেটপ্রেমীদের মাথায় আসে না। তিনি পল স্টার্লিং। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি টি-২০ খেলার নজির ছিল রোহিতের। ২০০৭ বিশ্বকাপ থেকে শুরু ২০২৪ বিশ্বকাপ পর্যন্ত তিনি খেলেছেন। অংশ নিয়েছেন ৯টি টি-২০ বিশ্বকাপে। মোট ১৫৯টি ম্যাচ খেলেছেন হিটম্যান। ভারতীয়দের মধ্যে এটাই সর্বোচ্চ। বৃহস্পতিবারের আগে পর্যন্ত গোটা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি টি-২০ খেলার

নজিরও ছিল রোহিতের দখলে। কিন্তু এবার সেই নজির ভেঙে দিলেন আয়ারল্যান্ডের অধিনায়ক স্টার্লিং। বৃহস্পতিবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ খেলতে নেমেছে আয়ারল্যান্ড। দুই দলের কাছেই এটা বিশ্বকাপের প্রস্তুতি। দুই ম্যাচের সিরিজ খেলবে তারা। বৃহস্পতিবার প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেই ইতিহাস গড়ে ফেলেছেন স্টার্লিং। প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হিসাবে ১৬০তম ম্যাচ খেললেন আইরিশ অধিনায়ক। আগামী দিনে আরও টি-২০ খেলতে চলেছেন তিনি। ফলে স্টার্লিংয়ের হাতেই লেখা হবে টি-২০ ক্রিকেটের নতুন রেকর্ড বুক। যদিও নজির গড়ার ম্যাচে ব্যাট হাতে সাফল্য পাননি। ক্রিজে এসেই প্রথম দুই বলে বাউন্ডারি মারেন। তারপর তৃতীয় বলে আউট হয়ে যান আইরিশ অধিনায়ক। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে টি-২০ ক্রিকেটে অভিষেক হয় স্টার্লিংয়ের। আসন্ন বিশ্বকাপেও খেলবেন তিনি। এই নিয়ে নবমবার বিশ্বকাপ খেলবেন স্টার্লিং। একমাত্র রোহিত এবং শাকিব আল হাসানের এই নজির রয়েছে। তৃতীয় ক্রিকেটার হিসাবে ৯টি টি-২০ বিশ্বকাপ খেলার রেকর্ড গড়বেন আইরিশ অধিনায়ক। উল্লেখ্য, সবচেয়ে বেশি টেস্ট এবং ওয়ানডে খেলার নজির রয়েছে সচিন তেণ্ডুলকরের। সবচেয়ে বেশি টি-২০ খেলার নজির গড়লেন অধিনায়ক পল স্টার্লিং।

অবশেষে মুখ খুলল শ্রীলঙ্কা

ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তান ইস্যুতে 'নিরপেক্ষ' অবস্থান কলম্বোর

সংবাদ সংস্থা, কলম্বো, ৩০ জানুয়ারিঃ টি-২০ বিশ্বকাপ ঘিরে ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তান ত্রিমুখী টানাপড়েনে অবশেষে নীরবতা ভাঙল শ্রীলঙ্কা। সহ-আয়োজক দেশ হয়েও এতদিন প্রকাশ্যে কিছু না

বলায় কৌতূহল বাড়ছিল। তবে কলম্বো এবার স্পষ্ট জানিয়ে দিল- এই 'আঞ্চলিক বিরোধে' তারা কোনও পক্ষ নিচ্ছে না। বাংলাদেশ টি-২০ বিশ্বকাপের ম্যাচ ভারতে খেলতে অস্বীকার করে আইসিসি-র কাছে আবেদন জানায়। প্রাথমিক সূচি অনুযায়ী কলকাতা ও মুম্বইয়ে চারটি ম্যাচ খেলার কথা ছিল বাংলাদেশের। নিরাপত্তা উদ্বেগের কথা তুলে ধরে তারা ম্যাচগুলি শ্রীলঙ্কায় সরানোর দাবি জানায়। এই আবেদন আসে আইপিএল থেকে মুস্তাফিজুর রহমানের হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই। সেই আর্জি খারিজ করে বাংলাদেশকে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দেয় আইসিসি। বাংলাদেশ নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকায় শেষ পর্যন্ত তাদের টুর্নামেন্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়, সুযোগ পায় স্কটল্যান্ড। এই গোটা ঘটনায় দীর্ঘদিন চুপ থাকার পর শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট সচিব বান্দুলা দিসানায়েকে এএফপি-কে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ''ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে যে বিতর্ক চলছে, তাতে আমরা নিরপেক্ষ থাকতে চাই। তিন দেশই আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র।'' তবে একই সঙ্গে তিনি এটাও জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে যদি কোনও দেশ শ্রীলঙ্কায় টুর্নামেন্ট আয়োজনের অনুরোধ জানায়, কলম্বো তাতে আগ্রহী থাকবে। বর্তমানে রাজনৈতিক টানাপড়েনের কারণে ভারত ও পাকিস্তান একে অপরের দেশে খেলে না। সেই কারণে টি-২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ম্যাচগুলি বসবে শ্রীলঙ্কায়, যার মধ্যে ভারত-পাকিস্তান খেলাও রয়েছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীলঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রী সুনীল কুমারা গামাগে জানিয়েছেন, টুর্নামেন্ট নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা তাঁদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। বিশেষ করে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচগুলির নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনায় 'বিশেষ নজর' রাখা হচ্ছে। বিশ্বকাপ ২০২৬ শুরু হবে ৭ ফেব্রুয়ারি। ফাইনাল ৮ মার্চ।

লিথুয়ানিয়ার ফরোয়ার্ডকে দলে টানতে চাইছে ইন্টার কাশী

সংবাদ সংস্থা, বারাণসী, ৩০ জানুয়ারিঃ আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই শুরু হয়ে যাবে আইএসএল। এখন যার অপেক্ষায় এখন ভারতের ফুটবলপ্রেমীরা। অন্যান্যবার দুইটি লেগের মধ্য দিয়ে এই টুর্নামেন্ট আয়োজিত হলেও এবার পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন। সেই অনুযায়ী এবার একটি লেগের মধ্য দিয়েই আয়োজিত হতে চলেছে গোটা টুর্নামেন্ট। সেইদিকে নজরে রেখেই এই নতুন বছরের শুরু থেকে প্রস্তুতি শুরু করেছে কলকাতা ময়দানের দুই প্রধান তথা ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। তবে খুব একটা পিছিয়ে নেই অন্যান্য দল গুলি। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজেদের তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। এবার নয়া দল হিসেবে অংশগ্রহণ করতে চলেছে বারাণসীর

ইন্টার কাশী ফুটবল ক্লাব। গতবার সকলকে টেক্কা দিয়ে আইলিগ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে উঠে এসেছে ইন্টার কাশী। সেই সুবাদে এই নয়া সিজনে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে অংশ নিতে চলেছে বারাণসীর এই ফুটবল দল। সেক্ষেত্রে আগের তুলনায় লড়াই যে অনেকটাই কঠিন হতে চলেছে সেটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই সবদিক মাথায় রেখেই দল সাজাতে চাইছে ম্যানেজমেন্ট। এক্ষেত্রে গত কয়েক সপ্তাহে বারংবার উঠে এসেছে একাধিক হাইপ্রোফাইল দাপুটে বিদেশি ফুটবলারের নাম। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে লিথুয়ানিয়ার জাতীয় দলের এক তারকা ফরোয়ার্ড। তিনি নরিস পেটকেসিভিয়াস। লিথুয়ানিয়ার ফুটবল ক্লাব এফকে সুদুভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বছর পঁচিশের এই ফুটবলার। পূর্বে স্টামবার্স সহ লকস লিলির মতো দলের হয়ে ও খেলেছেন এই ফুটবলার। শোনা যাচ্ছে এই অভিজ্ঞ ফুটবলারের উপরেই এবার ভরসা রাখতে চলেছে ইন্টার কাশী ম্যানেজমেন্ট। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর যোগদানের কথা জানাতে পারে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দল।

লাল-হলুদের নজরে মিজো উইঙ্গার জেরি মাউইহমিংথাঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারিঃ গতবারের পর এবার যথেষ্ট ছন্দময় ফুটবলের মধ্যে দিয়ে শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল। চূড়ান্ত সাফল্য না আসলেও তাঁদের পারফরম্যান্স নজর কাড়ছে সকলের। এবারের ডুরান্ড কাপের শুরু থেকেই যথেষ্ট দাপটের সাথে খেলতে দেখা গিয়েছিল ময়দানের এই প্রধানকে। পরবর্তীতে টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁরা টেক্কা দিয়েছিল ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে। যদিও পরবর্তীতে আর এগোনো সম্ভব হয়নি। বাংলার আরেক শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব তথা ডায়মন্ড হারবার এফসির কাছে পরাজিত হয়ে ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্ট থেকে। তারপর ঐতিহাসিক আইএফএ শিল্ডে অনবদ্য ফুটবল খেললেও শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে

পরাজিত হতে হয়েছিল পড়শী ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কাছে। সেই হতাশা কাটিয়ে সর্বভারতীয় কাপ টুর্নামেন্ট তথা সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অন্যতম দাবিদার হিসেবে উঠে এসেছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু সেখানেও বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল টাইব্রেকার। শেষ পর্যন্ত সাডেন ডেথে বাজিমাত করে মানোলো মার্কেজের এফসি গোয়া। সেইসব ভুলে এই নতুন বছরের পঞ্চম দিন থেকেই ফের অনুশীলনে নেমে পড়েছিল মশাল ব্রিগেড। এক্ষেত্রে আসন্ন ইন্ডিয়ান সুপার লিগে সাফল্য নিশ্চিত করাই এখন অন্যতম লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গলের। তবে এবার বদলেছে লিগের ফরম্যাট। সুইস মডেলের মধ্যে দিয়েই এবার শুরু হতে চলেছে টুর্নামেন্ট। কাজেই এবার লড়াই যে অনেকটাই কঠিন সেটা বলা চলে। তবে এসবের মাঝেই সামনে আসতে শুরু করেছে নয়া তথ্য। বিশেষ সূত্র মারফত খবর, আইএসএলের আগেই এবার এক ভারতীয় ফুটবলারকে দলে চূড়ান্ত করতে চলেছে ম্যানেজমেন্ট। সেক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে জেরি মাউইহমিংথাঙ্কার নাম। পূর্বে ওডিশা এফসির হয়ে খেলেছেন এই মিজো উইঙ্গার।

'সরে যান, রাস্তা ছাড়ুন...'

সঞ্জু নিজের শহরে পৌঁছতেই রসিকতা সূর্যের

তিরুবনন্তপুরম, ৩০ জানুয়ারিঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ভারত তাদের শেষ ম্যাচ খেলছে তিরুবনন্তপুরমে। সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে এখানে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। এই ম্যাচটির ফল সিরিজের ফলাফলে কোনও প্রভাব না ফেললেও, তিরুবনন্তপুরম মানেই স্থানীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে একটি পরিচিত, আবেগঘন ও অত্যন্ত প্রিয় নাম- সঞ্জু স্যামসন। তবে ভক্তদের এই প্রিয় ব্যাটার বর্তমানে ছন্দে নেই। তাঁর শেষ অর্ধশতরান এসেছিল গত সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপে ওমানের বিরুদ্ধে। চলতি সিরিজে টানা চারটি ম্যাচে ব্যর্থ হওয়ায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও তিনি এখনও দলে রয়েছেন, তবে একের পর এক ব্যর্থতার ফলে প্রথম একাদশে নিজের জায়গা ধরে রাখার সম্ভাবনা তাঁর ধীরে ধীরে কমছে, বিশেষ করে ঈশান কিষান যখন খুব কাছ থেকেই তাঁর উপর চাপ বাড়িয়ে চলেছেন। তিরুবনন্তপুরমে পৌঁছনোর পর বিমানবন্দরে সঞ্জু স্যামসনকে ঘিরে হাল্কা মজা করতে দেখা যায় ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে। সতীর্থদের সামনে হাসি-ঠাট্টার ছলে তিনি বলেন, ''সরে যান, রাস্তা ছাড়ুন। চেট্টাকে কেউ বিরক্ত করবেন

না।'' অধিনায়কের এই মজার মন্তব্যে কিছুটা লজ্জায় পড়ে যান সঞ্জু, তবে গোটা ঘটনাটাই ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ ও প্রাণখোলা পরিবেশে। এর পর দু'জনের মধ্যে ছোট্ট একটি কথোপকথন হয়। সূর্য বলেন, ''ঈশ্বরের নিজের দেশে নামা।'' উত্তরে সঞ্জু জানান, 'খুব ভালো লাগছে। সব সময়ই ভালো লাগে, তবে এ বারটা সত্যিই আরও বিশেষ।'' সূর্য জানতে চান, ''এক্সট্রা স্পেশ্যাল?'' জবাবে সঞ্জু হেসে বলেন, ''হ্যাঁ''। বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার সময় অসংখ্য ভক্তের চিৎকারে চারদিক গমগম করতে থাকে। নিজের শহরের মানুষের ভালোবাসায় খুশি সঞ্জু হাসিমুখে টিম বাসের দিকে এগিয়ে যান, আর ভক্তদের উচ্ছ্বাস তখনও থামেনি। শনিবারের ম্যাচটি হবে নিজের শহরের দর্শকদের সামনে সঞ্জুর প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর আগে আমেরিকার বিরুদ্ধে নামার আগে ভারতীয় দল চাইবে, এই ম্যাচে আরও একটি সুযোগ পেয়ে সঞ্জু যেন আবার রানের খোঁজ পান এবং আত্মবিশ্বাস ফিরে পান।

'পাকিস্তানের দম নেই'

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৩০ জানুয়ারিঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে অন্তহীন নাটক চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। বাংলাদেশের প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়ে পাকিস্তানও বিশ্বকাপ বয়কটের হুমকি দিচ্ছিল। যদিও পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভিকে নিয়ে সেদেশেই সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। এবার ভারতীয় ক্রিকেটার অজিঙ্ক রাহানেও কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না। নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক বলেই দিচ্ছেন, বিশ্বকাপ বয়কট করার মতো সাহস বা দম পাকিস্তানের নেই। পাকিস্তানের প্রাক্তন তারকাদের অনেকেই এই নাটক নিয়ে চূড়ান্ত বিরক্ত। প্রকাশ্যে তাঁরা সমালোচনাও করেছেন। এবার পাকিস্তানকে পাল্টা দিলেন ভারতের তারকা ক্রিকেটার অজিঙ্ক রাহানে। এক ওয়েবসাইটের শো'তে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, পাকিস্তান মুখে যতই বয়কটের কথা বলে যাক না কেন, বাস্তবে সেই ক্ষমতা তাদের নেই। রাহানে বলেন, ''আমার মনে হয় না ওরা বিশ্বকাপ বয়কট করবে। ওদের কি সেই সাহস রয়েছে? আবারও বলছি, ওরা বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেবে না। ওরা বিশ্বকাপ খেলবেই।'' পাকিস্তান বিশ্বকাপ খেলবে কি না, তা জানা যাবে শনি অথবা সোমবার। গত সোমবারই বিশ্বকাপ বয়কটের ব্যাপারে পাক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভি।

সকাল থেকে চিরুনি-তল্লাশি, হারিয়ে গিয়ে আবার ফিরলেন কিং!

নিজস্ব প্রতিবেদন

ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য শুক্রবারের সকালটা ছিল অবাক করার মতো। কিছুটা উদ্বেগের। সকাল সকাল আচমকাই উধাও হয়ে যায় ভারতের মহাতারকা বিরাট কোহলির ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট। বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় এই ক্রিকেটারের ইনস্টাগ্রামে ফলোয়ার সংখ্যা ২৭৪ মিলিয়নেরও বেশি। সেই তিনি হটাৎ 'মিসিং'! অনুরাগীরা সার্চ করলেই ফুটে উঠছিল পরিচিত বার্তা, This page isn't available! মুহূর্তের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে এই খবর। এবং কৌতুহল যেমন বাড়তে থাকে, তেমনই ছড়িয়ে পড়ে মিমের বন্যা।

কোহলির ইন্সটা অ্যাকাউন্ট হঠাৎ দেখতে না পেয়ে অনুরাগীরা ভিড় জমায় টুইটার, ফেসবুক সহ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে। কেউ কেউ আশঙ্কা করেছিল এটি প্রযুক্তিগত সমস্যা। অনেকেই ভাবছিলেন, বিরাট কি নিজেই অ্যাকাউন্টটি ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিয়েছেন? কিন্তু বহু সময় কেটে গেলেও বিরাট কোহলির তরফে কোনও ব্যাখ্যা আসেনি। বিরাটকে দেখতে না পেয়ে যখন ইন্সটাগ্রামে চিরুনিতল্লাশি চলছে, তখন আসে স্বস্তির খবর। দেখা যায়, ইনস্টাগ্রামে ফিরে এসেছেন বিরাট কোহলি! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন তাঁর কোটি কোটি ভক্তরা। তবে অ্যাকাউন্ট ফিরে এলেও রহস্য কিন্তু কাটেনি। কী কারণে এই ব্ল্যাকআউট? প্রযুক্তিগত ত্রুটি? নাকি সাময়িক বিরতি? ইন্সটাগ্রাম প্ল্যাটফর্মের সমস্যা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কিছুক্ষণ অনুপস্থিতির মধ্যেই বিরাটের স্ত্রী অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টেও ভিড় জমিয়েছিলেন অনুরাগীরা। তাঁর পোস্টের কমেন্ট সেকশনে দেখা যায় উদ্বেগ নিয়ে নানা প্রশ্ন করেছেন সমর্থকরা। প্রধান প্রশ্নই ছিল বিরাট কোথায়? তবে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চুপচাপই থাকেন অনুষ্কা। এ ক্ষেত্রেও তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি। এই ঘটনা ঘটেছে এমন এক সময়ে, যখন ক্রিকেটের মাঠে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন বিরাট কোহলি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাফল্যের পর তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন আইপিএলের। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে গতবার ট্রফি দিয়েছেন। এবারও খেতাব ধরে রাখার চেষ্টা করবেন। তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটি শুধু ব্যক্তিগত আপডেটের জন্য শুধু নয়, এটি তাঁর ভক্তদের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম বড় মাধ্যম। সব মিলিয়ে, হারিয়ে গিয়ে 'কিং' ফিরে এলেন ইনস্টাগ্রামে।

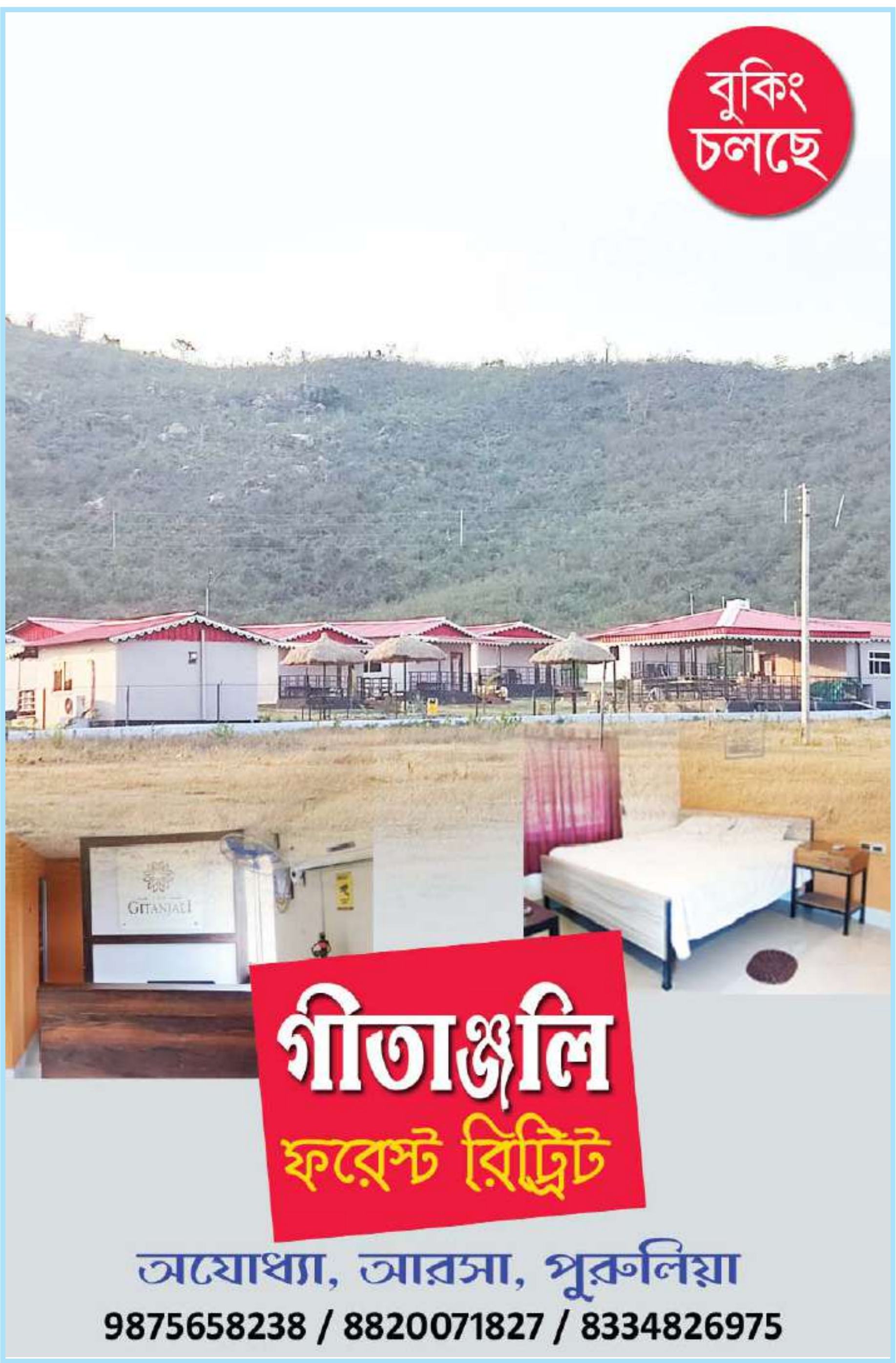

পাঁচ সেটের রুদ্ধশ্বাস থ্রিলার! জেরেভকে হারিয়ে ফাইনালে আলকারাজ

প্রথম দুই সেট জিতে লাগাম হাতে নিলেন কার্লোস আলকারাজ। খাদের কিনারা থেকে অবিশ্বাস্য দৃঢ়তায় ঘুরে দাঁড়ালেন আলেক্সান্ডার জেরেভ। ম্যাচ জয়ের খুব কাছেও পৌঁছে যান জার্মান তারকা। পরে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে, পাঁচ সেটের ম্যারাথন লড়াইয়ে শেষের চরম নাটকীয়তায় জয়ের হাসি হাসলেন নাম্বার ওয়ান আলকারাজ।

সংবাদ সংস্থা, মেলবোর্ন, ৩০ জানুয়ারিঃ মেলবোর্নের রড লেভার অ্যারেনায় পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলল এক রুদ্ধশ্বাস, টানটান লড়াই। যা শেষ পর্যন্ত জিতে নিলেন কার্লোস আলকারাজ। হারালেন আলেকজান্ডার জেরেভকে, ৬-৪, ৭-৬, ৬-৭, ৬-৭, ৭-৫ সেটে। স্কোরলাইনের মতোই নাটকীয় ম্যাচের প্রতিটি মুহূর্ত। আজ প্রথম দুই সেটে আলকারাজ ছিলেন তুলনামূলক নিয়ন্ত্রিত। বেসলাইন থেকে আগ্রাসী ফোরহ্যান্ড, ড্রপ শট আর নিখুঁত রিটার্নে জেরেভকে চাপে রেখেছিলেন। দ্বিতীয় সেটের টাইব্রেকে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো তুলে নিয়ে স্প্যানিশ তারকা এগিয়ে যান (২-০)। তৃতীয় সেট থেকে ম্যাচের রং বদলায়। আলকারাজের চলাফেরায় অস্বস্তি ধরা পড়ে। এক পর্যায়ে মনে হচ্ছিল, হয়তো-বা চোট বা ক্র্যাম্পে ভুগছেন। যাই হোক না কেন, সেই সুযোগ নিতে ভুল করেননি জেরেভ। ম্যাচে ফেরেন। শক্তিশালী

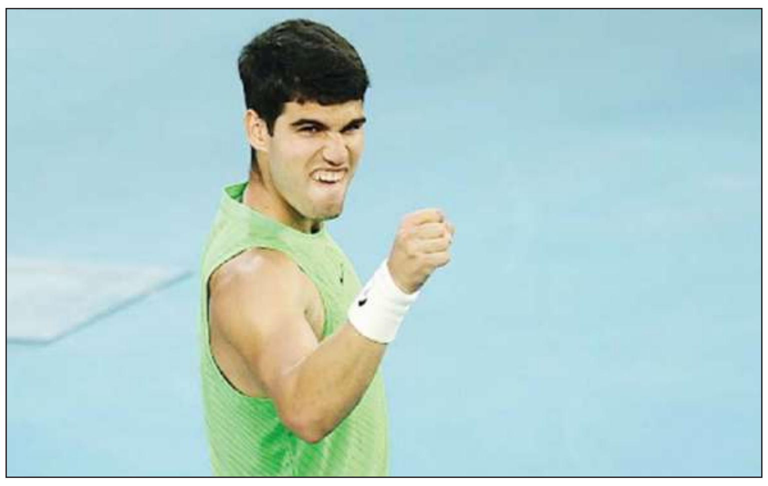

সার্ভ আর নিখুঁত গ্রাউন্ডস্ট্রোককে কাজে লাগিয়ে তৃতীয় সেটের টাইব্রেক জেতেন জার্মান তারকা। চতুর্থ সেটেও জমে ওঠে লড়াই। আলকারাজ বারবার ড্রপ শটে পয়েন্ট তুললেও জেরেভ দমে যাননি। টানা লম্বা র‍্যালি, গ্যালারির চাপ আর পাঁচ ঘণ্টার যুদ্ধ-সব সামলে আবারও টাইব্রেকে সেট জিতে নেন। স্কোরলাইন তখন ২-২। রড লেভার অ্যারেনায় দর্শকরা বিলক্ষণ বুঝে যান, সামনে আরও বড় নাটক অপেক্ষা করছে। পঞ্চম সেটে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই ক্লান্ত। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে মানসিক দৃঢ়তা দেখিয়ে এগিয়ে শুরু করেন আলকারাজ। শুরুতে ব্রেক খাওয়ার পরও ভেঙে পড়েননি। বদলে লম্বা র‍্যালিতে জেরেভকে ঘোরানো, সঠিক সময়ে আক্রমণ-সব মিলিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে নিজের দিকে টেনে নেন। ৫-৫ অবস্থায় জেরেভের সার্ভ ভাঙতেও ভুল এতটুকু ভুল হয়নি। যার সুবাদে শেষ গেমে ঠান্ডা মাথায় সার্ভ ধরে রেখে নিশ্চিত করেন জয়। পাঁচ ঘণ্টার মহাযুদ্ধের শেষে গ্যালারিতে উচ্ছ্বাস, আর কোর্টে ক্লান্ত কিন্তু হার-না-মানা আলকারাজ। এই জয়ের সৌজন্যে চলতি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে পৌঁছে গেলেন বিশ্বের এক নম্বর। আর জেরেভ? দুর্দান্ত লড়াই করেও স্বপ্ন ভাঙল আরও একবার।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com